উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৭১০.৭৬ (-৭.২৫)
নিফটি : ২৪,৭৪১.০০ (+৬.৭০)

মুম্বইয়ে মানববোমা!
মুম্বইয়ে আবারও বড় বোমা হামলার হুমকি। শুক্রবার পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সরকারি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বার্তা আসে, শহরের ৩৪টি গাড়িতে মানববোমা রয়েছে। ৮

রাশিয়া, ভারতকে ট্রাম্পের খোঁচা
চিনের অন্ধকারে যেন হারিয়ে গেল ভারত আর রাশিয়া! শুক্রবার রহস্যজনক পোস্ট করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিলেন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে আমেরিকার। ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩২°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৭°	২৬°

পদ্মের পারফরমেন্সে খুশি নাড্ডা
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আটকাতে বিজেপি পরিষদীয় দলের ভূমিকায় সন্তুষ্ট দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। এমনই দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ৯

শিলিগুড়ি ২০ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 6 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 110

১১৩ বছরে নতুন দাঁত, তাই মুখেভাত

দাঁত ওঠার বয়স কত? ছয় মাস, সাত মাস, আট মাস... বড়জোর এক বছর। কিন্তু নৃপেন্দ্রনাথ বর্মনের নতুন করে দাঁত গজাল ১১৩ বছরে এসে। সেই খুশিতে অন্নপ্রাশন দিলেন নাতি-নাতনিরা।

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পরনে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি। মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে টোপর। ১১৩ বছরের শিশুর 'অন্নপ্রাশন' বলে কথা! হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। এই বয়সে এসে ফোকলা মাড়িতে নতুন করে তিনটি দাঁত গজিয়েছে দাদুর। তাই রীতিমতো আয়োজন করে দাদুর মুখেভাত দিয়েছেন নাতি-নাতনিরা। এমনই বেনজির দৃশ্যের সাক্ষী থাকল হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা বড় কুড়ারপার। এমন

টোপর মাথায় নৃপেন্দ্রনাথ বর্মন। দক্ষিণ বড় হলদিবাড়িতে।

অভিনব অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে হাজির ছিলেন হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা, বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডাঙ্গাপাড়ার বিওপির কোম্পানি কমান্ডান্ট আকাশ দে প্রমুখ।

১১৩ বছর বয়সে নতুন দাঁত কি সত্যিই বের হয়? স্থানীয় প্রতিবেশীদের কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হলেও দন্ত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনটা হতেই পারে। ডাক্তারি শাস্ত্রের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সুপারনিউমেরারি টুথ'। বৃদ্ধ বয়সে মাড়ি শুকিয়ে যাওয়ায় দাঁত পড়ে গেলেও দাঁতের অঙ্কুর থেকে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে অনেকদিন পর সেখান থেকেই নতুন করে দাঁত বের হয়। জলপাইগুড়ি শহরের দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বিক্রম তালুকদারের কথায়, '১৮ বছরের পরে যে কোনও সময় দাঁত গজানো স্বাভাবিক বিষয়। তিনদিনের বাচ্চার দাঁত গজিয়েছে, এমন ঘটনা আছে। আবার তেমনই ৬৯ বছর বয়সে দুধের দাঁত ভাঙার অভিজ্ঞতাও রয়েছে।'

নাতি-নাতনিদের দাবি, তাঁদের দাদু নৃপেন্দ্রনাথ বর্মনের বয়স ১১৩ বছর। এই বয়সে এসে দাদুর নতুন করে তিনটি দাঁত গজিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ফেস্ট নিয়ে বিতর্ক মেডিকেলে

দায়িত্বে র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্ত পড়ুয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে চলা বেআইনি কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। অভিযোগ ওঠে র‍্যাগিং ও থ্রেট কালচারের রমরমার। বছর ঘুরলেও সেই কালচারে বদল আসেনি অধিকাংশ জায়গায়।

থ্রেট কালচার ও র‍্যাগিংয়ে নাম জড়িয়ে যাওয়া ডাক্তারি পড়ুয়াকে কলেজ ফেস্টের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে বিতর্কে জড়াল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। গতবছর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কলেজ কাউন্সিল বৈঠক করে বেশ কয়েকজনকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করেছিল। সেই পড়ুয়াদের একজন জয় লাকড়া। তাঁকেই কলেজ ফেস্ট (আনুষ্ঠানিক নাম 'প্লাজমা') আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবছর। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁদের দাবি, এই ঘটনা প্রমাণ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ এধরনের কর্মকাণ্ডে অভিযুক্তদের পাশে রয়েছে। এভাবে হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফের প্রতিষ্ঠানকে অশান্ত করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা। জয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুক্রবার সন্ধ্যায় একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তাই তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের যুক্তি, 'সাসপেন্ড হওয়া পড়ুয়ারা আদালতে গিয়েছিল। আদালতের নির্দেশেই তারা আবার কলেজে পঠনপাঠন, পরীক্ষা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ফিরেছে। আদালতের ওপরে তো আমরা কেউ নই। তাই প্লাজমা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় কোনও অন্যায় দেখছি না।'

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তীব্র আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন ডাক্তারি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কলেজ ও হস্টেলে নিয়মিত থ্রেট দেওয়া, র‍্যাগিংয়ের নামে শারীরিক অত্যাচার করার অভিযোগ ওঠে। অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন আন্দোলনকারীরা। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক হয়। পাঁচজন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের কলেজ থেকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাঁদের হস্টেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে হইচই পড়ে।

এবছর ২০-২১ সেপ্টেম্বর কলেজ ফেস্ট হবে। সেজন্য অধ্যক্ষের অফিস থেকে একটি আয়োজক কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন জয়। সেই নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক। কলেজে থ্রেট কালচার ও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঠিক এক বছর আগে কলেজ কাউন্সিল তাঁকে সাসপেন্ড করেছিল। অথচ সেই পড়ুয়াকে আয়োজনের দায়িত্ব দিয়ে কী বার্তা দিতে চাইছে কর্তৃপক্ষ?

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইডিএসও) মেডিকেল শাখার

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

দাগের কলঙ্ক শিক্ষকতায়, চুরির সংস্কৃতি বিধানসভায়

গৌতম সরকার

দাগি চোর, দাগি ডাকাত! পরিচিত শব্দ নিঃসন্দেহে। তা বলে শিক্ষকও দাগি! কী ভয়ানক! আরও ভয়ংকর দাগির ইংরেজি প্রতিশব্দটি- Tainted। ইংরেজি শব্দটি চাকরি চুরির অপরাধের রেকর্ডে ঢুকে গেল সুপ্রিম কোর্টের সৌজন্যে। শব্দটির অভিঘাত যেন আরও বেশি। যত না শিউরে উঠি, তার চেয়েও বেশি লজ্জায় নীল হয়ে যাই। মনে তিরের মতো বেঁধে। দাগি উচ্চারণটাই যে আর্তনাদের মতো। শিক্ষকও দাগি! হায় রে!

শিক্ষকের জীবনেও দাগ! ভেবেছি কখনও কলঙ্কিত হতে পারে শিক্ষকতা! কিন্তু হল তো! কত চুরির কথাই তো জানি আমরা। গৃহস্থের বাড়িতে চুরি। দোকানে চুরি, শপিং মলে, ব্যাংকে চুরি। ভোট চুরি নিয়ে ইদানীং খুব শোরগোল। এখন স্পষ্ট হল, চাকরিও চুরি হয়। চাকরি চুরি করেই তো শিক্ষকের গায়ে দাগি তকমা! যাঁরা নাকি গত ১০ বছর আমার-আপনার স্কুল পড়ুয়া সন্তানদের পড়িয়েছেন।

মানুষ গড়ার কারিগরের সম্মান দিয়েছিলাম যাঁদের, দাগি তকমায় তাঁরা গোটা জীবনের জন্য কার্যত অযোগ্য হয়ে গেলেন। তাঁদের আর কোথাও ঠাঁই নেই। আদালত বলে দিয়েছে, ওঁদের জন্য শিক্ষকতা নয়। এর আগে অন্য কোথাও যদি চাকরি করে থাকেন, যোগ্যরা তাতে ফিরতে পারেন। অযোগ্যরা? কভি নেহি! স্কুল সার্ভিস কমিশন শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিচ্ছে। চাকরি পাওয়া পরের কথা, তাঁদের অন্তত সেই পরীক্ষাটুকু দেওয়ার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে আদালত।

আদালত একদিক থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। চাকরি পেয়ে শিক্ষক হলেও এঁদের দাগি কলঙ্ক তো ঘুচবে না। পড়ুয়ারা আঙুল তুলতে পারে, ওই দ্যাখ চাকরি চোর! তারপর চোখ তুলে পড়ুয়াদের কী শেখাবেন সেই শিক্ষক! মনে গ্লানি, অপরাধবোধ নিয়ে কী-ই বা শেখাবেন তাঁরা? এই যেমন রাজনীতিবিদরা শেখালেন, বিধানসভাটা অসভ্যতা করার জায়গা। পরস্পরকে চোর বলে গাল দেওয়ার আখড়া।

দৃশ্যটা ভাবুন, বিজেপি বিধায়করা সুর করে স্লোগান দিচ্ছেন, 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, তৃণমূলের সবাই চোর।'

এরপর দশের পাতায়

আমরা করব জয়...

সোমবার শুরু হতে চলেছে ২০২৬ উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। নতুন ফর্ম্যাটে নতুন সিলেবাসের প্রথম ব্যাচ এটাই। স্বভাবতই পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অনেকে বিভ্রান্ত। পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার হলে কী করণীয়, টিপস দিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

এবারের পরীক্ষা কেন আলাদা?

এবারই প্রথম OMR বেসড পরীক্ষা হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকে। পরীক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণিতে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিলেও বেশিরভাগ স্কুলে খাতা দেখেছেন সেখানকার শিক্ষকরাই। তাই OMR-এ নির্দিষ্ট ঘর কালি দিয়ে ভরাট করতে গিয়ে সামান্য ভুলচুকেও হয়তো তারা নম্বর পেয়েছে। এবার সেই সুযোগ নেই। OMR শিট স্ক্যান মেশিনে স্ক্যানড হবে এবং কোনও ভুল সেখানে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে না।

পরীক্ষার দিন কী করবে

- ছাত্রছাত্রীরা সকাল ন'টার আগেই প্রথম দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যাবে
- সকাল ৯.৪৫-এর মধ্যেই ইনভিজিলেটর রুমে প্রবেশ করবেন
- ৯.৫৫ মিনিটে ইনভিজিলেটর দুজন পড়ুয়ার উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্রের মোড়কের উপরে তাদের স্বাক্ষর নিয়ে প্রশ্নপত্রের কভার খুলবেন
- এরপর একইসঙ্গে প্রশ্নপত্র ও OMR পরীক্ষার্থীদের বিতরণ করা হবে

শিক্ষকরা বলছেন

এবার OMR স্ক্যান মেশিনে স্ক্যানড হবে এবং কোনও ভুল সেখানে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে না। আর একটা সঠিক উত্তর OMR-এ কালি দিয়ে ভরাট করতে গিয়ে যদি বিন্দুসম জায়গাও ফাঁকা থেকে যায়, তাহলেও সেই উত্তর ভুল বলেই গণ্য করবে স্ক্যানার।

-অনির্বাণ নাগ, টিচার ইনচার্জ, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়

পড়ুয়াদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য OMR শিটে কীভাবে পরীক্ষা দিতে হবে তা বোঝানো হয়েছে। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই, তাই সব প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য বলা হয়েছে।

- উৎপল দত্ত, প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

পড়ুয়াদের কথা

বই খুঁটিয়ে পড়েছি। তাই ভয় সেভাবে লাগছে না। তবে কী ধরনের প্রশ্ন হবে তা নিয়ে একটু চিন্তায় রয়েছি। আশা করছি, পরীক্ষায় সব উত্তর সঠিক মার্ক করতে পারব।

- শ্রাবণী চক্রবর্তী
হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুল, শিলিগুড়ি

পরীক্ষার হলে করণীয়

- OMR উত্তরপত্র পূরণ করার জন্য কেবলমাত্র নীল অথবা কালো বলপয়েন্ট পেন ব্যবহার করবে
- উত্তরপত্রের ১ থেকে ৩ এন্ট্রির ক্ষেত্রে (১. দশ অঙ্কের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ২. ছয় অঙ্কের রোল ও চার অঙ্কের নম্বর, ৩. প্রশ্নপুস্তিকার ক্রম সংখ্যা) সংশ্লিষ্ট বৃত্তগুলি সম্পূর্ণ পূরণ বা ভরাট করতে হবে
- সঠিক বৃত্তটি সম্পূর্ণ পূরণ বা ভরাট করে চল্লিশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আংশিক ভরাট যেন না হয়
- বৃত্তের মধ্যে এরকম ✗ বা ✔ চিহ্ন দিলে অথবা আংশিক পূরণ করলে কিংবা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক বৃত্ত পূরণ করলে সেটি ভুল বলে গণ্য হবে
- প্রথমে বৃত্তের সাইডের দিকটা পূরণ করতে হবে। তাতে কালি বাইরে যাবে না
- একবার পূরণ করা হয়ে গেলে আর পরিবর্তন বা সংশোধন, মোছা বা কাটাকুটির কোনও সুযোগ নেই
- যদি কোনও কারণে OMR ফিলআপ করার সময় ভুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইনভিজিলেটরকে জানাবে, কিন্তু হোয়াইটনার দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে না
- কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই অর্থাৎ ভুল উত্তরের জন্য কোনও অতিরিক্ত নম্বর কাটা যাবে না
- OMR উত্তরপত্রটি কোনওমতেই ভাঁজ বা ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না
- পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থী OMR উত্তরপত্রটি জমা দেবে এবং কোয়েসচন বুকলেটটি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে

শিক্ষকের ৩৫ হাজার পদ শূন্য

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা শুরুর দু'দিন আগে শূন্যপদের সংখ্যা জানিয়ে দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শুক্রবার কমিশন জানিয়ে দিল, শিক্ষকের চাকরিতে মোট ৩৫৭২৬টি পদ শূন্য আছে। ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর যে পরীক্ষা হতে চলেছে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে ওই পদগুলি পূরণ করা যাবে।

পদগুলি নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকের। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পদগুলি সহকারী শিক্ষক মর্যাদার। নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য শিক্ষকের শূন্যপদ আছে ২৩২১২টি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে ওই সংখ্যা ১২৫১৪। আগামী রবিবার ও পরের রবিবার ওই চারটি ক্লাসের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নির্ধারিত আছে।

এসএসসি'র বিজ্ঞপ্তি

পরীক্ষায় বসছেন মোট ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে থেকে ওই ৩৫ হাজারেরও বেশি পদে শিক্ষক নিয়োগ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন, অনেক পদ শূন্য আছে। কিন্তু নানা আইনি জটিলতায় নিয়োগ করা যাচ্ছে না। সেই তথ্য জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসএসসি'র ৩৫৭২৬টি শূন্যপদ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ।

শূন্যপদের এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ওবিসিভুক্ত জনগোষ্ঠীগুলির ১৭ শতাংশ সংরক্ষণের ভিত্তিতে। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে এতদিন ধোঁয়াশা ছিল। শুক্রবারের তালিকায় ওবিসি 'এ' ও ওবিসি 'বি'-র বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি ক্যাটিগোরি মিলিয়ে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ নিয়ম মানা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
২২
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

জোড়া গোলে লাস্ট ডান্স মেসির

তেরোর পাতায়

এই জমি দখলের পর রাখা হয়েছে তেলের ট্যাংকার।

অবসরপ্রাপ্ত বনকর্তার জমি দখল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সহকারী পুলিশ কমিশনারের দপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যেই কংক্রিটের সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেওয়া জমি। গভীর রাতে আর্থমুভার দিয়ে প্রাচীর ভেঙে সেই জমি দখল করার অভিযোগ শহরের এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মদত দেওয়ার অভিযোগ খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওপরমহলের মৌখিক নির্দেশেই অবসরপ্রাপ্ত ওই আইএফএস আধিকারিককে নিজের জমিতে কাজ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি আদালতের কড়া নির্দেশের পরেও অভিযোগকারীকে সহযোগিতা করছে না পুলিশ।

ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন সহকারী পুলিশ কমিশনার (পূর্ব ২)-এর অফিস চত্বরেই। ঘটনায় শুধুমাত্র একটি মামলা রুজু করেই ক্ষান্ত দিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, সহযোগিতা চাইতে গেলে পুলিশ বলছে, নিজের দায়িত্বে কাজ করুন। ঝামেলা হলে নাকি তারা সামাল দিতে পারবে না।

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ফের একবার জমি মাফিয়ারা মাথাচাড়া দেওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর আগে এই বিধানসভা কেন্দ্রে জমির কারবার নিয়ে একাধিকবার পুলিশকে ভর্ৎসনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন সব বন্ধ থাকলেও ফের নতুন করে জমি মাফিয়ারা মাথাচাড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ। অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস গোপীনাথ রায়ের বক্তব্য, '২০১৭ সালে আমার, স্ত্রীর এবং ছেলের নামে ওই জমি

অভিযুক্ত শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী

কেনা। সিএস খতিয়ান, আরএস খতিয়ান, এলআর খতিয়ান সব জায়গায় আমাদেরই নাম রয়েছে। কিন্তু মাফিয়ারা দাবি করছে ওটা তাদের জমি। কোনও কাগজ তারা দেখাতে পারেনি। অথচ পুলিশও আমাদের কোনও সহযোগিতা করছে না। আধিকারিকরা ডেকে ধমকাচ্ছেন।' শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ওঁর অভিযোগের ভিত্তিতে

এরপর দশের পাতায়

উধাও ম্যাক্সিক্যাব, দ্বিগুণ ভাড়া টোটোয়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : যাত্রী তুমি কার? টোটো না ম্যাক্সিক্যাবের? কার ব্যবসা মার খাচ্ছে কার জন্য? দুইপক্ষের মধ্যে এই ইস্যুতে বিবাদ দীর্ঘদিনের। ঝামেলার জেরে শুক্রবার সিটি অটো নিয়ে পথেই নামলেন না চালকরা। ভোগান্তি হল সাধারণ মানুষের।

টোটোর কারণে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ম্যাক্সিক্যাবের। মূল রাস্তা থেকে অলিগলিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া রুট না মেনে মর্জিমতো চলাফেরা করছেন টোটোচালকরা। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করছে না, এমন অভিযোগ তুলে মিছিল করতে চেয়েছিল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এনজেপি-ফুলবাড়ি ম্যাক্সিক্যাব অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন। অনুমতি নিয়ে পুলিশ ও সংগঠনের কর্তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত মিছিল আর করতে পারেনি তারা। পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের ওসির বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুলে এদিন কর্মবিরতিতে শামিল হন শহরের ম্যাক্সিক্যাবচালকরা। এদিকে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চড়চড়িয়ে ভাড়া বাড়ালেন টোটোচালকদের একাংশ। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বাসে চেপেই গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিলেন অনেকে। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি উজ্জ্বলকান্তি ঘোষের কথায়, 'মালিকদের কাছে গাড়ি জমা দিয়ে ড্রাইভাররা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁরা যদি এমন সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের কিছু করার নেই।'

রোদ দেখা মিলেছে দিনের অধিকাংশ সময়। তার ওপর কর্মবিরতির জেরে নাকাল হতে হয় নাগরিকদের। শুক্রবার ছুটির দিন ছিল। শিক্ষক দিবস ও ফতেহা-দোয়াজ দাহামের কারণে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ এবং সরকারি অফিস বন্ধ থাকায় রাস্তায় ভিড় কিছুটা হলেও কম ছিল। রোজ হাজার হাজার মানুষ, পর্যটকের পা পড়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে।

কর্মবিরতির জেরে যাত্রী ভোগান্তি

অচেনা ছবি। অন্যদিন কোর্ট মোড় চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাক্সিক্যাব।

এনজেপিতে গণপরিবহণের অন্যতম অংশ ম্যাক্সিক্যাব। তবে এদিন রাস্তায় সিটি অটোর দেখা না পেয়ে মাথায় হাত পড়ে তাঁদের। টোটোয় চেপে এনজেপি থেকে মাটিগাড়া কিংবা শালবাড়ি পৌঁছানোর ঝক্কি অনেক। প্রলয় রাইকে স্টেশনে নেমে হাসমি চক হয়ে শালবাড়ি পৌঁছাতে তিনবার টোটো বদলাতে হল। ভাড়া গুনতে হল তিনগুণ। এই সমস্যা তাঁর একার নয়। প্রায় প্রত্যেককে ফাঁপরে পড়তে হয়েছে টোটো-ম্যাক্সিক্যাবের দড়ি টানাটানির কারণে।

শিবমন্দিরের পিয়ালি রায়কে কোর্ট মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দাদা। কেনাকাটা সেরে ম্যাক্সিক্যাবে চেপে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর একটিও সিটি অটো দেখতে না পেয়ে চিন্তার ছাপ পড়ে যায় পিয়ালির চোখেমুখে। এমন সময় সামনে দিয়ে যাওয়া একটি টোটোকে জিজ্ঞেস করলে কিছুটা রাস্তা যেতে দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করলেন চালক। তারপর আরও দু'বার টোটো বদলাতে হবে বাড়ি পৌঁছাতে। সাত-পাঁচ ভেবে কোর্ট মোড় থেকে বাসে চাপলেন তিনি।

দাগাপুরে মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন বলে জংশনের সামনে দাঁড়িয়ে সিটি অটোর অপেক্ষা করছিলেন গীতা দে। দু'দিকে তাকিয়ে একটিরও দেখা না পেয়ে পাশের একটি দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ ওরা বনধ ডেকেছে নাকি?' দোকান মালিকের উত্তর শুনে কপালে হাত ঠেকালেন গীতা। এক টোটোচালক ৫০ টাকা ভাড়া চাইলেন। রাজি হননি তিনি। কাউকে ফোন করে বিষয়টি জানালেন। তারপর বললেন, 'আমি তো আগে জানতাম না এসব। এত ভাড়া দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ছেলেকে ফোন করলাম। ও দিয়ে আসবে বলল।'

এদিন দুপুরে কয়েকশো ম্যাক্সিক্যাব ড্রাইভার কোর্ট মোড়ে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সঞ্জীবন দাস বললেন, 'আমাদের কর্মবিরতি অনির্দিষ্টকালের জন্য। যতক্ষণ না প্রশাসনের কাছ থেকে সদুত্তর পাচ্ছি, আমরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাব। সমস্যার সমাধান না হলে অনশনে বসব। তারপরেও যদি এক অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে পরিবার নিয়ে অনশনে বসব।'

এরপর দশের পাতায়

হকিতে জাতীয় স্তরে সুযোগ

স্বপ্নপূরণের পথে সুদীপ্ত

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : অভাবের সংসার থেকে ক্রীড়াজগতের তারকা হয়ে ওঠার ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। তেমনই এবার স্বপ্নপূরণের পথে একধাপ এগোল ভুটনিরঘাটের সুদীপ্ত বর্মন। ফালাকাটা পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সুদীপ্ত, আগামী বছর বাংলা হকি দলের হয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় মাঠে নামতে চলেছে।

সম্প্রতি স্কুল স্তরে জেলাভিত্তিক হকি প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সে। সেখানেই তার গোলকিপিং নজরে পড়ে যায় নির্বাচকদের। অনূর্ধ্ব ১৭ বাংলা হকি দলের জন্য ডাক আসে। গোলকিপার হিসেবে সে দলের প্রথম একাদশে জায়গা করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়েস্টবেঙ্গল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস কর্তৃপক্ষ তার নির্বাচনের খবর পাঠিয়েছে পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলে। সুদীপ্তর কোচ ও স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সুশান্ত রায় বলেন, 'সুদীপ্ত গরিব ঘরের ছেলে। তাই বিনামূল্যে ওকে স্কুলের বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। ওর সাফল্যে আমরা খুশি।'

সুদীপ্তর বাবা পুলিন বর্মন বলেন, 'আমি চাই সুদীপ্ত একদিন দেশের হয়ে মাঠে নামুক।'

সুদীপ্ত কথায়, 'রাজ্যের হয়ে আমি আমার সেরাটা উজাড় করে দেব। আর দেশের হয়ে মাঠে নামার লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।'

জেলা প্রতি হাজার শাখা, লক্ষ্য সংঘের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : এবার উত্তরবঙ্গকে পাখির চোখ করে এগোনোর উদ্যোগ নিচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। সম্প্রতি উত্তরের জেলাগুলিকে টার্গেট করে সংগঠন বিস্তারের কাজে এগোনোই লক্ষ্য। কয়েকমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে প্রতিটি জেলায় অন্তত ১০০০টি করে শাখা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস। মহালয়ার দিন পথ সঞ্চালন কর্মসূচির মাধ্যমে সেই কাজ শুরু করা হবে। তাই ভোটের আগে সংগঠনের এমন তৎপরতায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গে সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়ে এই নির্দেশ নাকি একেবারে আরএসএসের শীর্ষ স্তর থেকে এসেছে। এনিয়ে আরএসএসের জেলা কার্যবাহক সুমন দে-র বক্তব্য, 'বেশি সংখ্যক শাখা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। আগামীদিনে আরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে।'

আরএসএস সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কোচবিহার জেলায় তাদের ১০০টি শাখা রয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন প্রতিটি শাখার উদ্যোগেই পথ সঞ্চালন কর্মসূচি পালিত হবে। এরপর ১ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় নাগরিক সম্মেলন চলবে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা বৈঠক রয়েছে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গৃহ সম্পর্ক অভিযান করবে আরএসএস। সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংঘের প্রচারের কথা জানানো হবে। পাশাপাশি জানুয়ারির ১২-৩১ তারিখ পর্যন্ত হিন্দু সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আগে কোচবিহারে আরএসএসের নানারকম কর্মসূচি হলেও এবারের পরিকল্পনা তার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এদিকে, ২১ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই সংগঠনের অন্দরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জেলাজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলেও কোচবিহার সদরে মূল শোভাযাত্রা হবে। তবে ঠিক কোথায় হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে প্রচুর সংখ্যক কর্মী যাতে ওইদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন, তার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই জানেন, সরাসরি না হলেও বিজেপির ভোটব্যাংকের একটি বড় অংশই আরএসএসের ওপর নির্ভর করে। উত্তরবঙ্গে বিজেপির একক আধিপত্য থাকলেও গত লোকসভা নির্বাচনে ফল কিছুটা খারাপ হয়েছিল। হাতছাড়া হয়ে যায় কোচবিহার আসন। এমন অবস্থায় উত্তরবঙ্গে আরএসএসের শক্তিবৃদ্ধির তৎপরতাকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে আরএসএস বিধানসভায় ভোটব্যাংকে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। সংঘের পরিকল্পনার বিষয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আরএসএস গোপনে গোপনে অনেক কিছুই করে। কিন্তু সেগুলি আমরা পাত্তা দিই না। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও নেই। আরএসএস মুখে বলে রাজনীতি করে না। কিন্তু ওরা বিজেপিরই একটি অংশ।'

> বেশি সংখ্যক শাখা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। আগামীদিনে আরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে।
>
> **সুমন দে** জেলা কার্যবাহক, আরএসএস

পণ্য পরিবহণে রেলের ব্যবসা বাড়ল

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : অত্যাবশ্যকীয় বেশ কিছু পণ্য পরিবহণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবছরের অগাস্ট মাসের তুলনায় এই বছরের অগাস্ট মাসে পণ্য পরিবহণে রেক খালি করা ৮.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান।

মোট ১,১১৩টি রেকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেক খালি হয়েছে অসমে। সংখ্যাটি হল ৬২৮। বিহারে রেক খালি হয়েছে ৩১৬টি এবং পশ্চিমবঙ্গে অগাস্ট মাসে ৩৮০টি রেক খালি হয়েছে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ রেকে অধিকাংশই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহণ করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে রেলের আয় বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারের দ্বারস্থ বটলিফ কর্তৃপক্ষ

চায়ের দামে পতন, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি

রণজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : তৈরি চায়ের দাম অনেকটা পড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের চা শিল্প গভীর সংকটে। এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চাইল। শুক্রবার সংগঠনের তরফে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকার ও চা পর্ষদের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয়কুমার আগরওয়াল (ধনুঠি) বলেছেন, 'গত বছরের চেয়ে এবার উৎপাদিত চায়ের দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গের অনেক চা কারখানা বন্ধের মুখে।'

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং বিহারের কয়েকটি অংশ মিলিয়ে ২৫০টির বেশি বটলিফ চা কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলি ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে কাঁচা চা পাতা কিনে কারখানায় চা তৈরি করে সেগুলি বাজারজাত করে। উত্তরবঙ্গের উৎপাদিত চায়ের প্রায় ৫৫ শতাংশ বটলিফ কারখানা থেকে আসে বলে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাজারে উৎপাদিত চায়ের কেজি প্রতি দাম ছিল ১৬৫-১৯০ টাকা। এবার জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত সেই বাজারদর ৯০-৯৮ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কাঁচাপাতার ন্যূনতম দাম কিলো প্রতি ৩৫ টাকা করার দাবি কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রককে জানাল। শুক্রবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) প্রতিনিধিরা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (বাগিচা) কেশং ওয়াই শেরপা ও নির্দেশক (বাগিচা) নীরজ গাব্বার সঙ্গে দেখা করেন। সিস্টা-র সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'উৎপাদন ব্যয়ের থেকেও কম মূল্যে কাঁচা পাতা বিকোচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৩৫ টাকা দাম না পেলে চাষিদের পক্ষে বেঁচে থাকা দুষ্কর।'

উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের যৌথ মঞ্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রজত রায়কার্জির বক্তব্য, 'নেপাল, কেনিয়া সহ আফ্রিকার আরও কয়েকটি দেশ থেকে সস্তার চা এদেশে বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে আমদানি হচ্ছে। যার গুণগতমান খারাপ। এর প্রভাব উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার সহ ভারতের আড়াই লক্ষ চা চাষির ওপর পড়ছে। বর্তমানে প্রথাগত চাষিদের জন্য কেন্দ্র সরকারের ২৮টি প্রকল্প রয়েছে। তার কোনও সুফল ক্ষুদ্র চা চাষিরা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। টি বোর্ড এব্যাপারে পদক্ষেপ করে বিষয়টি কৃষিমন্ত্রককে জানাবে বলে বৈঠকে ঠিক হয়েছে।'

পূজা স্পেশাল ট্রেন
কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ এবং মালদা টাউন ও আনন্দ বিহার (টি)-এর মধ্যে

আসন্ন পূজা, দিপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩১০৭/০৩১০৮ কলকাতা-লক্ষ্ণৌ-কলকাতা স্পেশাল ও ০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

০৩১০৭/ ০৩১০৮ কলকাতা-লক্ষ্ণৌ-কলকাতা স্পেশাল (সাপ্তাহিক)

কলকাতা-লক্ষ্ণৌ			(০৩১০৭) (০৩১০৮)	লক্ষ্ণৌ-কলকাতা		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	–	২৩.৫৫	কলকাতা	০০.৪০	–	রবি
শুক্র	০১.১২	০১.১৪	ব্যান্ডেল	২২.৪৮	২২.৫০	শনি
	০৩.৩৩	০৩.৩৮	আসানসোল	২০.১৫	২০.২০	
	০৫.০৭	০৫.০৯	জসিডী	১৮.২৭	১৮.২৯	
	১১.৪০	১১.৪৫	গয়া জংশন	১১.৫০	১১.৫৫	
শনি	০০.১০	–	লক্ষ্ণৌ	–	০১.৪০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল জংশন, শেখপুরা, নওয়াদা, তিলৈয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরী অন সোন, সাসারাম, ভাভুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, বারাণসী ও সুলতানপুর স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকে** ০৩১০৭ঃ ০২/১০, ০৯/১০, ১৬/১০, ২৩/১০, ৩০/১০ ও ০৬/১১/২০২৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০৬ ট্রিপ এবং **লক্ষ্ণৌ থেকে** ০৩১০৮ঃ ০৪/১০, ১১/১০, ১৮/১০, ২৫/১০, ০১/১১ ও ০৮/১১/২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০৬ ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ৩-টিয়ার–০৪, স্লিপার শ্রেণি–১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)–০৬ এবং এসএলআরডি–২ = ২২ কোচ। **শ্রেণী ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪৩৫/ ০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন স্পেশাল (সাপ্তাহিক)

মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
সোম	–	০৯.৩০	মালদা টাউন	২১.০৫	–	বুধ
	১২.৪২	১২.৫২	ভাগলপুর	১৬.৫০	১৭.০০	
	১৩.৫০	১৩.৫৫	জামালপুর জংশন	১৫.৪৭	১৫.৫২	
	১৫.১৫	১৫.২০	কিউল জংশন	১৫.০০	১৫.০৫	
	১৮.১৫	১৮.২০	গয়া জংশন	১১.৪০	১১.৪৫	
মঙ্গল	১৩.৪০	–	আনন্দ বিহার (টি)	–	১৫.৪৫	মঙ্গল

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বড়হরওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পীরপৈন্তী, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, শেখপুরা, নওয়াদা, তিলৈয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরী অন সোন, সাসারাম, ভাভুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ, গোবিন্দপুরী ও টুণ্ডলা জংশন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩৫ ঃ ২৯/০৯, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১ ও ২৪/১১/২০২৫ তারিখ (সোমবার) = ০৯ ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার (টি) থেকে** ০৩৪৩৬ ঃ ৩০/০৯, ০৭/১০, ১৪/১০, ২১/১০, ২৮/১০, ০৪/১১, ১১/১১, ১৮/১১ ও ২৫/১১/২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০৯ ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার–০২, এসি ৩-টিয়ার–০৬, স্লিপার শ্রেণি–০৮, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস)–০৪, পাওয়ার কার–০১ এবং এলএসএলআরডি–০১ = ২২ কোচ। **শ্রেণীঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.
No. KMG/BDO-ET/07/2025-26,
DATED: 04/09/2025

Last date and time for bid submission- 13/09/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram:: Alipurduar

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur
West Bengal, PIN-733134

ADMISSION NOTICE
MBA & LL.M. (2025-2027)

Online applications are invited for few vacant seats in MBA & LL.M. For details visit the University website- **www.raiganjuniversity.ac.in**

Admission Advt. No.: R-160/2025
Date : 04.09.2025

Sd/-
Registrar
Raiganj University

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ২৮-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ "শিলিগুড়ি জং.-চালসা (এসএল)-টিএসআর (পি)-৩৩.৭০০ টিকেএম"। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৪৬,৪৪,০৩৬.৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,২৩,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এম-পিডি-ওটি-০৩ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ০৩.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী রেলওয়ে/সেচ/পিডিব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজ সম্পাদনের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় ক্ষমতা এবং ভাল আর্থিক অবস্থা রয়েছে এমন সংস্থাগুলি থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ২৬.০৯.২০২৫ তারিখের দুপুর ৩টা পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম ও স্থান ঃ** ভাগলপুর কোচিং ডিপোতে বর্জ্য পরিশোধনাগার সহ স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট (এসিডব্লিউপি)-এর ০২ (দুই) বছরের জন্য একত্রকালীন মেরামত, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। স্থান ঃ ভাগলপুর, বিহার। **কাজের টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৩৭,৯৬,৩২৪.০০ (১৮% জিএসটি সহ); **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ৩০ মাস; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ জমা ঃ** ₹ ৭৫,৯০০.০০; **অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** www.er.ireps.gov.in; **নোটিশ বোর্ড ঃ** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস। ২. এওএম/বিজিপি-এর অফিস। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লিউ/পূর্ব রেলওয়ে/বিজিপি- এর অফিস। **দ্রষ্টব্যঃ** (১) টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। (২) বিষয়ক কাজের জন্য টেন্ডার সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে হবে। (৩) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (৪) ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন দ্বারা স্বীকৃত স্টার্টআপগুলিকে বর্তমান নিয়ম অনুসারে অনুমোদিত সুবিধাগুলি দেওয়া হবে। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখতে হবে। (৫) জিসিসি এপ্রিল'২০২২ অনুসারে, সমস্ত টেন্ডারদাতাদের জন্য ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে জারি করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল'২০২২ অনুসারে, টেন্ডার মূল্যের ২% ইএমডি প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির সাথে টেন্ডার নথি অ্যানেক্সার-IX অনুসারে টেন্ডারদাতা কর্তৃক নথিপত্রের সত্যতা/নির্ভুলতার জন্য অঙ্গীকারের ফর্মটি জমা দিতে/আপলোড করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক ফরমটি জমা না দেওয়ার ফলে তার টেন্ডার সরাসরিভাবে বাতিল করা হবে।

MLD-164/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি আফরুল খালেক, পিতা: খাটু মিঞা, গ্রা: ঝড়ুনাবাড়ি, পো: জয়গাঁ, জি: আলিপুরদুয়ার। আমার মেয়ের আধার ও ভোটার কার্ডে নাম রূপ ভানু। জন্ম সার্টিফিকেটে (No. 164 dt. 10/05/2000) ভুল বসত: নাম নুর বানু হয়েছে। 02.09.25 তারিখে APD JM 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে নুর বানু থেকে রূপ ভানু হল। রূপ ভানু ও নুর বানু একই ব্যক্তি। (A/K)

•

I, Beauti Khokan Chandra De w/o Khokan Chandra De residing at Santiniketan appartment block 2 flat no 5A P.O Sushrutnagar P.S Matigara dt Darjeeling shall henceforth be known as Beauti De as declared before the Ld Notary Public Siliguri vide affidavit no 11AC 862570 dated 31/05/2025 Beauti Khokan Chandra De and Beauti De both are same and identical person. (C/118204)

জ্যোতিষ

সূরাচার্য (জ্যোতিষ গোল্ড মেডেলিস্ট) শিলিগুড়িতে বসছেন হোটেল প্রকাশে এই মাসে 6/9 থেকে 10/9. (M) 9123306469. (C/117954)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ– বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি)। M-9123021730. (K)

শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারে বাড়ির কাজের জন্য মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। (স্বামী-স্ত্রী) : (M) 9434019915. (C/117956)

WANTED - FEMALE RECEPTIONIST

For a reputed Hotel at Darjeeling. Age: 18-30 years, Skills Required: Knowledge of Tally, Good Communication Skills, Fluent in English, Hindi & Bengali. 9th Sep - 3:00 P.M. 10th Sep - 11:00 A.M., +91 8293386865. (C/118206)

অ্যাফিডেভিট

আমি মুর্শিদ আলম, পিতা ছকিমুদ্দিন মিঞা, গ্রাম+পোঃ- দুধেরকুঠি দেওয়ান বস, জেলা- কোচবিহার গত 04-09-2025 তারিখে Ld. J.M. 1st Class সদর কোর্টের Affidavit করে মোঃ মুর্শিদ আলম হলাম।

•

I, Gopa Majumdar, aged 76, declare hereby that, my name was mistakenly mentioned as "Lakshmi Dutta" in my B.A Certificate (Year 1970) whereas Gopa Majumdar is mentioned in all my other documents. So by Affidavit before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class Siliguri Court on 19.07.2025, I declare that both "Lakshmi Dutta" and "Gopa Majumdar" are same and identical person. (C/118099)

•

আমার জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 1208, রেজিস্ট্রেশন তাং 11.11.1992 নাম ভুল থাকায় গত 23-05-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Lilufa Parveen এবং Lilufa Sultana Parveen, D/O Anowar Uddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। শুকারুর কুঠি, দিনহাটা, কোচবিহার। (C/117187)

WALK-IN-INTERVIEW

Due to unavoidable circumstances Walk-in-interview programme is rescheduled on 13.09.2025 instead of 07.09.2025 for Invitee Teachers (Purely on Temporary basis and class basis remuneration) in Law (Post-1) and in political Science (Post-1) for Jalpaiguri Law college. For details see college website www.jalpaigurilawcollege.in

Principal
Jalpaiguri Law College
Jalpaiguri

অক্টোবর' ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **অক্টোবর** '২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর' ২০২৫	তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৭/১০/২০২৫, ১৪/১০/২০২৫ ও ৩০/১০/২০২৫ এবং জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ০৩/১০/২০২৫, ১০/১০/২০২৫ ও ১৬/১০/২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৭০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

সারেগামাপা (শনি ও রবিবার) সন্ধে ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ আদরের বোন, দুপুর ১২.৪৫ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.৩০ সাথী আমার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রক্তবন্ধন, দুপুর ১.১৫ হিরোগিরি, বিকেল ৪.১৫ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.১৫ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ মন মানে না

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.৩০ পরিণাম, রাত ১২.০০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাপ পুণ্য, সন্ধে ৭.৩০ নামতে নামতে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ মেরি জঙ্গ, দুপুর ১২.০০ বম বম বোলে, বিকেল ৩.০০ প্রেম রতন ধন পায়ো, সন্ধে ৭.০০ শোলে, রাত ১০.০০ তেরে নাম

জি অ্যাকশন : দুপুর ২.০৪ বীরা দ্য পাওয়ার, বিকেল ৫.২০ ভোলা, সন্ধে ৭.৩০ জান, রাত ১০.২৮ সিক্স

লভ এক্সপ্রেস
বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

শোলে সন্ধে ৭.০০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

কম্পাস সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

Tender Notice

E-NIT No :- 03(e) / CHL-II / B / 2025-26, Dated- 02/02/2025, & 04(e)/CHL-II/B/2025-2026. Date- 04/09/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurment web site www.wbtender.gov.in, Details may be seen during office during hours at the office notice board of Chanchal-II Dev. block and District website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Dev, Block, Malatipur
Malda

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৮টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৯সি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৮টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-280/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও গোপন পরামর্শে লাভবান হবেন। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে তৃপ্তি লাভ। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পাবেন। ব্যবসার কারণে সঞ্চয় ভাঙতে হতে পারে। মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্কট : আপনার উত্থানে কর্মক্ষেত্রের অনেকে ঈর্ষান্বিত হবে। স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। সিংহ : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমের সংকট কাটবে। কন্যা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ। তুলা : নতুন জমি কেনার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে কোনও সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। ধনু : ভ্রমণে বের হয়ে সমস্যা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। দাম্পত্যের ঝামেলা কেটে যাবে। মকর : অন্যায়কারীকে চিহ্নিত করতে পেরে স্বস্তি। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদ। কুম্ভ : হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা। মীন : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে তৃপ্তি। পাওনা আদায়ে জোর করতে গিয়ে বিপত্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ, সংবৎ ১৪ ভাদ্রপদ সুদি, ১৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৪৯। শনিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ১।৭। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।২৫। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১।২। গরকরণ দিবা ১।২৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাত্রি ১১।২৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১।৭ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৪২ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৯।৩১ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১।৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজো এসেছে আবার আমিই শোস্টপার
শোস্টপার কালেকশন
₹149 থেকে শুরু
STYLE BAAZAR
পুজোর সেরা সাজ
PRIORITY
₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499
cello 14 pcs
₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
65 cm
₹999-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999
Brands Available
FOR MEN
square up
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Anaya
Miss 19
MISS DESI
FOR KIDS
Miss 12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
5% EXTRA CASHBACK#
SBI card
CELEBRATING 250 STORES
মেনস্‌ওয়্যার | লেডিসওয়্যার | কিডস্‌ওয়্যার | হোমনিডস | বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.
আগামীকাল শুভ উদ্বোধন গুসকরাতে (গ্রহরাজ মন্দিরের বিপরীতে) | শুভ উদ্বোধন 13 সেপ্টেম্বর মালদা-এ সুকান্ত মোড়ে (দ্বিতীয় স্টোর) | শীঘ্রই আসছি বাখরাহাট-এ
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার । ইসলামপুর । কালিয়াচক । কোচবিহার । গাজোল । চাঁচল । জলপাইগুড়ি । তুফানগঞ্জ । দিনহাটা । ধুপগুড়ী । পাকুয়াহাট । বালুরঘাট । মালবাজার । মালদা । রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়) । রতুয়া
শিলিগুড়ী দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা । আরামবাগ । ইলামবাজার । উলুবেড়িয়া । এগরা । করিমপুর । কৃষ্ণনগর । কাটোয়া । কাঁথি । কাঁচরাপাড়া । কাকদ্বীপ । কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা ·
মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান) । খড়গপুর । চাকদহ । চুঁচুড়া । ডানকুনি । ডোমকল । দুর্গাপুর । ধুলিয়ান । নলহাটী । নৈহাটী । পান্ডুয়া । বোলপুর । বহরমপুর । বাঁকুড়া । ব্যারাকপুর
বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) । বসিরহাট । বনগাঁও । বাগনান । বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়) । বেলুড় (রঙ্গোলি মল) । বরানগর । মেমারী । মালঞ্চ । রঘুনাথগঞ্জ
রামপুরহাট । রানাঘাট । রামরাজাতলা । শ্রীরামপুর । সোদপুর । সালকিয়া । সিঙ্গুর । সাঁতরাগাছি । সিউড়ী । হাবড়া । হাওড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দ অ্যার্পাটমেন্ট মার্কেটের পাশে · 545/1, জি. টি. রোড)

জাপানে প্রদর্শিত ‘বিজয়ার পরে’

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত এবং সুজিত রাহা প্রযোজিত চলচ্চিত্র ‘বিজয়ার পরে’ প্রদর্শিত হল জাপানের ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে। ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়। এই প্রথম কোনও বাংলা ছবি প্রদর্শিত হল ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে। পাশাপাশি সিনেমাটির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস বলেন, ‘ওসাকায় বাংলা সিনেমার এই স্বীকৃতি ঐতিহাসিক সম্মান। এই সিনেমা নীরবতা, স্মৃতি এবং পুনর্মিলনের গল্প। এই পাওনা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত সকলেরই স্বপ্নপূরণ।’

ইতিমধ্যেই এই সিনেমাটি দেশ-বিদেশের নানা চলচ্চিত্র উৎসব ও পুরস্কার মঞ্চে মাইলফলক তৈরি করেছে। সেরা অভিনেত্রী, সেরা পরিচালক, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী, সেরা সম্পাদনা সহ নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। শিকাগো প্রিমিয়ার, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ বোস্টন এবং আটলান্টা ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালেও এই সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছিল। এবার ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে এই সিনেমাটি প্রদর্শিত হল।

ইন্টারসিটির নয়া স্টপ

খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শুক্রবার অধিকারী রেলস্টেশনে শিলিগুড়ি-কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের স্টপ চালু হল। এদিন ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সবুজ ঝান্ডা দেখিয়ে ট্রেনটির যাত্রার উদ্বোধন করেন। স্টপ চালু হওয়ার খবর পেয়ে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ স্টেশনে ভিড় করেন। রেলকর্মী, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা এদিন অধিকারী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা রবি দে বলেন, ‘প্রতিদিন বহু মানুষ কাজের জায়গায়, চিকিৎসা কিংবা পড়াশোনার জন্য শিলিগুড়ি ও কাটিহারে যাতায়াত করেন। কিন্তু এখানে কোনও এক্সপ্রেস ট্রেন না থামায় আমাদের নকশালবাড়ি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হত। এতে সময় ও খরচ দুই-ই বেশি লাগত। এখন যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।’

বিধায়ক দুর্গা মুর্মু জানান, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই দাবি পূর্ণ হওয়ায় সকলে খুশি। ভবিষ্যতে আরও দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ চালু করার জন্য সাংসদ রাজু বিস্ট এবং রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মায়ের হাতে প্রতিমা গড়ার হাতেখড়ি।। শুক্রবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

নাবালক নিখোঁজে ওসি-কে ধমক

বিতর্কে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সেবক ফাঁড়ির ওসি তপন দাসকে মাথা ঠান্ডা রাখার নিদান দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, সেবকের ওসির সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছেন সাংসদ। সেবকে বারো বছরের এক নাবালক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা চলছিল ওসি ও সাংসদের মধ্যে। কথাবার্তা চলার মধ্যেই ওসির ভাবভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাংসদ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনার অ্যাটিটিউড ঠিক করুন। মাথাটাও ঠান্ডা রাখুন।’ যদিও ওসিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘যে যা বলার বলুক। ওই নাবালককে আমরা আগে উদ্ধার করি। তারপর যা বলার, এসপি বলবেন। এসব কথা মাথায় ঢোকালে আমাদের তদন্তে সমস্যা হবে।’

সেবকের ওই নাবালকের এখনও কোনও হদিস না মেলায় পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। রাজুর বক্তব্য, ‘পুলিশ-প্রশাসন চেষ্টা করছে। তবে যা চেষ্টা করছে সেটা পর্যাপ্ত নয়।’ ওসির সমালোচনা করে রাজু বিস্টার বক্তব্য, ‘আমার সঙ্গে কেউ অভব্যতা করবে, আমি তাঁকে ছেড়ে কথা বলব না।’

পুলিশ সূত্রে খবর, যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার। ওইদিন রাজু সেবকে ওই নাবালকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে আসেন সেবকের ওসি তপন দাস। সাংসদ ওসিকে প্রশ্ন করেন, ‘তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী রয়েছে?’ প্রত্যুত্তরে ওসিকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের পুরো টিম কাজ করছে। আমাদের টিম বাইরেও গিয়ে ওই নাবালকের খোঁজ করছে। এলাকাতেও খোঁজ করছে।’

রাজু বিস্টকে বলতে শোনা যায়, ‘অন্য নেতাদের মতো আমাকে ভাববেন না। আমি অত রাজনীতি বুঝি না। সাংসদের কর্তব্য হিসেবে, আমি তদন্তের গতিপ্রকৃতি জিজ্ঞাসা করছি।’ এরপর নাবালকের পরিবারের দিকে দেখিয়ে ওসি বলতে থাকেন, ‘ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন, কাজ করছি কি না।’ পালটা সাংসদকে বলতে শোনা যায়, ‘ওঁরা বলেছে, আপনারা পরিশ্রম করছেন।’ এরপর ওসি বলেন, ‘আমার যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে তা দিয়ে আমি তদন্তের ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে পারি না। এটা তো আপনি জানেনই।’

> “আমাদের পুরো টিম কাজ করছে। আমাদের টিম বাইরেও গিয়ে ওই নাবালকের খোঁজ করছে। এলাকাতেও খোঁজ করছে।
>
> **তপন দাস**
> *ওসি, সেবক ফাঁড়ি*

> “অন্য নেতাদের মতো আমাকে ভাববেন না। আমি অত রাজনীতি বুঝি না। সাংসদের কর্তব্য হিসেবে, আমি তদন্তের গতিপ্রকৃতি জিজ্ঞাসা করছি।
>
> **রাজু বিস্ট**
> *সাংসদ, দার্জিলিং*

সাংসদকে এরপর বলতে শোনা যায়, ‘আপনারা আপনাদের কাজ করুন।’ এরপরই মেজাজ হারিয়ে ওসি বলেন, ‘আমরা কি তাহলে কাজ করছি না।’ সাংসদ পালটা বলেন, ‘আমি তো ওটাই বলছি, আপনারা আমাদের কাজ করুন। তবে নিজের অ্যাটিটিউড ঠিক রাখুন। আপনি মাথা ঠান্ডা রাখুন।’

ওসি সাংসদকে বলেন, ‘১৩ দিন ধরে আমি ঠিকমতো খাইনি। ঠিকমতো শুইনি।’ রাজু তাতে কান না দিয়ে বলেন, ‘১৩ দিন পেরিয়ে গিয়েছে অথচ এখনও আপনাদের কাছেও কোনও ক্লু নেই। আমার কাছেও নেই। পরিবারের মনে চিন্তা, প্রশ্ন তো থাকবেই।’ সাংসদ পরে বলেন, ‘পুলিশ-প্রশাসন যেভাবে কাজ করছে, সেই কাজের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।’

সবমিলিয়ে, সেবকে বারো বছরের নাবালক নিরুদ্দেশের ঘটনায় পারদ ক্রমেই চড়ছে।

সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার থেকে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। সিমেস্টার পদ্ধতিতে হওয়া এই পরীক্ষায় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা থেকে মোট ১০ হাজার ৩১৮ জন পরীক্ষা দেবে। এবার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। ৪৫৮১ জন ছাত্র এবং ৫৭৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় বসবে। মোট ৩৫টি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেজন্য সেন্টারগুলিতে কড়া নজরদারি থাকবে। এছাড়াও যানজট যাতে না হয়, সেজন্য সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। সকাল দশটা থেকে এগারোটা পনেরো পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। তবে পরীক্ষার্থীরা সকাল ৯টা থেকে কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জয়েন্ট কনভেনার রাম ছেত্রী বলেন, ‘গেটে তল্লাশি চালিয়ে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকানো হবে। কোনওরকম গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষায় বসা যাবে না। শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া গাইডলাইন মেনে পরীক্ষা চলবে।’

ডুবে মৃত্যু মৃগীরোগীর

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : গোরু চরাতে গিয়ে শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার গিরামণি সংসদের মিনগারা এলাকায় জলে ডুবে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম প্রবীণ টোপ্পো (২৭)। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃতের পরিবার জানায়, প্রবীণের মৃগীরোগ ছিল। আর পাঁচটা দিনের মতোই তিনি চেঙ্গা নদীর ধারে গোরু চরাতে গিয়েছিলেন। এলাকার বাসিন্দা জন টোপ্পো বলেন, ‘মৃগীরোগের কারণে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। নদীর কাছে যেতেই মৃগীরোগের কারণে জলে ডুবে মৃত্যু হয়।’ স্থানীয়রাই নদীতে তাঁর দেহ ভেসে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে। পরে পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার চোপড়া থানার আমবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম দুন্দু সিংহ (৪০)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশি মদতে বালি-পাথর পাচারের অভিযোগ

ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে তরুণের মৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মহানন্দার চরে এক তরুণের মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়াল চম্পাসারির দক্ষিণ পলাশ এলাকায়। শুক্রবারের ঘটনায় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার অভিযোগ ফের উঠল। এমন অভিযোগ তোলার পাশাপাশি ঘটনার প্রতিবাদে এদিন সুমন রায়ের (২১) দেহ নিয়ে ঘাটে যাওয়ার রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বালি-পাথর পাচারের ক্ষেত্রে পুলিশি মদতের অভিযোগ তোলা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এলাকায় পৌঁছে প্রধাননগর থানার পুলিশ দেহটি অ্যাম্বুল্যান্সে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। যথারীতি বালি-পাথরের পাচারের সঙ্গে যোগ মানতে চায়নি পুলিশ। ঘাট থেকে বালি-পাথর তোলা হয় না বলে দাবি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর। তাহলে কেন সুমন ট্রাকের তলায় ঢুকলেন, কেন সেখানে ট্রাকটি ছিল, উঠছে প্রশ্ন। সঠিক জেরার মধ্য দিয়ে যার থেকে আসল ঘটনা জানা সম্ভব, সেই ট্রাকচালক বেপাত্তা। তবে ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এক তরুণের মৃত্যুতে বর্ষার সময়েও নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের অভিযোগ উঠল। ওই তরুণের বাবার দাবি, এদিন দুপুরে শৈলেশঘাটে সুমন গিয়েছিলেন স্নান করতে। ছেলের রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার কথা জানতে পেরে স্থানীয়দের সঙ্গে ঘাটে যান তিনি। তাঁরা জানতে পারেন একটি ট্রাক সুমনকে পিষে দিয়েছে। এরপর ঘাটে যাওয়ার রাস্তায় তরুণের দেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয়রা। কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই তরুণের মা ও বাবা। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার বিরুদ্ধে সরব হন স্থানীয়রা। স্থানীয় মাধুরী রায়ের অভিযোগ, ‘দিনরাত এই ঘাট থেকেও বালি-পাথর তোলা হয়। পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সবকিছু মিলিঝুলি চলছে।’ একই অভিযোগ তুলে স্থানীয় নন্দলাল দাস বলেন, ‘পুলিশের মদতেই নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। টাকার জন্য ঘাটের বাইরে পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকছে।’

এমন পরিস্থিতিতে এলাকায় পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত ডঃ জগদীশ রায়। পুলিশি উপস্থিতিতেও বিক্ষোভ চলে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের দাবি, ‘প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছি, ট্রাকটি ওই ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ট্রাকের নীচে ঢুকছিলেন ওই তরুণ। ট্রাকটি স্টার্ট হওয়ার পরেই ওই তরুণ চিৎকার করতে থাকেন। ওই তরুণের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে পালিয়ে যায় চালক।’ কিন্তু কেন সুমন ট্রাকের নীচে ঢুকেছিলেন, উত্তর মেলেনি। অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচার বন্ধে পুলিশ সক্রিয় বলেও আইসি’র দাবি। স্থানীয়রা অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার অভিযোগ তুললেও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জগদীশের দাবি, ‘ওই ঘাটে বালি-পাথর তোলা হয় না। ট্রাকটিও খালি ছিল।’ তাহলে ঘাটে ট্রাকটি গেল কেন? যথারীতি উত্তর পাওয়া যায়নি তাঁর কাছ থেকে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যুতে উত্তেজনা। শুক্রবার চম্পাসারিতে। ছবি : সূত্রধর

পালিত নবি দিবস, শিলিগুড়িতে আহত ৪ শিশু

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে শুক্রবার সাড়ম্বরে পালিত হল ইসলাম ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের জন্মদিন বা নবি দিবস। যদিও শিলিগুড়িতে নবি দিবস উপলক্ষ্যে বের করা শোভাযাত্রায় সাউন্ড ও আলোর স্ট্যান্ড ভেঙে পড়ে আহত হয় চারজন শিশু। ঘটনার জেরে সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আহতদের মধ্যে দুই শিশু বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

নবি দিবস উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে শোভাযাত্রা এসে সামসিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে জড়ো হয়। সেই মাঠ থেকে একে একে বের হয়ে শোভাযাত্রাগুলি বর্ধমান রোড হয়ে ঘুরে হিলকার্ট রোড হয়ে জামা মসজিদের সামনে আসে। আরও বেশকিছু জায়গা থেকে শোভাযাত্রা এসে জড়ো হয় জামা মসজিদে।

বাগডোগরাতেও সাড়ম্বরে পালিত হয় নবি দিবস। বাগডোগরা জামা মসজিদের সুন্নি সিরাজিয়া কমিটির তরফে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বাগডোগরা মসজিদপাড়া থেকে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়ে আপার বাগডোগরা কমলপুর হয়ে ফের মসজিদপাড়ায় এসে শেষ হয়। খড়িবাড়িতে আনন্দে পালিত হয় নবি দিবস। সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা খড়িবাড়ি এলাকার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। খড়িবাড়ির প্রেতাজোত জামা মসজিদ কমিটির উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

চোপড়া ব্লকজুড়ে শুক্রবার শান্তিপূর্ণভাবে নবি দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দিনভর বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা বের হয়। বিকালে তানজিম ফালাউন মুসলিনের উদ্যোগে চোপড়ার দিঘি কলোনি এলাকা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। অংশ নেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান।

অন্যদিকে, নবি দিবস উপলক্ষ্যে ব্লকের ফাটামারি জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইসলামপুরেও পালিত হল নবি দিবস। নবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোর্ট ময়দানে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ওই শিবির থেকে মোট ১৯ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা।

ইন্টার স্কুল কুইজ প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এবং এসআইটি-র যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে আয়োজিত হল ‘নলেজ নকআউট সিজন-২’ মেগা ইন্টার স্কুল কুইজের ফাইনাল প্রতিযোগিতা। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতায় সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কুইজ মাস্টার সূর্য নারায়ণ।

প্রতিযোগিতার শেষে ‘নলেজ নকআউট সিজন-২’-এর বিজয়ী কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুলের দেবাদিত্য সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়। নগদ ৪০ হাজার দেওয়া হয় তাকে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের আহেল অনুরাগ, তাকে দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা। তৃতীয় স্থানে শেষ করে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের দেবর্ষি ঘটক, সে পায় ২০ হাজার টাকা।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়, শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির কলেজ অফ প্রফেশনাল স্টাডিজের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ অরুন্ধতী চক্রবর্তী, প্রতিযোগিতার কোঅর্ডিনেটর সুপ্রতিম সরকার সহ আরও অনেকে।

বৃহন্নলাদের জুলুমে ভরা বাজারে উত্তেজনা

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ভরা বাজারে বৃহন্নলাদের জুলুম। ৭৬ বছর বয়সি এক ব্যবসায়ীকে পায়ের জুতো খুলে মারতে গিয়েছিলেন এক বৃহন্নলা। এই দেখে ভরা বাজারে নিমেষে জনা দশেক বৃহন্নলাকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শতাধিক ব্যবসায়ী। শুক্রবার দুপুরে ময়নাগুড়ি বাজারে এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পর বৃহন্নলাদের তরফে ওই প্রবীণ ব্যবসায়ী মাখন সাহার দোকানে গিয়ে করজোড়ে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। দ্রুত পুলিশ চলে আসায় বড় ধরনের গোলমাল এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই স্থানীয়রা জানান।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাখন সাহার বাজারে চিঁড়ে-মুড়ির দোকান রয়েছে। এদিন দুপুর নাগাদ তিনি দোকানে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। বৃহন্নলারা এসে তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন। খাবার খেয়ে একটু পরে টাকা দেবেন বলে জানান তিনি। অভিযোগ, এর মধ্যেই মুড়ির বস্তা ফেলে দিয়ে চিঁড়ের প্যাকেট নিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন বৃহন্নলারা। কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলার মধ্যে হঠাৎ এক বৃহন্নলা পায়ের জুতো খুলে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মুখের সামনে তুলে শাসাতে থাকেন।

ভরা বাজারে এতক্ষণ সব লক্ষ করছিলেন ব্যবসায়ীরা। মুহূর্তের মধ্যে শতাধিক ব্যবসায়ী দোকান ছেড়ে ছুটে আসেন মাখন সাহার দোকানে। বৃহন্নলাদের সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়। বাজার এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। উত্তেজিত ব্যবসায়ীদের কবল থেকে কোনওরকমে বৃহন্নলাদের সরিয়ে দেয় পুলিশ।

এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে বেশ কিছুক্ষণ পর অভিযুক্ত বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে বাকি বৃহন্নলারা ওই ব্যবসায়ীর দোকানে আসেন। অভিযুক্ত বৃহন্নলা তাঁর কাছে করজোড়ে ভুল স্বীকার করে নেন। মাখন বলেন, ‘আমি টাকা দেব না, সেকথা বলিনি। কিন্তু খুব নিন্দনীয় একটি ঘটনা ঘটে গেল। যাই হোক, ভুল বুঝতে পেরে ওঁরা এসে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছেন।’ প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ী অখিল সাহা, আমিনুর ইসলাম এবং শাহানুর আলমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। অখিল সাহা বলেন, ‘পুলিশ সেই সময় না এলে বিপদ অনিবার্য ছিল।’ আমিনুর ইসলাম বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা ঘিরে ফেলেন বৃহন্নলাদের। পুলিশ চলে আসায় রক্ষা। বড় অঘটন ঘটে যেতে পারত।’

সবজি ব্যবসায়ী রিতা দত্ত, গোলিন রায়দের অভিযোগ, এদিন তাঁদেরও টাকা দিতে হয়েছে বৃহন্নলাদের। কুড়ি টাকা দিলে তা নিতে অস্বীকার করেন বৃহন্নলারা। এই নিয়ে বচসা বাধে। একশো টাকা দাবি করেন তাঁরা। রিতা বলেন, ‘হাটে-বাজারে এমন জুলুম হলে মুশকিল।’ বৃহন্নলাদের দায়িত্বে থাকা মানবী বলেন, ‘অনভিপ্রেত এই ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত। অভিযুক্তকে আমি নিজে ওই ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে ভুল স্বীকার করিয়েছি।’ বৃহন্নলা সোনিয়া হালদার বলেন, ‘যে এই ভুল কাজটি করেছে সে একেবারেই নতুন এসেছে। না বুঝে ভুল করে ফেলেছে। আমরা অনুতপ্ত, ভুল স্বীকার করে নিয়েছি।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। সেবক স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন দেবম ভৌমিক।

ক্যাফিন কমিয়ে গ্রিন টি ডাস্ট

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : নামমাত্র ক্যাফিন গ্রিন টি তৈরি করে তাক লাগাল চা গবেষণা সংস্থা টিআরএ। শুক্রবার অসমের জোড়হাটের টোকলাই-এ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে ওই গুঁড়ো বা পাউডার চা সর্বসমক্ষে আসে। এদিন সংস্থার ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। পাশাপাশি এদিন চা গাছের কোন প্রজাতি কতটা খরা প্রতিরোধী তা হাতেকলমে বুঝে নিতে টিআরএ-র তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর একটি নয়া যন্ত্রও সামনে এসেছে। ফলে শুক্রবারের জোড়া উদ্ভাবন চা শিল্পে এক অভাবনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

এদিন টিআরএ-র চেয়ারপার্সন নয়নতারা পালচৌধুরী বলেন, ‘চা শিল্পের উন্নয়নে গবেষণার ওপর আরও জোর দেওয়া উচিত। আর্থিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও এই কাজটি টিআরএ নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণার খাতে দেশে আরও আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।’

তিনি আরও জানান, চিনে চায়ের নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এর ফলে বছরে ১১০ কোটি টাকা খরচ হয়। সেখানে ভারতে এখনও চা গবেষণার জন্য বরাদ্দ মাত্র ৩০ কোটিতেই আটকে রয়েছে। তবে চা শিল্পবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারই আগামীতে বাগানগুলির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠতে চলেছে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। পাশাপাশি এদিন নয়নতারার তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ায় টিআরএ-র নতুন চেয়ারম্যান হন সুনীল সিং সিকান্ড। টিআরএ-র তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ক্যাফিনবিহীন যে চা আত্মপ্রকাশ করল তার পেটেন্টও ইতিমধ্যে পাওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রথাগত গ্রিন টি-র তুলনায় এই নয়া চায়ে ক্যাফিনের পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ কম। এছাড়া এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। টিআরএ-র দুই বিজ্ঞানী ডঃ পদ্মাপল্লভ ও ডঃ হিমাংশু ডেকা এই চা আবিষ্কার করেছেন।

খরা প্রতিরোধী যন্ত্রও বানালেন বিজ্ঞানীরা

টিআরএ-র সভায় সংস্থার চেয়ারপার্সন নয়নতারা পালচৌধুরী।

অন্যদিকে, চা গাছের ক্লোন ইমেজ বিশ্লেষণ করে তা কতটা খরা প্রতিরোধী সেটা মেপে দেখার যন্ত্রটি তৈরি করেছেন তিনজন বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন ডঃ শুভম দত্ত, ডঃ প্রীতম চৌধুরী ও ডঃ সংগীতা বরচেটিয়া। চা শিল্পের বিস্তারে দুটি মূল্যবান আবিষ্কারের পর এদিনের সভা থেকে ক্ষুদ্র চা চাষ ও সেইসঙ্গে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির মানোন্নয়নে টিআরএ-র পক্ষ থেকে একটি উচ্চ স্তরের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। টিআরএ-র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন, ‘আমাদের নিজস্ব খরা প্রতিরোধী ক্লোন মাপার যন্ত্রটির চাহিদা দ্রুত বাড়বে বলেই বিশ্বাস। বর্তমানে এরকম যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় তা সবই জাপান নির্ভর। সেগুলির জোগানও স্বল্প।’

শুক্রবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারপার্সন অরুণিতা ফুকন যাদব, টিআরএ-র নির্দেশক ডঃ ভেঙ্কট সেলভারাজ, সেন্ট্রাল অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর নির্দেশক এ অরুণাচলম সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চা বিজ্ঞানী ও চা শিল্পপতি মহল।

সুনীতাকে সংবর্ধনা

গোয়ালপোখর, ৫ সেপ্টেম্বর : গোয়ালপোখর সোলপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী সুনীতা হাঁসদা ৬৯তম রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। তার এই কৃতিত্বের জন্য শুক্রবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে স্কুলের তরফে সুনীতাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গত ২৮ অগাস্ট কলকাতার সল্টলেক ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল। উত্তর দিনাজপুর জেলার হয়ে অংশ নিয়েছিল সোলপাড়া হাইস্কুলের সুনীতা। সেখানেই তৃতীয় স্থান অধিকার করে সে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাতচন্দ্র রায় বলেন, ‘সুনীতার এই সাফল্য আমাদের সকলের জন্য গর্বের। এটি অন্য ছাত্রছাত্রীদেরও ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে।’

শিক্ষক দিবসে না জেলা সভাপতির

কোন্দলে জর্জরিত বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে কোন্দল থামার নাম নেই। এবার শিক্ষক সেলের সঙ্গেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। দলীয় ব্যানারে দলের কার্যালয়ে বিজেপি টিচার্স সেলকে শিক্ষক দিবস পালন করতে দিলেন না তিনি। বাইরে কোথাও অনুষ্ঠান করলে সেখানেও দলের ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না বলে 'হুইপ' জারি করেছেন অরুণ। অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ থাকলেও শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে শিক্ষক সেলকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি। যেখানে রাজ্য কমিটির নির্দেশ রয়েছে, কী করে এবং কেন জেলা সভাপতি বাধা দিলেন- প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির টিচার্স সেলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার কনভেনার বিশ্বদীপ ঘোষের বক্তব্য, 'দলীয় কার্যালয়ে নেতা থেকে একদম নীচুতলার একজন কর্মীরও সমান অধিকার রয়েছে।' অবশ্য জেলা সভাপতির সাফাই, 'এটা একদম সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই নিয়ে বাইরে কিছু বলব না।'

পদ্মে কাঁটা

- দলীয় ব্যানারে দলের কার্যালয়ে বিজেপি টিচার্স সেলকে শিক্ষক দিবস পালন করতে দিলেন না জেলা সভাপতি
- বাইরে কোথাও অনুষ্ঠান করলে সেখানেও দলের ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না বলে 'হুইপ' জারি
- অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ থাকলেও শিলিগুড়িতে শিক্ষক সেলকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি
- রাজ্য কমিটির নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেলা সভাপতির বাধা দেওয়ার কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার নতুন কমিটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই দোলাচল শুরু হয়েছে। অভিযোগ, কমিটিতে নিজের লবির লোকেদের রেখেছেন অরুণ। যাঁরা সক্রিয় কর্মী তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির জেলা কমিটিতে গণ ইস্তফা দেওয়া শুরু হয়েছে। সেই পর্ব সামাল দিতে এখনও হিমসিম দল। এরই মধ্যে নতুন করে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে জেলা সভাপতির বিবাদ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলীয় কার্যালয়ে শিক্ষক দিবস পালন করতে চেয়ে জেলা সভাপতির কাছে সময় চেয়েছিলেন শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। দিন দুয়েক আগে জেলা সভাপতির সঙ্গে আলোচনার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু কোনও কারণে সেই আলোচনা হয়নি। তবে ফোনে জেলা সভাপতি, শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন দলীয় ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না এবং দলীয় কার্যালয়ে কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। শিক্ষক সংগঠনের নেতারা বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, রাজ্য শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে পুরো বিষয়টি।

যৌন নির্যাতনে ধৃত সৎবাবা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সৎমেয়েকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার মা বছরখানেক আগে ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকেই নাবালিকার ওপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালাত ওই ব্যক্তি। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'সামান্য কথাতেই মেয়েকে মারধর করত। ওকে একেবারেই পছন্দ করত না।' বৃহস্পতিবার রাতে অত্যাচারের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যায় বলে অভিযোগ নাবালিকার মায়ের।

নাবালিকার মায়ের কথায়, 'কাজের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, মেয়ে কান্নাকাটি করছে। ওর থেকে সমস্ত কথা শোনার পর অবাক হয়ে যাই।' এরপরই ষোলো বছরের নাবালিকাকে নিয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রাতেই নাবালিকার সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এমন ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষজন। তাঁরা জানান, ছোট মেয়ের ওপর সৎবাবার এধরনের অত্যাচার, মেনে নেওয়া যায় না।

প্রতিমার গয়না চুরি

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার তিস্তা মোড়ে বৃহস্পতিবার রাতে ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা নামের এক ব্যক্তির বাড়ির মন্দির থেকে প্রতিমার গয়না চুরি হয়। চুরি হয় দানবাক্সের সমস্ত টাকাও।

ক্ষিতীশ বলেন, 'শুক্রবার সকালে মন্দির খুলতে গিয়ে দেখি প্রতিমার গয়না এবং দানবাক্সের সমস্ত টাকা লোপাট। গ্রিলের দরজায় লাগানো তালা ভাঙা।'

এব্যাপারে চোপড়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে ক্ষিতীশ জানিয়েছেন।

সুরক্ষা সেনা চিকিৎসা পরিষেবা
ARMED FORCES MEDICAL SERVICES

(চিকিৎসা আধিকারিক) স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন

FOR THE POST OF MEDICAL OFFICER (SHORT SERVICE COMMISSION)

সশস্ত্র সেনা চিকিৎসা পরিষেবাতে চিকিৎসা আধিকারিক রূপে (স্বল্পকালীন সেবা কমিশনে) যোগদানের জন্য ইচ্ছুক শারীরিক এবং মানসিক রূপে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতীয় নাগরিককে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। (মহিলা এবং পুরুষ)

সাক্ষাৎকারঃ- ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লিতে আয়োজন করা হবে।

শূন্যপদঃ- ২২৫ (১৬৯ পুরুষ+৫৬ মহিলা)

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ- এমবিবিএস

বয়সসীমাঃ- এমবিবিএস ডিগ্রি ধারণকারী আবেদনপ্রার্থীদের ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ এর হিসেবে বয়স ৩০ বছরের কম হতে হবে (অর্থাৎ যাদের জন্ম ২রা জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে অথবা এর পরবর্তীতে হয়েছে তারাই যোগ্য আবেদনপ্রার্থী রূপে নির্বাচিত হবে) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারণকারী আবেদনপ্রার্থীদের **৩১শে ডিসেম্বর** ২০২৫ এর হিসেবে বয়স ৩৫ বছরের কম হতে হবে (অর্থাৎ যাদের জন্ম **০২রা জানুয়ারি ১৯৯১** সালে অথবা এর পরবর্তীতে হয়েছে তারাই যোগ্য আবেদন প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হবে)

আবেদনের শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালের রোজগার সমাচারপত্র/Employment News দেখুন অথবা www.join.afms.gov.in ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করুন।

অনলাইনে আবেদনের জন্য নিবন্ধিকরণটি www.join.afms.gov.in ওয়েবসাইটে ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩রা অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত করতে পারবেন।

Applications are invited from physically fit and mentally robust Indian citizens, both male and female, desirous of joining the AFMS as Medical officers (Short Service Commission).

Interview will be conducted at **Delhi** tentatively in the month of **November 2025**.

Vacancy - 225 (169 for male + 56 for female)

Minimum Educational Qualification - MBBS

Age Limit - Candidate must not have attained the age of 30 years as on 31 Dec 2025 if holding an MBBS degree (only those born on or after 02 Jan 1996 are eligible) and must not have attained the age of 35 years as on 31 Dec 2025 if holding a PG degree (only those born on or after 02 Jan 1991 are eligible).

For Eligibility Conditions, Application Format etc see Employment News / Rozgar Samachar issue of **13 Sep 2025** and the website www.join.afms.gov.in.

Registration for online application will open from 13 Sep 2025 to 03 Oct 2025 on www.join.afms.gov.in

cbc 10601/11/0047/2526

W.B. Minorities' Dev. & Finance Corporation
(A statutory Corporation of Govt. of West Bengal)
AMBER, DD-27/E, Salt Lake, Sec-1, Kol-64

Engagement Notice

WBMDFC intends to engage 09 (nine) **Recovery Agents** for various block/ Municipality under (i) North 24 Parganas (ii) South 24 Parganas (iii) Howrah (iv) Malda (v) Murshidabad (vi) Uttar Dinajpur and (vii) Purba Bardhaman district purely on temporary contract basis (not a Govt. Employment). Applications (in proper format) along-with all enclosures are to be sent within **20.09.2025** by e-mail: **wbmdfc.gm2@gmail.com** or send it bypost to the above address. For details please may visit website: **www.wbmdfc.org**
Toll free no. 1800 120 2130

Sd/- Managing Director

পাঁচদিনের হেপাজত

খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত ইন্দোনেশিয়ার মহিলাকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি হয়ে নেপালে প্রবেশের সময় এসএসবি জওয়ানরা সন্দেহভাজন ওই মহিলাকে আটক করেন।

তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ড, প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর পাশাপাশি নেপালের ট্যুরিস্ট ভিসা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ভারতীয় ভিসা, ইন্দোনেশিয়ার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ওইদিন রাতেই ওই মহিলাকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৪৯ বছর বয়সি ওই মহিলার ইন্দোনেশিয়ার পরিচয়পত্রে নাম রয়েছে নি কাদেক সিসিয়ানি। এদিকে ভুয়ো ভারতীয় আধার কার্ডে নাম রয়েছে নিনিওম্যান মুর্নি। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'কীভাবে ইন্দোনেশিয়ার মহিলা ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করেছেন? মুম্বইয়ে কেন তিনি বারবার এসেছেন? নেপালের ভিসা তিনি কীসের জন্য তৈরি করেছিলেন এমন একাধিক বিষয়ে জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১০ সংখ্যা, শনিবার, ২০ ভাদ্র ১৪৩২

জিএসটি ঢাল

নেক্সট জেনারেশন জিএসটি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের শারদ উপহার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার মঞ্চ থেকে ভাষণে যার আভাস ছিলই। রাহুল গান্ধি যে জিএসটি-কে গত ৮ বছর ধরে গব্বর সিং ট্যাক্স বলে সমালোচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-ধাক্কা সামলাতে আচমকা জিএসটি কাঠামোয় রদবদল করে সেই সমালোচনা ঘুরিয়ে দেওয়ার জোরালো চেষ্টা হল।

কেন্দ্র দাবি করছে, নতুন জিএসটি কাঠামোয় সবথেকে লাভবান হবে সাধারণ মানুষ। নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও বিজেপির সাধারণ নেতা-কর্মীরাও একবাক্যে প্রচার করছেন, জিএসটি কাঠামো সংস্কারের ফলে আমজনতার সুরাহা হবে। কিন্তু যে কাজটি ৮ বছর আগেই করা যেত, সেটি কেন এতদিনে- সেই প্রশ্নের জুতসই ব্যাখ্যা মিলল না।

কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গত ৮ বছর ধরে জিএসটি ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। তখন তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। জিএসটি কাঠামোয় সংস্কার করে আগের পাঁচটির বদলে ৫ ও ১৮ শতাংশের দুটি মাত্র স্ল্যাব রাখার যে সিদ্ধান্ত ৫৬তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে, তা এক অর্থে রাহুলের নৈতিক জয় বলে কংগ্রেসের প্রচার চলছে।

তৃণমূলের আবার দাবি, জয়টা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিই যে গোড়া থেকে জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমাকে জিএসটি মুক্ত করার দাবি জানিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তো সেই দাবি মানল মাত্র। প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অবশ্য রাহুল, মমতা বা অন্য কোনও বিরোধীর কৃতিত্ব মানতে নারাজ। উলটে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, দেশবাসীর স্বার্থে যখন যেমন প্রয়োজন হবে, তখন তেমন তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

২০১৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু হয়েছিল জিএসটির। তারপর গত ৮ বছরে দেশের দিন আনি দিন খাই মানুষ শুধু নয়, ব্যবসায়ী মহলের সকলের জীবনে জিএসটি'র জেরের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। আয়ের নিরিখে ব্যয় মাত্রাছাড়া হয়েছে। বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে মানুষের জীবন পিষে গিয়েছে।

অথচ সেসব নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি মোদি বা সীতারামন। জিএসটি'র কাঠামোয় সংস্কারের পর প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, নতুন কর ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ও লঘু উদ্যোগ, মহিলা এবং তরুণ প্রজন্ম উপকৃত হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন, দেশের নাগরিকদের স্বস্তি দেওয়া তাঁদের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার। রাজস্বের বিষয়টা নিয়ে চিন্তা পরে করলেও হবে।

বাস্তবে আলোচনা শুরু হয়েছে, তড়িঘড়ি জিএসটি সংস্কারের নেপথ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আঘাতের ধাক্কা আছে কি না। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দেশবাসীকে দীপাবলির উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি জিএসটি'র সংস্কারের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল? চমকের রাজনীতি আজ সরকার পরিচালনারও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচমকা নোটবন্দি থেকে অপারেশন সিঁদুর, সবেতেই চমকের ছড়াছড়ি।

তাতে দেখনদারি যতটা থাকে, কার্যসিদ্ধি ততটা থাকে কি না, তা নিয়ে সংশয় যথেষ্ট। কোনও দেশের অর্থনীতিই গবেষণাগারের গিনিপিগ নয় যে, যখন-তখন তা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করাও যায়! কারণ, তাতে ক্ষতি হয় আখেরে দেশের অর্থনীতির। নোটবন্দি করে দেশের অর্থনীতির কী উন্নতি হয়েছে, তার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেনি।

বিরোধী শিবির এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের সতর্কবার্তার পরেও দেশের অর্থনীতির ওপর ৮ বছর ধরে জিএসটি'র বুলডোজার যে ক্ষতিসাধন করেছে, লাভের গুড়ের পরিমাণ দেখিয়ে সেই ক্ষত ঢাকা অসম্ভব। দেশের অর্থনীতি লাভবান হোক বা না হোক, নতুন প্রজন্মের জিএসটি বাস্তবে মোদি সরকারের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা মাত্র।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তি-লাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

দিদি-মোদি : যাহা বলিব উলটো করিব

এক পা এগোই, এক পা পিছনে রাখি। এটাই বোধহয় এখনকার রাজনীতির বিপজ্জনক চোরাবালি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এনজেপি স্টেশন থেকে আপনি যাবেন মালদা হয়ে কলকাতা। অন্তত মুখে ক্রমাগত তাই বলে চলেছেন।

ও মা! স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল, আপনি এমন একটা ট্রেনে উঠলেন, যার রুটই অন্য। ট্রেনটা যাচ্ছে মুকুরিয়া বা কুমেদপুর হয়ে উলটো পথে কাটিহার। সেখান থেকে পাটনা।

এ সেই প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি-সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বহুশ্রুত গল্পের মতো। সুব্রতর খুব দরকার, প্রিয়র কাছে একটা সাহায্য চাই। প্রিয় সুব্রতকে বলেছিলেন, 'আমি দিল্লি যাচ্ছি। কাল তুই দমদম এয়ারপোর্টে চলে আয়।' শিষ্য সুব্রত করলেন কী, ওই সময়ই চলে গেলেন হাওড়া স্টেশনে। এবং সেখানেই প্রিয়র সঙ্গে দেখা। গুরু অবাক, 'আমি যে ট্রেনে যাব, তুই জানলি কী করে?' সুব্রতর উত্তর ছিল, 'তুমি তো যা বলো, তার উলটো করো। এয়ারপোর্টের কথা বলেছ যখন, জানতাম রাজধানী এক্সপ্রেসেই যাবে।'

তৃণমূল-বিজেপির সাম্প্রতিক কাজকর্ম দেখে এমন রূপকই মনে পড়ছে। তারা বহু ক্ষেত্রে মুখে যা বলছে, করছে তার সম্পূর্ণ উলটো।

ইন্ডিয়া জোটের দিকে তাকান। এদের হাত ধরতে তৃণমূল মাঝে মাঝে এগোয়, আবার পিছিয়ে যায়। এটা ওই গল্পেরই আরেকটা রূপ। পিছোনোটা আবার মোক্ষম সময়ে, পালটা তোপ দেগে।

পাটনায় ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ ভোটার অধিকার যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ সভায় তৃণমূল তাদের প্রতিনিধি কাকে পাঠাল? অতি গুরুত্বহীন ইউসুফ পাঠান আর ললিতেশ ত্রিপাঠী। চাঁদ সওদাগরের মতো বাঁ হাতে পুজো দেওয়ার থেকেও উপেক্ষা। এতে কী বার্তা দিল তৃণমূল? দুর্জনেরা বলছেন, এটা বিজেপির সঙ্গে সেটিংয়ের আরেকটা উদাহরণ! তৃণমূলের হাস্যকর যুক্তি, এই দুজন নাকি ভালো হিন্দি বলবে! পাঠান কি জানেন বিহার ভোটের গুরুত্ব? কী জানেন হে?

যাক গে, এই সুযোগে অন্তত বাংলার নিষ্ক্রিয়তম সাংসদ ইউসুফভাই একটা কাজ পেলেন। এবং আমরাও জেনে গেলাম, সংসদে যেভাবে তৃণমূল হঠাৎ হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের দিন উধাও হয়ে যায়, তা কোনও খণ্ডচিত্র নয়। আমরা জেনে গেলাম, তৃণমূলের কোনও নেতাই নাকি হিন্দি বলতে পারেন না। তাহলে মহুয়া মৈত্র বা সায়নী ঘোষের মতো সাংসদরা যে চমৎকার হিন্দি বলেন সংসদে, সেটা কি রোবট বলে দেয়? তা তো নয়! শত্রুঘ্ন সিনহা পর্যায়ের কেউ থাকলেও বোঝা যেত, তৃণমূল ইন্ডিয়ার সভাকে কিছুটা গুরুত্ব দিচ্ছে। ইউসুফদের পাঠানো মানে বিরোধী জোটকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। এসব দেখলে বিধানসভায় দুই ফুলের মারপিটকে লোকদেখানো মনে হয়।

তৃণমূলের মুখে এক আর কাজে একের আরেকটা জ্বলন্ত উদাহরণ, জাভেদ আখতারকে কলকাতায় আসতে না দেওয়া। কোনও দুটো গুরুত্বহীন ইসলামিক সংগঠন জাভেদের নাস্তিকতার গল্প তুলে উর্দু অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে দিল না। আর রাজ্য সরকারও তা মেনে নিল দিব্যি সুড়সুড় করে। এই সাহস নিয়ে রাজ্য চলবে?

মমতা-অভিষেকেরা একদিকে বলবেন, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই গুরুত্বপূর্ণ। আর অন্যদিকে মৌলবাদীদের হাতেই আত্মসমর্পণ করবেন। এটা কী রকম রাজনীতি? দিদির পার্টির ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, মৌসম নুর, রহিম নবি বক্সীরা কী করলেন! এঁরা এত অপদার্থ যে উটকো সংগঠনগুলোকেও বোঝাতে পারলেন না।

কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া সরকারের বুকের পাটা আছে। বিজেপির বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা মহীশুরের বিখ্যাত দশেরায় বুকার পুরস্কার জয়ী মুসলিম লেখিকা বানু মুস্তাককে ডেকেছে উদ্বোধনের জন্য। তাহলে কি মেনে নেব, সিদ্দারামাইয়ার মনোবল ও সাহস মমতার থেকে বেশি? বেঙ্গালুরু শহর এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িতা, জল। ভেঙে পড়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা। কলকাতা অন্তত বহু জায়গায় এগিয়ে। তবু বানু আর জাভেদ প্রসঙ্গে কর্ণাটক বাংলাকে হারিয়ে দেয়।

> তৃণমূলের মুখে এক আর কাজে একের আরেকটা জ্বলন্ত উদাহরণ, জাভেদ আখতারকে কলকাতায় আসতে না দেওয়া। দুটো গুরুত্বহীন ইসলামিক সংগঠন নাস্তিকতার গল্প তুলে উর্দু অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে দিল না। রাজ্য সরকারও তা মেনে নিল সুড়সুড় করে। এই সাহস নিয়ে রাজ্য চলবে? মমতা-অভিষেকেরা বলবেন, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই। অথচ মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এটা কেমন রাজনীতি?

বরং প্রচুর বাঙালি মুসলিম স্তম্ভিত জাভেদকে বাংলায় আসতে না দেওয়ায়। তৃণমূল সরকার এঁদেরও অসম্মান করল। দুটো ছোট সংগঠন হুমকি দেবে আর রাজ্য সরকার সেখানে আত্মসমর্পণ করবে-- এ তো সেই মুখে এক, মনে এক! ভোটের ভয়, ভোটের রাজনীতি! বরং ছুটকো সংগঠনকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হল।

একটা ঘটনা পরিষ্কার। সুলতান আহমেদের প্রয়াণের পর মমতার পার্টিতে এমন কোনও মুসলিম নেতাই নেই, যাঁরা উর্দুভাষী মুসলিমদের বোঝাতে পারেন। যাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে উর্দুভাষীদের ওপর। উর্দুভাষীরা আদৌ পাত্তা দেন না দিদির পার্টির স্বনামধন্য মুসলিম নেতাদের। এবং যে মমতা সব ব্যাপারে কথা বলেন, জাভেদ ইস্যুতে তিনি আচ্ছন্ন হিরণ্ময় নীরবতায়। তিনি তো মোদি নন যে ১২ বছরে একবারও প্রেস কনফারেন্স করেন না। মমতার প্রেস মিটে আবার জাভেদ ইস্যু নিয়ে প্রশ্নও হয় না।

এসব দেখে বলতে হয়, কর্ণাটকে আরও যন্ত্রণাদায়ক, যে কলকাতা মুম্বইয়ে প্রত্যাখ্যাত গায়ক গুলাম আলিকে ডেকে নেতাজি ইন্ডোরে অনুষ্ঠান করতে পারে, সেই কলকাতা ভারতের ভূমিপুত্র জাভেদকে আসতে দেয় না। সাম্প্রদায়িকতার শেষ কথা বিজেপির সঙ্গে তাহলে আর দিদির পার্টির ফারাকটা কী রইল? এও তো মুসলিম উগ্রবাদীদের একরকম তোষণ, যা করে পদ্মাপারে ডুবেছেন সেখানকার আপা।

অবশ্য কাকে ছেড়েই বা কার কথা বলি! মুখে এক আর কাজে এক নীতিতে বিজেপি সর্বোচ্চ ধাপে। এই রাজ্যে থ্রি এস শুভেন্দু-শমীক-সুকান্তর বিভিন্ন সময়ের কথাবার্তা তা বলে দিয়ে যায়। এক একবার এক এক কথায় এঁরা ছুপা রুস্তম।

সবকিছুকে ছাপিয়ে যেতে পারেন মোদি নিজে। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ চিনের সঙ্গে দহরম মহরম।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এই মোদি চিনের তুমুল মুণ্ডুপাত করতেন। 'লাল আঁখ' দেখানোর কথা বলতেন। আবার চিনে যেতেনও। বছর খানেক আগে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে আপাতত বন্ধু। এখন তিনি বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের সভায় তাঁর মায়ের অপমান হওয়ায় বলেছেন, 'এটা গোটা দেশের মা, বোন, মেয়ের অপমান।' অথচ নমো নিজে সোনিয়া গান্ধিকে পরোক্ষ কটাক্ষ করে বলেছিলেন 'জার্সি গাই', কখনও বলেছিলেন 'কংগ্রেস কা বিধবা'। শশী থারুরের সে সময়ের প্রেমিকা সুনন্দা পুষ্করের নাম না করে বলেছিলেন, 'ওহ কেয়া গার্লফ্রেন্ড হ্যায়, আপনে কভি দেখা হ্যায় পচাশ ক্রোড় কা গার্লফ্রেন্ড?' মমতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক চ্যাঁচাতেন, দিদি ও দিদি। মণিপুরের নারীদের ওপর তীব্র অত্যাচারেও তিনি বছরের পর বছর চুপ। এসব কি ভারতীয় মহিলাদের অপমান করা নয়?

ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে আইকনিক 'দিওয়ার' ছবিতে শশী কাপুরের এক সংলাপ জনপ্রিয় হয়েছিল খুব। গুন্ডা অমিতাভ বচ্চনকে পুলিশ অফিসার শশী বলেছিলেন, 'মেরে পাস মা হ্যায়।' সংলাপ লিখিয়েদের অন্যতম ছিলেন এই জাভেদ আখতার (অন্যজন সেলিম খান)। আজ সেই জাভেদ এক বিতর্কে, অন্য বিতর্কে 'মা'।

যা বলব, তার উলটোটা করব--এই নীতিতে দেশে মোদি এবং তাঁর দলই এক নম্বর উদাহরণ। ধরা যাক, জিএসটি কমানোর ব্যাপারটা। ৮ বছর ধরে বিরোধীদের চ্যাঁচামেচি উপেক্ষা করে মোদি জিএসটি কমালেন কখন? যখন সামনে বিহারের নির্বাচন। যখন ট্রাম্পের শুল্ক শাস্তিতে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তাঁর কালো টাকার প্রতিটি পয়সা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি তো ইতিহাস আজ।

এক পা এগোই, এক পা পিছনে রাখি। একবার ডাইনে যাই, একবার বাঁয়ে। যাহা বলিব, তাহার উলটোটা করিব। একই দোষে দোষী বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস-- সব পার্টি। এটাই বোধহয় এখনকার রাজনীতির বিপজ্জনক চোরাবালি। যার মধ্যে পড়ে ছটফট করে মরি আমরা আমজনতা।

আজ

১৯২০

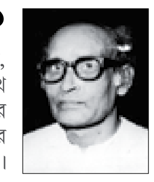

কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৯

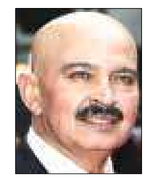

চলচ্চিত্র পরিচালক রাকেশ রোশন জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

মনে হচ্ছে, আমরা ভারত ও রাশিয়াকে গভীরতম, অন্ধকারতম চিনের কাছে হারিয়ে ফেলছি। ওদের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ হোক, এই কামনা করি। আমি ভেবেছিলাম, বেজিংয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ দারুণ একটা অনুষ্ঠান। পরে বুঝলাম আমাকে দেখানোর জন্য করা হয়েছে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

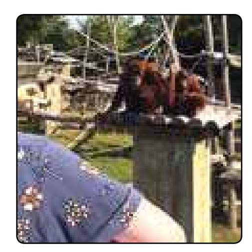

গিটার বাজিয়ে গান গাইছেন এক তরুণ। সামনের দর্শকাসনে সপরিবারে বসে কয়েকটি ওরাং ওটাং। মন দিয়ে গান শুনছে তারা। গানের প্রশংসাও করতে দেখা গিয়েছে। একজন তো হাততালিও দিচ্ছে আনন্দে।

ভাইরাল/২

অন্ধ্রপ্রদেশে দুই কনস্টেবলের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। এক মদ্যপ কনস্টেবল তরুণীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তরুণীর কাছে উত্তমমধ্যম খেয়েও তর্ক জোড়েন তিনি। সহকর্মী হস্তক্ষেপ করলে মদ্যপ কনস্টেবল সঙ্গীর ওপর চড়াও হন। প্রকাশ্যে পরস্পরের কলার ধরে টানাটানি শুরু করেন।

জনমন জনমত

রাস্তায় টোল ট্যাক্স পুরোপুরি বন্ধ হোক

গাড়ি কেনার সময় বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, রোড ট্যাক্স ও জ্বালানির উপর ট্যাক্স দিতে হয়। এত কিছুর পর আবার টোল ট্যাক্স নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমাদের দাবি, রোড ট্যাক্স নেওয়ার পর টোল ট্যাক্স বাতিল করতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বছরে তিন হাজার টাকা দিয়ে ২০০ বার টোল ক্রস করা যায়। কিন্তু অনেক মানুষ বছরে মাত্র ১০-১৫ বার টোল ব্যবহার করেন। তাঁদের জন্যও এই নিয়ম অযৌক্তিক। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজন যাঁরা প্রতিদিন বারবার টোল পার হন, তাঁদের থেকে ফি নেওয়া উচিত নয়। ২০০ কিমির মধ্যে ২-৩টি টোল প্লাজা থাকলে একদিনে মাত্র একবার ফি নেওয়া উচিত। ৫০-৬০ কিমির মধ্যে স্থানীয় গাড়ি থেকে টোল নেওয়া অন্যায়। প্রাইভেট গাড়ি থেকে কোনও টোল ট্যাক্স নেওয়া উচিত নয়।

সবমিলিয়ে এত ধরনের ট্যাক্স দেওয়ার পর টোল ট্যাক্স একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

শংকর ভাওয়াল
স্কুলপাড়া, ইসলামপুর।

প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গ্রামের পরীক্ষার্থীরা

নিট, জেইই-এর মতো পরীক্ষায় গ্রাম বনাম শহর, ধনী বনাম গরিবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আমি নিজেই গ্রামে থাকি। এখানে যারা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের বেশিরভাগই জানে না কীভাবে ওখানে যেতে হয়। যদি জেনেও থাকে তাহলে জানে না এর সিলেবাস কী। আর যারা ইঞ্জিনিয়ার হবে তাদের কাছে আইআইটি জিনিসটি স্পষ্ট নয়।

আমার কাছের শহর ময়নাগুড়িতে কোনও কোচিং সেন্টার নেই। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকে শিলিগুড়ি যেতে হয়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বেশিরভাগ আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছাত্ররা সেখানে যেতেই পারে না টাকার অভাবে। আর যারা বাড়িতে বসে পড়ছে তাদের ইন্টারনেটের সমস্যা প্রবল। আর পাচ্ছে না যথাযথ গাইডেন্স। তাই আমার মনে হয়, স্কুলে স্কুলে সেমিনার করে এইসব বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা দেওয়া উচিত। তাহলে হয়তো গ্রাম থেকে কিংবা আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে ভবিষ্যতে অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার উঠে আসবে।

বিনায়ক রায়, আমগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ক্রেডিট কার্ড বাড়তি আয়ের উৎস নয়

অসতর্কতায় সঞ্চয়ের বদলে ঋণ বাড়ে। সময়মতো পরিশোধ না করলে ক্রেডিট স্কোর নষ্ট হয়, যা পরে সমস্যা সৃষ্টি করে।

পঙ্কজ কুমার ঝা

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আলাপ। কমবয়সি এক তরুণ। পরিচয় দিলেন, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চাকুরে। কথায় কথায় জানালেন, যে কোনও সময় ক্রেডিট কার্ড করে দিতে পারেন। শুধু প্যান নম্বর চাই। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, ক্রেডিট কার্ড পাওয়া অত সহজ নাকি? তরুণটির গলায় আত্মবিশ্বাস, 'স্যর, আপনি শুধু প্যান নম্বর দিন, আমি এখনই আপনার যোগ্যতা যাচাই করে দিচ্ছি। এরপর কার্ড পৌঁছে যাবে আপনার বাড়িতে।'

এক নামী মলে একদিন কেনাকাটার সময় একই অভিজ্ঞতা। ক্যাশ কাউন্টারে দাঁড়াতেই বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'আমরা ক্রেডিট কার্ড দিচ্ছি। শুধু আপনার প্যান কার্ড লাগবে, কার্ড আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে।' ১৯৮০ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া প্রথম ভারতে ক্রেডিট কার্ড চালু করে। পরে অন্যান্য ব্যাংক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাস্টার কার্ড ও ভিসা কার্ড বাজারে আনে।

নতুন গ্রাহক টানতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবেই স্টেশন, মল, মেলা বা অফিসে গিয়ে অফার দিচ্ছে। ন্যূনতম কাগজপত্রে (মূলত প্যান নম্বর) যোগ্যতা যাচাই হয়। অনুমোদন মিললে কার্ড সরাসরি গ্রাহকের ঠিকানায় পৌঁছে যায়। এই সহজলভ্যের কিন্তু ঝুঁকি আছে। অসতর্ক হলে প্রতারণার ফাঁদে পড়া, অকারণ খরচ বেড়ে যাওয়া কিংবা ঋণের বোঝা চেপে বসা ইত্যাদি সবই সম্ভব।

ব্যাংকগুলোর কাছে অবশ্য ক্রেডিট কার্ড শুধু একটি সুবিধা নয়, বরং আয়ের বড় উৎস। বকেয়া অর্থের উপর উচ্চ হারে সুদ, বার্ষিক ফি, লেট ফি বা পুনঃপ্রদানের চার্জ এবং প্রতিটি লেনদেনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করা সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ব্যাংক বিপুল মুনাফা করে। ইউপিআই এবং অন্যান্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ব্যাংক এখন ডিজিটাল লেনদেনের বড় অংশীদার।

ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ছে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভোগবিলাস ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে নগদ টাকার অভাব মেটাতে ক্রেডিট কার্ড এক ধরনের আর্থিক সুরক্ষাও বৈকি। গ্রাহকের খরচের ধরন বিশ্লেষণ করে ব্যাংক হয়তো ভবিষ্যতে আরও অফার, ক্যাশব্যাক ও ভ্রমণ সুবিধা দেবে। নিরাপত্তা বাড়াতে ব্যবহৃত হবে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন ও টোকেনাইজেশনের মতো প্রযুক্তি। শুধু খরচের হাতিয়ার নয়, বরং দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে ভালো ক্রেডিট স্কোর তৈরি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

তবে অযথা ব্যবহার বা অসতর্ক হলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। অনেকে ক্রেডিট কার্ডকে 'অতিরিক্ত আয়ের উৎস' ভেবে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা করেন। মাস শেষে বড় অঙ্কের বিল হাতে এলে ভোগান্তি বাড়ে। সময়মতো টাকা শোধ না করলে বকেয়ার উপর উচ্চ সুদ চেপে বসে, যা দ্রুত ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলে। প্রলোভনে অফার বা ক্যাশব্যাকের মোহে পড়লে বকেয়া বাজেটের বাইরে চলে যাওয়া তখন অস্বাভাবিক থাকে না।

ফলে সঞ্চয়ের বদলে ঋণ বাড়ে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় ক্রেডিট স্কোরে। সময়মতো পরিশোধ না করলে ক্রেডিট স্কোর নষ্ট হয়, যা ভবিষ্যতে গৃহ বা গাড়ির ঋণ বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অল্প ব্যবহার ক্ষতি নয় বটে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারালে ক্রেডিট কার্ড আশীর্বাদ থেকে অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্রেডিট কার্ড আজ আর বিলাস নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক হাতিয়ার। শুধু অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

(লেখক, আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৭

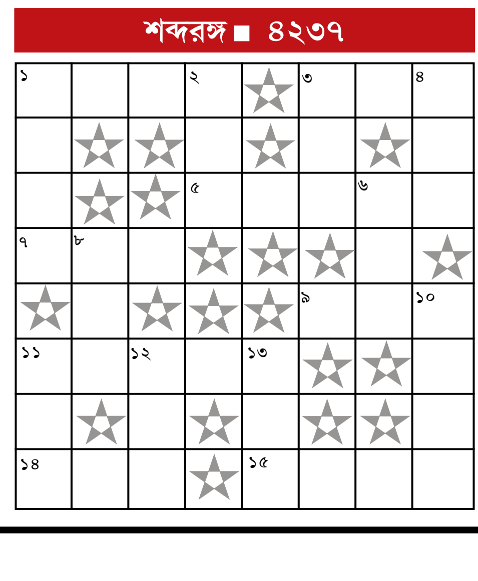

পাশাপাশি : ১। উঁচু পর্দায় বাঁধা স্বর বা কণ্ঠ ৩। গাঢ় খয়েরি বা বাদামি রং ৫। হিন্দু ও মুসলমানের উপাস্য, হিন্দু ও মুসলমান জনগণ ৭। ময়নাশ্রেণির সুপরিচিত পাখিবিশেষ ৯। খনি, উৎপত্তিস্থান ১১। ক্রমাগত বাজে কথা বলা, বাচালতা ১৪। কাঁকুই, চিরুনি, মাছের ফুলকো ১৫। মেঘের আড়ম্বর বা সমারোহ।

উপর-নীচ : ১। জবাবের আশা, উত্তর দিক ২। অশ্বশালা ৩। স্থলবাহিনীতে উচ্চ সামরিক পদবিশেষ ৪। ৯-সংখ্যক ৬। হুজুগ, ভিড় ৮। গীতিকবিতা, সংগীতধর্মী ক্ষুদ্র কবিতা ১০। একটুতেই খুব রেগে ওঠে এমন ১১। ব্যবসায়ী, সওদাগর ১২। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১৩। গ্রীষ্মকাল, উত্তাপ।

সমাধান ■ ৪২৩৬

পাশাপাশি : ১। কুমাতা ৩। লহ ৫। লঙ্কা ৬। ফোকলা ৮। গহনা ১০। কয়েক ১২। বগলা ১৪। বনা ১৫। কস্তা ১৬। দহন।

উপর-নীচ : ১। কুলত্যাগ ২। তালকানা ৪। হরেক ৭। লাখো ৯। দৈব ১০। কলনাদ ১১। কণ্ঠলীন ১৩। গণ্ডক।

বিন্দুবিসর্গ

Great Eastern
We serve you best
GREAT FESTIVAL SALE
10 CRORE LUCKY DRAW
এরও বেশী উপহার ও ক্যাশ ব্যাক*
100 Days
খুশির 100 দিন কাটুক গ্রেট ইস্টার্ন এর সাথে
SAMSUNG realme vivo oppo
Samsung A 17 5G (8 / 128) ₹19,499*
Apple 15 (128) ₹61,990*
Vivo V60 5G (8 / 256) ₹38,999*
Oppo F29 Pro (8 / 256) ₹25,999*
REDMI Note14 (6 / 128) ₹16,999*
Real Me 14X (8 / 128) ₹15,999*
FREE Neck Band With every mobile purchase Worth ₹1,149
DELL hp Lenovo ASUS
FREE GIFT Laptop Bag / Pen drive / Mouse Worth ₹3499/-
Cel-N4500 / 8GB / 512 SSD / 15.6 FHD / Win 11 ₹23,990*
Ci3 13th Gen / 8GB / 512 SSD / 15.6 FHD / Win 11 & Office ₹33,990*
Core3-100U / 8GB / 512 SSD / 15.6 FHD / Win 11 & Office ₹38,990*
Core5-100U / 16GB / 512 SSD / 15.6 FHD/ Win 11 & Office ₹55,990*
Ci5-12450HX / 16GB / 512 SSD / 4GB RTX3050A/ 15.6 FHD/ Win 11 & Office ₹64,490*
2 CAR
5 TWO WHEELER
100 LED TV
100 Air Fryer
2000 Mixer Grinder
1000 Electrical Kettle
& Many More Surprise GIFTS
SAMSUNG LG SONY Panasonic LLOYD Haier ONIDA AKAI
32 (81.28) Smart ₹8,990
43 (109) Smart ₹16,490
43 (109) 4K Google TV ₹21,990
55(139.7)4K Google TV ₹31,490
65(165.1) QLED TV ₹47,990
75(190.5)4K Google TV ₹74,990
LG SAMSUNG Whirlpool Haier Godrej LLOYD Panasonic BOSCH IFB
184 L SD ₹12,490*
238 L FF ₹19,290*
330 L FF ₹32,490*
596 L SBS ₹58,990*
REPLACEMENT 30 DAYS GUARANTEE
1 EMI OFF* IDFC FIRST Bank
CASH BACK OFFER upto 50000 & on Debit Credit Cards
SCAN TO CLAIM YOUR GIFT
ASSURED WELCOME GIFT UPTO ₹5000/- FOR OUR CUSTOMERS BAJAJ FINSERV
LG SAMSUNG Panasonic IFB Haier Godrej
20L Conv. ₹9,490*
23L Conv. ₹10,990*
25L Conv. ₹12,490*
30L Conv. ₹13,690*
INDUCTION ₹1,490
MIXER GRINDER (3 JARS) ₹1,590
AIR FRYER ₹4,190
GEYSER 10 L ₹5,490
SAMSUNG LG BOSCH IFB Haier Panasonic Whirlpool LLOYD Godrej
7 kg SA WM ₹8,490*
6.5 kg TL WM ₹12,990*
6 kg FL WM ₹24,990*
Upto 36 MONTH EMI* HDB FINANCIAL SERVICES
HITACHI Carrier LG LLOYD Haier IFB SAMSUNG BLUE STAR VOLTAS MITSUBISHI ELECTRIC ONIDA Panasonic Godrej
1.5 Ton 3 S INV. ₹28,490*
1.5 Ton 5 S INV. ₹32,990*
UP TO 10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 06 Sep - 20 Oct 2025. T&C Apply.
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

৩৪ মানববোমা, হুমকি মুম্বইয়ে

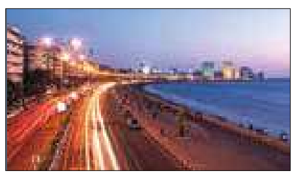

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : মুম্বই আবারও বড় বোমা হামলার হুমকিতে কাঁপছে। গণেশ বিসর্জনের আগে শুক্রবার পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সরকারি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে এক বার্তা আসে। সেখানে দাবি করা হয়, শহরের ৩৪টি গাড়িতে 'হিউম্যান বম্ব' বসানো হয়েছে এবং বিস্ফোরণের পর গোটা মুম্বই কেঁপে উঠবে। বার্তায় আরও বলা হয়েছে, ১৪ জন পাকিস্তানি জঙ্গি ভারতে ঢুকেছে এবং প্রায় ৪০০ কেজি আরডিএক্স ব্যবহার করে হামলার পরিকল্পনা হয়েছে। এতে নাকি এক কোটি মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। বার্তায় প্রেরকের নাম দেওয়া হয়েছে 'লস্কর-ই-জিহাদি'। যদিও এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি সম্ভবত ভুয়ো হুমকি। তবুও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, হুমকির উৎস খুঁজতে তদন্ত চলছে। এর আগেও একাধিক ভুয়ো হুমকির ঘটনা ঘটেছে। গত ১ সেপ্টেম্বর এক ব্যক্তি থানে রেলস্টেশনে বোমা রাখার ভুয়ো খবর দিয়েছিল। পরে পুলিশ তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে ফেলে। জুলাই মাসের শেষদিকেও মুম্বই বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি ফোন এসেছিল, যা পরে ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়।

তবুও শনিবার অনন্ত চতুর্দশীর দিনকে সামনে রেখে শহরে সর্বোচ্চ সতর্কতা (হাই অ্যালার্ট) জারি করেছে মুম্বই পুলিশ। হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই মুম্বই পুলিশ, ক্রাইম ব্রাঞ্চ, অ্যান্টিটেররিজম স্কোয়াড (এটিএস) ও অন্যান্য সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। উৎসবের ভিড়ে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সে কথা মাথায় রেখে শহরের সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকা এবং সরকারি দপ্তরে নজরদারি ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে বলেছে।

লাল সতর্কতা
- শহর জুড়ে ৩৪টি গাড়ির মধ্যে মানববোমা রাখা আছে
- মোট ৪০০ কেজি আরডিএক্স রয়েছে বোমায়
- মুম্বই জুড়ে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা। প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যুর শঙ্কা
- ১৪ জন পাকিস্তানি জঙ্গি মুম্বইয়ে ঢুকে লুকিয়ে রয়েছে

টানা বৃষ্টিতে গোটা এলাকা জলমগ্ন। তার মধ্যেই পারাপার। শুক্রবার অমৃতসরের অজনালার এক গ্রামে।

মনরেগা'র দুই দশক, বিরোধী প্রশ্নে কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কুড়ি বছর পেরোল মনরেগা বা মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইন। গ্রামীণ ভারতের অসংখ্য মানুষের কাছে আজও এই প্রকল্পই জীবিকার অন্যতম প্রধান ভরসা। দেশের অগণিত পরিবার ১০০ দিনের কাজের ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন চালিয়ে যান। কিন্তু প্রকল্পের দুই দশক পূর্তিতে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, মোদি সরকারের গত ১১ বছরে বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলির প্রাপ্য বরাদ্দ বারবার আটকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মনরেগার বাজেটেও ক্রমশ কমানো হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের অভিযোগ, 'যেদিন বিশ্বের বৃহত্তম সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য উদযাপনের কথা, সেদিনই আমরা চিন্তিত হচ্ছি এর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে।' তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী একটি আর্থিক বছরের প্রথম অর্ধে কখনই ৬০ শতাংশ বরাদ্দ খরচ করে ফেলা যায় না। অথচ এই সরকার প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যেই প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ খরচ করে ফেলেছে। এর ফলেই ভারতের কোটি কোটি গ্রামীণ অধিবাসীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' জয়রাম রমেশের সংযোজন, 'গত ১১ বছরে মনরেগা প্রকল্পের বাজেট বৃদ্ধি করা হয়নি। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার সত্ত্বেও একই রাখা হয়েছে বাজেট। এই প্রকল্পের শ্রমিকদের বেতনও প্রায়শই অনেক দেরিতে দেওয়া হয়। ১৫ দিনের মধ্যে বেতন মেটানোর নিয়ম মানা হয় না। ক্ষতিপূরণও করা হয় না। গত ১১ বছরে মনরেগার মজুরিও তেমনভাবে বৃদ্ধি পায়নি।'

কংগ্রেসের সুরে কেন্দ্রকে নিশানা করেছে তৃণমূলও। দলের সাংসদ মালা রায়ের অভিযোগ, '২০১৪ সালের আগে মনরেগার অর্থবরাদ্দে কখনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু মোদি সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বিশেষত বাংলার বরাদ্দ আটকে রাখা হচ্ছে।' তাঁর দাবি, সারা দেশের মধ্যে সবথেকে কম অথচ রাজ্যে মাত্র দুটি ভুয়ো জব কার্ড ধরা পড়লেও বাংলার প্রাপ্য অর্থ বন্ধ রাখা হয়েছে। মালা রায়ের অভিযোগ, 'বাংলাকে বঞ্চিত করেই বিজেপি বাংলায় রাজনৈতিক দখল নিতে চাইছে। কিন্তু বাংলার মানুষ ২৬-এর ভোটেই এর জবাব দেবে।'

জলের তোড়ে ভেসে গেল সীমান্তের ১১০ কিমি বেড়া

চণ্ডীগড়, ৫ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ বন্যায় শোচনীয় দশা পঞ্জাবের। ইতিমধ্যে প্রায় ১,৯০০ গ্রাম জলমগ্ন। ডুবে গিয়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ একর জমির ফসল। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪৩ জনের।

বন্যার তোড়ে পঞ্জাব ও জম্মুতে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় ১১০ কিমি তারের বেড়া ভেসে গিয়েছে বলে খবর। এছাড়া প্রায় ৯০টি বিএসএফ পোস্টও প্লাবিত। গুরুদাসপুর, অমৃতসর, পাঠানকোট, তরনতারন, ফিরোজপুর ও ফাজিলকা জেলায় বাঁধ ভেঙে পড়ায় রাজ্যের ৬৫টি পোস্ট এবং জম্মুতে প্রায় ২০টি পোস্ট জলের নীচে চলে গিয়েছে। জলবন্দি মানুষদের উদ্ধার করে নৌবাহিনী, মোটরবোট, ড্রোন ও স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে বিএসএফ। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়া ও পোস্ট মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

অমৃতসরের শাহজাদা গ্রামে জলে ডুবে যাওয়া কামালপুর বিএসএফ পোস্টে আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কতরিপুর করিডরের কাছের একটি পোস্টও প্লাবিত। ফলে বিএসএফ কর্মীরা আপাতত চলে গিয়েছেন গুরদোয়ারা দরবার সাহিবে। ইরাবতী নদীর প্লাবনের জেরে পোস্ট খালি করতে হয়েছে পাকিস্তান রেঞ্জার্সকেও।

এদিকে ফিরোজপুরের হুসেনিওয়ালা চেক পোস্ট প্লাবিত হওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 'বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠান। অনাদিকে বন্যার সুযোগে সীমান্তে সক্রিয় হয়েছে মাদক চোরাচালানকারীরা। তাদের রুখতে নাজেহাল হতে হচ্ছে বিএসএফকে। তার মধ্যেই বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়েছে এবং ধরা পড়েছে পাচারকারীরা।

জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন এক মহিলা। প্রাণপণ চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি তাঁকে। মৃতার নাম কালবিন্দর কৌর। স্থানীয় গুরদোয়ারা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, 'ওই সময় জল এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।' কালবিন্দরের ভাই হরমিত সিং জানিয়েছেন, 'বন্যার জল থেকে বাঁচার জন্য গতরাতেই দিদি গুরুদোয়ারায় আশ্রয় নেন। আজ সকালে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।'

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং আশ্বাস দেন, কেন্দ্র পঞ্জাবকে এই সংকট থেকে বের করে আনবে। তিনি জানান, রাজ্যের কাছে ইতিমধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল রয়েছে এবং ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব করতে দু'টি কেন্দ্রীয় দল কাজ করছে।

চিনের আঁধারে ডুবল রাশিয়া-ভারত : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর : চিনের অন্ধকারে যেন হারিয়ে গেল ভারত আর রাশিয়া! শুক্রবার এক রহস্যজনক পোস্ট করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিলেন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে আমেরিকার। আর নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক তো প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে।

সম্প্রতি এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পাশাপাশি তাঁর কথা হয় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও। দুই শীর্ষনেতার সঙ্গে মোদির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে চিন ও রাশিয়ার সুসম্পর্কের বার্তা দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই চিনের তিয়ানজিন শহরে এই তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎকে কটাক্ষ করে আসছিলেন ট্রাম্প। শুক্রবার তিনি 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে মোদি, শি এবং পুতিনকে একই ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে। ওই ছবি শেয়ার করে তার তলায় ট্রাম্প লেখেন, 'মনে হচ্ছে আমরা ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি গভীর ও অন্ধকারময় চিনের কাছে। তাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।' তার এই পোস্ট নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ভারতের বিদেশমন্ত্রক। মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুধু বলেন, 'এই পোস্ট নিয়ে আমার কিছু বলার নেই'।

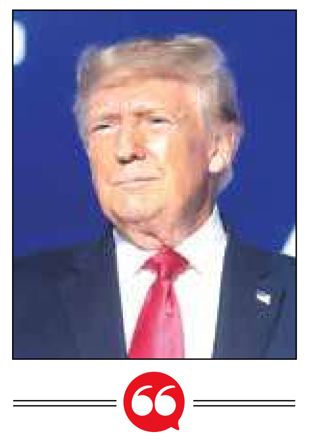

> মনে হচ্ছে আমরা ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি গভীর ও অন্ধকারময় চিনের কাছে। তাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প এর আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ভারত যদি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা চালিয়ে যায়, তবে তাদের কঠোর শুল্কের মুখে পড়তে হবে। তিনি বলেন, 'আমি এখনও ফেজ-২ বা ফেজ-৩ শুরু করিনি। কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম, ভারত রাশিয়ার তেল কিনলে বড় সমস্যায় পড়বে।'

এছাড়া ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত তাঁকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের প্রস্তাব দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, 'চিন আমাদের শুল্ক দিয়ে মারে, ভারতও মারে। কিন্তু আমি ট্যারিফ সবচেয়ে ভালো বুঝি। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শুল্ক নেওয়া দেশ ছিল, আর এখন তারা বলছে শুল্ক থাকবে না!'

ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে মার্কিন আদালতের এক রায়ে এই শুল্ককে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে মার্কিন রাজনৈতিক মহলে ট্রাম্পের সমালোচনা আরও বেড়েছে।

মহাশক্তিধর দুটি দেশের সঙ্গে ভারতের সখ্য যে আমেরিকার পক্ষে সুবিধাজনক নয়, তা স্বীকার করেছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা। শুল্ক যুদ্ধ ও ভারত-চিন-রাশিয়া ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার প্রেক্ষাপটে আমেরিকার প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাক সুলিভান এবং প্রাক্তন উপবিদেশসচিব কার্ট এম ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'মস্কো ও নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করা জরুরি ট্রাম্পের। নাহলে যুক্তরাষ্ট্র নতুন উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে চিনের কাছে পিছিয়ে পড়বে।'

ট্রাম্পের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনের কথায়, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের চোখে দিয়ে দেখেন ট্রাম্প। পুতিন বা মোদির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো হলে তিনি মনে করেন, ভারত বা রাশিয়ার সঙ্গেও বৃহৎ সম্পর্ক ভালো আমেরিকার। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এটা সংশোধন না করলে ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে আমেরিকাকে।'

রাহুলকে তোপ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটির কর কাঠামো দেখে আগাগোড়া রাহুল গান্ধিকে কৃতিত্ব দিয়েছে কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৮ বছর ধরে জিএসটিকে গব্বর সিং ট্যাক্স বলে আখ্যা দিয়ে সেটিকে সরল করার দাবি তুলে আসছিলেন। এতদিনে সেটা মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার কংগ্রেসের এই বক্তব্যের জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নাম না করে তোপ দেগেছেন রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, 'যাঁরা একসময় জিএসটিকে বিদ্রুপ করে গব্বর সিং ট্যাক্স বলেছিলেন তাঁরাই আজ সংস্কারের কৃতিত্ব দাবি করছেন।'

তাঁর কটাক্ষ, 'কংগ্রেস এতদিন ক্ষমতায় থেকেও কেন এই সংস্কার করতে পারেনি? ইন্দিরা গান্ধির আমলে ভারতে আয়করের হার ছিল বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। বর্তমান সরকারের কাছে এই সংস্কার

> যাঁরা একসময় জিএসটি-কে বিদ্রুপ করে গব্বর সিং ট্যাক্স বলেছিলেন তাঁরাই আজ সংস্কারের কৃতিত্ব দাবি করছেন।
>
> নির্মলা সীতারামন

একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।' যা দেশবাসী একক কর ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।' ২০১৭ সালের ১ জুলাই চালু হওয়ার পর রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের জিএসটি ছিল জেনুইন সিম্পল ট্যাক্স। কিন্তু মোদি সরকারের জিএসটি হল গব্বর সিং ট্যাক্স।' গত আট বছরে বারবার গব্বর সিং ট্যাক্সের সমালোচনা করতে শোনা গিয়েছিল রাহুলকে। দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার কারণ হিসেবেও জিএসটিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন তিনি।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের বিঁধে নির্মলা বলেন, 'আমরা উচ্চহারে জিএসটি ধার্য করেছিলাম আর এখন সংস্কারের নামে তা কমানো হচ্ছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন। জনসমক্ষে দাবি করার আগে বিরোধীদের উচিত, হোমওয়ার্ক করে আসা।' গোটা বিষয়টি সম্পর্কে বিরোধীদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে, সেই খোঁচাও দিয়েছেন নির্মলা। কেন আগে জিএসটি চালু করা হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসকে নিশানা করেন অর্থমন্ত্রী।

শুল্ক কাঁটা বিশেষ প্যাকেজের সন্ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় রপ্তানি খাতের ওপর ভয়াবহ চাপ তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রী আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক। এই সংকট কাটাতে বিশেষ সহায়তা প্যাকেজ আনার কথা জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। অর্থমন্ত্রী শুক্রবার জানান, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতের রপ্তানিকারকরা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন। বিদেশি ক্রেতাদের অর্থ মেটানোর সময়সীমা বেড়ে যাওয়ায় সংকট দেখা দিয়েছে। তাই সরকার ক্রেডিট লাইন বা ঋণ সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের হাতে নগদ প্রবাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে চলেছে।

২৭ অগাস্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বস্ত্র ও স্বর্ণশিল্প। আর এই দুটি খাতেই কাজ করেন বাংলার হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। এ প্রসঙ্গে দিল্লির করোলবাগের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির তরফে দীপক ভৌমিক জানালেন, 'জিএসটির বোঝায় আগেই স্বর্ণ ব্যবসা ধুঁকছিল। এবার মার্কিন শুল্কে কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেওয়া হল। ব্যবসায়ীরা দিশাহারা। যদি সরকার সত্যিই পাশে না দাঁড়ায়, তবে সামনে অন্ধকার দিন অপেক্ষা করছে।' রপ্তানির বাজারে ধস নামায় করোলবাগ সহ একাধিক এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। মনে করা হচ্ছে,এতে সরাসরি চাকরি হারানোর মুখে পড়বেন হাজার হাজার বাঙালি শ্রমিক।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের সহায়তা কর্মসূচি অনেকটাই কোভিডকালে ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের ধাঁচে হতে পারে। তখন যেমন এমএসএমই খাতকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল, এবারও মূল উদ্দেশ্য চাকরি বাঁচানো। বিশেষত ছোট শহরের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান যাতে না নষ্ট হয়, সেদিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। কেবল স্বল্পমেয়াদি সহায়তা নয়, বাজেট ২০২৫-এ ঘোষিত 'রপ্তানি প্রোৎসাহন মিশন'-কেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে কেন্দ্র। এর আওতায় ৪০টি দেশে বিশেষ আউটরিচ কর্মসূচি চালানো হবে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, আমিরশাহি, যুক্তরাজ্য সহ তালিকায় রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাজার।

অর্থমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'যাঁরা মার্কিন শুল্কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের হাত ধরে এগিয়ে দেবে সরকার।' তবে এই পরিকল্পনা মন্ত্রীসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শিক্ষক দিবসে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়কের। পুরীতে।

রোষে ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : 'ভারত ভেঙে দাও', এই বিতর্কিত মন্তব্যই এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছিলেন অস্ট্রিয়ার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ফেলিক্স্যার জান্স। মোদি সরকার তাঁর এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।

ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ ফেলিক্সার জান্স ভারতের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের পাশাপাশি মোদিকে 'রাশিয়ার লোক' বলে উল্লেখ করে খালিস্তানের পক্ষে কথা বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনলাইনে তাঁর ভাইরাল হওয়া এক্স পোস্টের একটি স্ক্রিনগ্র্যাবে ভারতের বিতর্কিত মানচিত্র দেখানো হয়েছে, যেখানে এদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলকে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও খালিস্তানের অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক বিষয়টি নিয়ে এক্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা হয়েছে।

চারদিনের ভারত সফরে এসে শুক্রবার অযোধ্যার রাম মন্দির দর্শন করলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাসো শেরিং টোবগে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তাসি দোমা। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মন্দির চত্বরও ঘুরে দেখেন তাঁরা।

বিড়ি ও বিহার নিয়ে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিহারে সদ্য সফলভাবে ভোটার অধিকার যাত্রা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। অথচ বিধানসভা ভোটের আগে জিএসটি কর কাঠামোর সংস্কার নিয়ে কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি বার্তা ঘিরে বিতর্ক ঘনাল বিহারের রাজনীতিতে। যার জেরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিহারের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি এবং জেডিইউ। বিপাকে পড়ে তড়িঘড়ি এক্স হ্যান্ডেল থেকে ওই বার্তাটি সরিয়ে নিয়েছে হাত শিবির। কেরলের প্রদেশ নেতৃত্ব এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'বিড়ি এবং বিহার বি দিয়ে শুরু হয়। এটাকে আর পাপ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।'

এই লেখাটির সঙ্গেই একটি তালিকা দেওয়া ছিল। তাতে লেখা ছিল সিগার এবং সিগারেটের ওপর কর ২৮ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। অপরদিকে বিড়ির ওপর থেকে কর ২৮ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। ওই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে সুর চড়ান বিজেপি নেতা তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তিনি বলেন, 'প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাকে অপমান করা হয়েছিল। তারপর গোটা বিহারকে অপমান করা হল। এটাই কংগ্রেসের প্রকৃত চরিত্র।' জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা-ও সমালোচনা করেন কংগ্রেসের। বিতর্কের পরই ওই পোস্টটি মুছে দেন কেরল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন তাঁরা। কংগ্রেসের জোটসঙ্গী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও হাত শিবিরের বক্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ওই এক্স বার্তাটি ভুল এবং আমার দল ওই বক্তব্যকে সমর্থন করে না।'

মহিলা আইপিএস-কে ধমকে চাপে অজিত

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : লালমাটির অবৈধ খননকার্য বন্ধ করতে গিয়ে তাঁকে যে এভাবে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের রোষানলে পড়তে হবে, সেটা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি পুনের কারমালার এসডিপিও অঞ্জনা কৃষ্ণা। এই মহিলা আইপিএসকে রীতিমতো ধমক দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। যদিও বিতর্কের জেরে তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে অজিত পাওয়ার বলেছেন, 'আমাদের পুলিশবাহিনী এবং তাদের আধিকারিকদের প্রতি বিশেষ করে মহিলা আধিকারিকদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রয়েছে।'

৩১ অগাস্ট সোলাপুরের কারমালা এলাকার কুর্দুগ্রামের রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। অবৈধভাবে মাটি খনন করা হচ্ছে অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অঞ্জনা কৃষ্ণ। তিনি অবিলম্বে খনন বন্ধের নির্দেশ দেন। এরপরই স্থানীয় এনসিপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ায় পুলিশ। বাবা জগতাপ নামে স্থানীয় এক এনসিপি নেতা ফোন করেন অজিত পাওয়ারকে। তারপরই অজিত-অঞ্জনা বাদানুবাদ শুরু হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, মহিলা আইপিএসকে ফোনে অজিত পাওয়ারকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'শুনুন, আমি উপমুখ্যমন্ত্রী কথা বলছি। আমি আদেশ দিচ্ছি, ওই কাজটি বন্ধ করুন।' আদতে কেরলের বাসিন্দা অঞ্জনা কৃষ্ণা উপমুখ্যমন্ত্রীর গলার স্বর চিনতে না পারায় ক্ষেপে ফেটে পড়েন অজিত পাওয়ার। তিনি বলেন, 'এক মিনিট। আমি তোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমি নিজে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আর আপনি বলছেন আমাকে সরাসরি ফোন করতে। আমাকে দেখতে চাইছিস তো। তোর নম্বর দে নয়তো হোয়াটসঅ্যাপ কল কর।' এরপরই ওই মহিলা আইপিএসকে ভিডিও কল করেন অজিত পাওয়ার এবং খননকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

এই ঘটনার নিন্দা করে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'অজিত পাওয়ারের সরকারে থাকার নৈতিক অধিকারই নেই। উনি মহারাষ্ট্রকে চোরেদের রাজ্যে পরিণত করেছেন। একজন আইপিএস আধিকারিককে

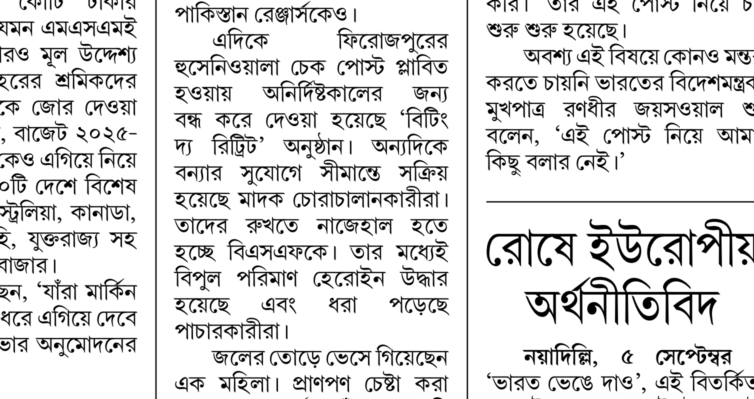

হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অজিত পাওয়ারকে বলতে শোনা গিয়েছে, উনি বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবেন না। তাহলে এটা কী? নিজের দলের চোরদের আড়াল করতেই এমনটা করা হচ্ছে।' যদিও এনসিপি নেতা সুনীল তৎকারে এবং রাজস্বমন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের দাবি, আইপিএসের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছেন অজিত পাওয়ার। তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়।

রবিবার রাতের আকাশে ব্লাড মুন

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ৭ সেপ্টেম্বর (মানে রবিবার) রাত থেকে ৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত দেখা যাবে বিরল এক পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। এইসময়ে পৃথিবী সূর্য আর চাঁদের মাঝে চলে আসবে, ফলে চাঁদ ঢেকে গিয়ে রক্তিম রঙের হয়ে উঠবে। তাই একে বলা হয় 'ব্লাড মুন'। ভারতের প্রায় সব জায়গা থেকেই স্পষ্ট দেখা যাবে এই দৃশ্য। কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি সহ গোটা দিল্লি, জয়পুর, লখনউ, মুম্বই, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কোচি, ভোপাল, নাগপুর, রায়পুর থেকেও ভালোভাবে দেখা যাবে রক্তবর্ণ চাঁদ।

ব্লাড মুন কেবলমাত্র পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময়েই দেখা যায়। তখন পৃথিবী সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঘুরে চাঁদে পৌঁছোয়। নীল আলো ছড়িয়ে যায়, কিন্তু লম্বা তরঙ্গের লাল-কমলা আলো চাঁদে পড়ে। তাই চাঁদ রক্তিম বা কমলা রঙের হয়ে ওঠে। ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৫৮ মিনিট শুরু। রাত ১১টা থেকে রাত ১২টা ২২ মিনিট রক্তবর্ণ চাঁদ দেখা যাবে।

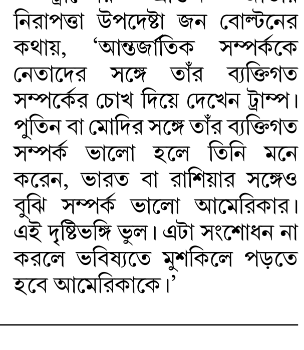

শিল্পার বিরুদ্ধে লুকআউট

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার নামে লুকআউট নোটিশ জারি করল মুম্বই পুলিশের আর্থিক অপরাধ দমন শাখা। শুক্রবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সেলেব্রিটি দম্পতির বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ব্যবসায়ী দীপক কোঠারির অভিযোগ, ব্যবসা বাড়ানোর নামে ঋণ হিসেবে টাকা নিয়ে তা ব্যক্তিগত কাজে খরচ করেছেন তাঁরা। লুকআউট নোটিশ জারি হওয়ায় শিল্পা ও তাঁর স্বামী আর বিদেশে যেতে পারবেন না।

দেওয়াল চাপা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল মা ও দুই মেয়ের। টানা বৃষ্টিতে এই দুর্ঘটনা। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক।

অস্ত্র কারবার

অস্ত্র পাচারের অভিযোগে কলকাতার ডালহৌসি এলাকার এক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের তিন মালিককে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ।

উন্নয়ন ফি

কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত কাঁচা রাস্তা বা কমন প্যাসেজের ধারে বাড়ি তৈরির জন্য দিতে হবে উন্নয়ন ফি। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের সঙ্গেই তা দিতে হবে। নতুন নিয়ম আনল কলকাতা পুরসভা।

এসি লোকাল

শুক্রবার শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর ও বনগাঁ শাখায় এসি লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে। প্রথমদিনই এই দুই শাখায় টিকিটের জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। ট্রেন চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা।

‘লড়তে রহো’, বার্তা নাড্ডার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আটকাতে বিজেপি পরিষদীয় দলের ভূমিকায় সন্তুষ্ট দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিধানসভার বাইরেও শাসকের বিরুদ্ধে এই জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলুক বঙ্গ বিজেপি, এমনটাই চাইছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের সময় বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ডের ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, বঙ্কিম ঘোষ, মিহির গোস্বামী, অশোক দিন্দাকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়। সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জেরেই শংকর, বঙ্কিম, মিহিরদের কার্যত পাঁজাকোলা করে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেন বিধানসভার নিরাপত্তা কর্মীরা। খবর পেয়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও বিরোধী দলনেতাকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নেন। এব্যাপারে শুভেন্দু বলেন, ‘নাড্ডাজি ফোন করে বিধানসভার বিষয়ে জানতে চান। তাঁকে আমরা গোটাটাই বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। আক্রান্ত বিধায়কদের শারীরিক অবস্থা নিয়েও খোঁজ নিয়েছেন তিনি। ঘটনার ভিডিও ফুটেজও

বিজেপি বিধায়কদের ভূমিকায় খুশি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। -ফাইল চিত্র

পাঠানো হয়েছে।’ সূত্রের খবর, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় নাড্ডা এদিন বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের ভূমিকায় সন্তোষপ্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, ‘বিজেপির কাছে এটাই বাংলা চায়, লড়তে রহ।’ শুভেন্দু বলেন, ‘লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই’।

২০১৯-এ লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর যতবার সাংগঠনিক বৈঠক করতে এই রাজ্যে এসেছেন অমিত শা, প্রতিবারই দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করেই তৃণমূলকে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে বিজেপিকে। তার জন্য বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বকে লড়াই করতে হবে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন রাজ্যে সিপিএমের বিরুদ্ধে যে জঙ্গি আন্দোলন করেছিলেন তার উদাহরণ তুলে ধরে দলের নেতা-কর্মীদের তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যে দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার মতো একাধিক হাতে গরম ইস্যু পেয়েও বঙ্গ বিজেপি তাকে কাজে লাগাতে পারেনি। বরং দিনদিন সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও আদালতের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। ’২১-এর বিধানসভায় ৭৭ আসন পেয়েও ’২৪-এর লোকসভা ভোটে সেই ফল ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। নির্বাচনি পরিসংখ্যানই বলছে, ২০১৯ ও ২০২১-এর ভোটে রাজ্যে এমন ১২টি বিধানসভা রয়েছে যেখানে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে হেরে গিয়েছে বিজেপি। ৫২টি বিধানসভা আসন যেখানে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কোনও নির্বাচনেই বিজেপি হারেনি। কিন্তু গত ৬ বছরে দলের এই ধরনের শক্ত ঘাঁটির সংখ্যা একটিও বাড়েনি। একমাত্র একুশের বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারীর দলবদলের ফলে ৯টি আসনে প্রথমবার জয় পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু এই সব আসনই শুভেন্দুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে।

দলের নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ৯টি আসনের জয়ে দলের কোনও কৃতিত্ব নেই। এখানে শুভেন্দুই ফ্যাক্টর। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য আসনের হিসেব কষতে বসে দল দেখেছে ২০১৯ থেকে ৪৬টি দোদুল্যমান আসনে বিজেপি এখনও নিশ্চিত করে জেতার অবস্থা তৈরি করতে পারেনি। এজন্য সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নেতৃত্বের দিশাহীনতাকেই দায়ী করেছে দলের একাংশ। নাড্ডার এই বার্তার পর দলের একাংশের মতে, বিধানসভার লড়াই আর মাঠে ময়দানের লড়াই সম্পূর্ণ আলাদা। ‘লড়তে রহো’ বার্তা সংগঠনের তৃণমূলস্তরে আদৌ কি কোনও প্রভাব ফেলবে, এটাই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে।

যোগীর রাজ্যে হেনস্তার শিকার বাংলার তরুণী

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের শাসিত উত্তরপ্রদেশে হেনস্তার শিকার হলেন বাংলার তরুণী। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের থানায় ওই তরুণীকে হেনস্তা করা হয়েছে। তিনি সোনারপুরের নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ওই তরুণীর বন্ধুকে পুলিশ হেনস্তা করে। সেই সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে গিয়ে থানায় তরুণীকে হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী রামদাস অঠাওয়ালে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, সোনারপুরের নরেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা পুনিতা যাদব জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের কন্যা। কিন্তু সোনারপুরে এখন থাকেন তিনি। অভিযোগ, তাঁর বন্ধু রঞ্জেস যাদবকে উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় পুলিশের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে। বাসে করে আজমগড় থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে রঞ্জেসের সঙ্গে এক তরুণের বচসা হয়। তাঁকে বাস থেকে নামিয়ে তরুণের পরিচিত এক পুলিশকর্মী মারধর করে ও দেড় লক্ষ টাকা নগদ কেড়ে নেওয়া হয়। তারপরই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আম্বেদকর নগরের কাটকা থানায় গিয়েছিলেন পুনিতা। সেখানে তাঁদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি। বরং তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের জাত তুলে গালিগালাজ করা হয়েছে। এরপর আম্বেদকর নগরের পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। কিন্তু এখনও এফআইআর দায়ের হয়নি। কেউ সাহায্যও করেনি। তারপরই তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অঠাওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানান। আর তারপরই যোগীকে চিঠি লিখেছেন অঠাওয়ালে। তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শরিক আরপিআই দলের প্রধান। যোগীকে লেখা চিঠিতে ওই তরুণীর অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, ‘যে পুলিশকর্মী দুর্ব্যবহার করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক। আপনাকে বিষয়টি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।’ উত্তরপ্রদেশে জাতপাত ধর্মের ভিত্তিতে হেনস্তার অভিযোগ এর আগেও উঠেছে। এবার ফের এই ধরনের অভিযোগ উঠল।

সবাইকে ভালো রেখো... মাদার টেরেসার প্রয়াণ দিবসে মিশনারিস অফ চ্যারিটিতে প্রার্থনা। -পিটিআই।

এসআইআর আতঙ্ক, তৃণমূলের হাতিয়ার

অসম, বিহারের নমুনা তুলে প্রচারের নির্দেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর আগামী বিধানসভা ভোটে মূল হাতিয়ার হতে চলেছে তৃণমূলের। এই ইস্যুতে দলীয় বিধায়ক ও নেতাদের যে এখন থেকেই মাঠে নামতে হবে, তা বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্প্রতিককালে বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তার প্রায় ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার। আবার অসমেও বিশেষ নিবিড় সংশোধনে প্রায় ৫৩ শতাংশ হিন্দু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এই তথ্য তুলে ধরেই এলাকায় প্রচারে জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই রাজ্যে এসআইআর হলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু ভোটাররাও যে হেনস্তার শিকার হবেন, তা বোঝাতে মরিয়া তৃণমূল। যদিও পালটা বিজেপি প্রচার করে জানাতে চাইছে, রাজ্যে হিন্দু ভোটাররা নিরাপদে রয়েছেন।

কিন্তু অসম ও বিহারের নজির তুলে ধরে রাজ্যের বাসিন্দাদের আতঙ্ককেই হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা ১টায় অধিবেশন শুরু হওয়ার মিনিট ১৫ আগেই তিনি বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি দলীয় বিধায়কদের ডেকে নেন। আগামী বিধানসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই এই ইস্যুতে মানুষকে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে নির্দেশ দেন তিনি। অধিবেশনের পর মন্ত্রীসভার বৈঠকেও বিষয়টি তোলেন মমতা। বিহার ও অসমের তথ্য তুলে ধরে প্রচারের নির্দেশ দেন তিনি। ওইদিন অধিবেশনে ভাষণেও মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতেই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এক নির্দেশে প্রতিটি জেলা সভাপতিকে এই নিয়ে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে দলের শাখা সংগঠনগুলিকেও প্রচার চালাতে বলা হয়েছে।

যদিও তৃণমূল মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম বাদ যাবে বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই দেশে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিরাপদে থাকবেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মূল ভোটব্যাংক ওই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। তাই তাঁদের বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদাজল খেয়ে মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন।’ যদিও রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘শুভেন্দু অধিকারীর মানসিক স্থিতি নিয়ে এখন মানুষ প্রশ্ন তুলছে। উনি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, বিহারে ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে? আসলে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন বিজেপিবিরোধী ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। তাই আমরা এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে বলছি। আমরা সাধারণ মানুষকে সেই কথাই বোঝাব।’ এসআইআর নিয়ে যে রাজ্য সরকার কড়া অবস্থান নেবে, তা বৃহস্পতিবার বিধানসভাতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানাও করেছিলেন। তৃণমূল যে কোনওভাবেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে বিজেপিকে জমি ছেড়ে দেবে না, তা স্পষ্ট। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, যাতে একজন ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা দেখার জন্য দলের সমস্ত নেতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্তও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি জেলাকে নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি জেলাকেই এই নিয়ে সতর্ক থাকতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কেন্দ্র নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকের জন্য একটি গোটা দিন বরাদ্দ করেছেন অভিষেক। সেখানে বিশেষ নজর দিচ্ছে দল।

বক্তা খুঁজতে কংগ্রেসের ‘ট্যালেন্ট হান্ট’

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : বক্তা খুঁজতে এবার ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির ডাক দিল প্রদেশ কংগ্রেস। সামনেই বিধানসভার নির্বাচন। তার আগেই দলের হয়ে কথা বলার জন্য তরুণ বক্তাদের খুঁজছে বিধান ভবন। তুখোড় মুখপাত্র পেতে ট্যালেন্ট হান্টের আয়োজন করা হয়েছে। গোটা রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

দলের তরফে সমাজমাধ্যমে এই বিষয়ে একপ্রকার বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। মহিলা ভোট হাতে পেতে মহিলা ব্রিগেডের ডাক দিয়েছে সিপিএম। বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে নেই তাদের এক সময়ের জোটসঙ্গীও। এই ধরনের কর্মসূচির নজির এর আগে কখনও প্রদেশ কংগ্রেসে দেখা যায়নি। এআইসিসি জেলায় জেলায় এই কর্মসূচি করতে নির্দেশ দিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এই প্রতিযোগিতার কারণে ইতিমধ্যেই ১৫ সদস্যের একটি কমিটিও তৈরি করেছেন। কমিটির আহ্বায়ক মিডিয়া সেলের দায়িত্বে রয়েছেন মিতা চক্রবর্তী ও যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন রায়চৌধুরী।

সমাজমাধ্যমে একপ্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর থেকেই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। দলের সদস্যদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। তবে ১২ সেপ্টেম্বরের পর আর আবেদন করা যাবে না। তারপর শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে দুটি ধাপে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে হবে।

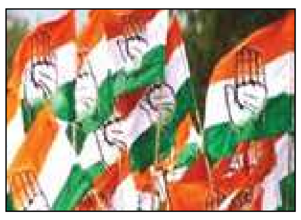

জানা গিয়েছে, বিধান ভবনের তরফে এমন মুখ খোঁজা হচ্ছে যাঁরা কংগ্রেসের মূল্যবোধের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ। ইতিহাসে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। সাবলীল বক্তা। সমাজমাধ্যমে দলীয় আদর্শ যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারবেন, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, দৃপ্ত ভাষা ও কণ্ঠস্বর, সাহসিকতার সঙ্গে দলের মতাদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারবেন এমন ব্যক্তিত্ব খোঁজা হচ্ছে। শুধু আবেদন নয়, দুটি ধাপে উত্তীর্ণ হতে হবে। আঞ্চলিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ঝাড়াইবাছাই করা হবে। তারপরই নিয়োগ করা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, ‘এই কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সামনে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল ও বিজেপি বাদ দিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তারাও অবগত। এই পরিস্থিতিতে এখন থেকে প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে কংগ্রেস। এর ফলে দলের মধ্যে থেকেই নতুন প্রতিভা ও সংগঠনকে এক প্রকার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে বলে মনে করছে প্রদেশ নেতৃত্ব।

সাজাও যতনে... পুজোর আগে কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

শান্তি রক্ষায় এলাকায় থাকুন জনপ্রতিনিধিরা

দুর্গোৎসবে সতর্ক থাকতে নির্দেশিকা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দলের সমস্ত সাংসদ ও বিধায়ককে নিজের এলাকায় থাকার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোকে সামনে রেখে জনসংযোগ যাতে আরও বাড়ানো যায়, সেই লক্ষ্যেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যদি কোনওভাবে অসুবিধায় পড়েন, সেক্ষেত্রে তাঁদের পাশে থাকতে সাংসদ ও বিধায়কদের বলা হয়েছে। এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শেষে মমতা বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, ‘পুজোর সময় সবাই এলাকায় থাকবেন। ভালোভাবে যাতে পুজো হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির প্রচার যাতে আরও ভালো করে করা যায়, তার দিকে সাংসদ ও বিধায়কদের নজর রাখতে হবে। দরকার হলে পুজোর পরে বেড়াতে যাবেন।’

দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তোমার পুজো মহালয়ার আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার তোমার পুজোর জন্য বিমানবন্দরে যাওয়া লোকজনের ভোগান্তি হয়। এবার যাতে তা না হয়, তার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখো। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে নেবে।’ সুজিত বসু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আমরা পুজো করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করি। প্রতি বছরই আমরা পুজো কমিটিগুলিকে সাহায্য করি। এই বছরও ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পুজোর চারদিনই যাতে জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় থাকেন, আমরা সেদিকে নজর রাখতে বলেছি। কোনও মানুষ অসুস্থ হলে বা সমস্যায় পড়লে জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের সাহায্য করবেন।’

পুজোয় পুলিশের ছুটি বাতিল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা ও জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় রাজ্য সরকারের পুলিশ কর্মচারীদের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হল। শুক্রবার রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের কোনও পর্যায়ের অফিসার ছুটি নিতে পারবেন না। তবে মেডিকেল ইমার্জেন্সি হলে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতিক্রমে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও সেচ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মী ও অফিসারদের ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

মহালয়ার আগের দিন শ্রীভূমির মণ্ডপ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইদিনই সল্টলেকের এফডি পার্কের পুজোর উদ্বোধন করার কথা মমতার। মহালয়ার সকালে ক্লাব চেতলা অগ্রণীর প্রতিমার চক্ষুদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘এই বছর ২০ সেপ্টেম্বর থেকে পুজোর উদ্বোধন শুরু হবে। চলবে পঞ্চমী পর্যন্ত। পুজোর চারদিন আমি বাড়িতে বসে গোটা রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখব।’

বিজেপি বিধায়কদের আঘাত নিয়ে খোঁজখবর রাজ্যপালের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভায় নিগ্রহের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল। শুক্রবার সকালে রাজ্যপাল বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে শংকরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় শাসক-বিরোধী তুলকালামের রাতেই সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় অগ্নিমিত্রার। ওইদিন গভীর রাতেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর, আপাতত বিপদমুক্ত তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সিটি স্ক্যান সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও তাঁর মাথায় কয়েকটি জায়গায় রক্ত জমে রয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত পান শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। বিধাসভা থেকেই তাঁকে মধ্য কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালেই শংকরের পাশের বেডে কিছুক্ষণের জন্য ভর্তি ছিলেন পুরুলিয়ার পারা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নাদিয়ার চাঁদ বাউরি। তার পায়ে চোট লেগেছিল। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। চাকদার বঙ্কিম ঘোষ বা নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী আঘাত পেলেও তা গুরুতর নয়। ভর্তি হওয়ার পর শংকরকে দেখতে দফায় দফায় হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা, তাপস রায় প্রমুখ নেতারা।

বাঙালি আবেগে পুজোর পোশাকে গান, কবিতার লাইন

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। তার আভাস এখন শুধুমাত্র আইনসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, পুজোর বাজারেও বাংলা-বাঙালি ট্রেন্ড স্পষ্ট হয়েছে। বছর কয়েক আগে নচিকেতা বা শিলাজিতের গানের লাইন তুলে ধরে বাংলা হরফে লেখা শাড়ি ও পাঞ্জাবি ছিল ওয়াই জেনারেশনের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। তবে এবার শাড়ি হোক বা পাঞ্জাবি তাতেই ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক ভাষ্য। কোথাও বাংলা হরফে শাড়ির গায়ে লেখা কবিগুরুর গানের লাইন বা কবিতা। আবার কোথাও পাঞ্জাবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ‘বাঙালি হিসেবে গর্বিত’।

বাঙালির অন্যতম আবেগের উৎসব দুর্গা পুজো। ঢাকে কাঠি পড়তে আর মাত্র ক’দিন। তার আগে উৎসবের জগতেও রাজনীতির প্রতিবাদ বজায় রইল। ইতিমধ্যেই পুজোর বাজার শুরু হয়েছে। আর তাতেই চাহিদা বেড়েছে বাংলা হরফে লেখা শাড়ি, পাঞ্জাবি, টি-শার্টের। পিছিয়ে নেই অনলাইনে ই-কমার্স সংস্থাগুলিও। তাদের তৈরি টি-শার্টে ফুটে উঠেছে, ‘বাংলাদেশি নই, বাঙালি’, ‘আমার ভাষা, আমার গর্ব’ লেখাগুলি। আপাত নিরীহ কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্যগুলি এখন হয়ে উঠেছে বং ট্রেন্ড। আর এই ট্রেন্ডই এবার মাতাচ্ছে পুজো।

সাদা রঙের নীলচে আভার শাড়িতে লেখা, ‘পুজোর গন্ধ এসেছে’। ছাইরঙা হ্যান্ডলুম শাড়ির পাড়ে ফুটে উঠেছে, ‘আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা’, ‘প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়’, ‘সুতানুটি থেকে পাইকপাড়া, জনজীবনে শুধুই ব্যস্ততা’। শুক্রবারের বারবেলায় হাতিবাগানের একটি

বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে রাজ্য যখন তোলপাড়, ঠিক তখনই পুজোর আগে হাতিবাগানে ঝুলছে বাংলা থিমের শাড়ি।

খ্যাতনামা দোকানে এই শাড়িগুলিই নেড়েচেড়ে দেখছিলেন মৌমিতা বিশ্বাস। বললেন, ‘বাংলা হরফে লেখা এই শাড়িগুলির মধ্যে অন্যরকম আভিজাত্য রয়েছে।’ আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বিখ্যাত পাঞ্জাবির দোকান। দুপুরের তপ্ত রোদেও সেখানেও ক্রেতাদের ভিড়। কেউ দেখতে চাইছেন হালকা সুতোর কাজ করা বুটিকের পাঞ্জাবি, কেউ খদ্দরের। ভিড়ের মাঝেই এক তরুণ বলে উঠলেন, ‘বাংলায় লেখা পাঞ্জাবি রয়েছে নাকি?’ রকমারি ডিজাইনের পাঞ্জাবির বান্ডিল খুলতেই বাকিদেরও নজর সরে এল সেদিকেই। দোকানদার শ্যামল মিত্র বললেন, ‘এখনও পুজোর বাজার সেভাবে শুরু হয়নি। তার মধ্যে বৃষ্টি বাজার মাটি করছে। তবে এই পাঞ্জাবিগুলির চল রয়েছে। মানুষ কিনতে চাইছে।’

দুর্গা পুজোর ফ্যাশানে কোন পোশাক ট্রেন্ডিং তার সন্ধান করতে গড়িয়াহাট বাজারেও ঢুঁ মারতে ছাড়েন না ফ্যাশনদাররা। সেখানেও পর পর বেশ কয়েকটি দোকানে বাংলা হরফে লেখা শাড়ি ও পাঞ্জাবি ঝোলানো। একটি দোকানের সামনে বাঙালি টিক দেওয়া টি-শার্ট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক তরুণী। বললেন, ‘এখন তো আমাদের জেনারেশন এই ধরনের স্টাইলের পোশাকই পছন্দ করে। আমারও অনলাইন থেকে বেশ কয়েকটা এই ধরনের টি-শার্ট কেনা হয়েছে।’ গড়িয়াহাটের বিখ্যাত শাড়ির দোকানের বিক্রেতা অনিন্দ্য রাও বললেন, ‘বাংলা হরফে লেখা ওই শাড়িগুলির কোনওটি ৩৫০, কোনওটি ৫০০ থেকে শুরু। আগেও এই শাড়ি ছিল। তবে এবার চাহিদা বেশি।’ এবছর এই শহর যেন ফ্যাশনেই প্রতিবাদ রপ্ত করতে চাইছে। তাই পিছিয়ে নেই অনলাইন সংস্থাগুলিও। তাঁদের তৈরি টি-শার্টগুলিতে লেখা ‘পুজোর গন্ধ এসেছে’, ‘যে ভাষায় প্রথম মা ডেকেছি, সেই ভাষা কীভাবে ভুলে যাই?’, ‘বাংলাদেশি’ কেটে ‘বাঙালি’তে টিক চিহ্ন। এগুলির ক্রেতাও দেদার। প্রতিবাদ চলবে। তার সঙ্গে চলবে উৎসব। উৎসবের সঙ্গে নতুন ট্রেন্ড হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিবাদও এবছর ঘটাতে চাইছে বাঙালি।

পৃথিবীর পাঠশালা

সাইবেরিয়ায় রহস্যময় গর্ত

হঠাৎ করেই রাশিয়ার সাইবেরিয়ার মাটিতে তৈরি হয়েছে এক বিশাল গর্ত। এর গভীরতা আর আকার দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক। স্থানীয়রা ভাবছেন, এটা কোনও উল্কার কাজ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অন্য কথা বলছেন। তাঁদের মতে, মাটির গভীরে জমে থাকা গ্যাস হঠাৎ বেরিয়ে আসায় এই বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। এই অদ্ভুত গর্তটি স্থানীয়দের মধ্যে ভয় আর কৌতূহল দুটোই তৈরি করেছে। কী হতে চলেছে এই গর্তের ভবিষ্যৎ, তা জানতে বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন।

দুপুরে ঘুম? বুদ্ধির খেলা!

আপনার কি দুপুরে একটু ঘুম পেলে আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না? ভালো খবর! বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুপুরে যাঁরা একটু ঘুমিয়ে নেন, তাঁদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো থাকে। হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের বংশগতভাবে দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস আছে, তাঁদের মস্তিষ্কের আকার তুলনামূলকভাবে বড়। অবাক করা বিষয়, তাঁদের মস্তিষ্ক নাকি বয়সে প্রায় ২.৬ থেকে ৬.৫ বছর কম বয়সি লাগে! গবেষকরা প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষের ওপর গবেষণা করে এই তথ্য পেয়েছেন।

সুইডেনের রাত জাগা পাখি

সাধারণত দিনেরবেলায় পাখিরা গান গায়। কিন্তু সুইডেনের এক শহরে পাখিরা রাতেরবেলায় গান গাইছে! রাতের নীরবতা ভেঙে ভেসে আসে তাদের মিষ্টি সুর। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর কারণ শহরের অস্বাভাবিক আলোর দূষণ। উজ্জ্বল আলোয় পাখিরা দিন-রাতের পার্থক্য বুঝতে পারছে না। এই ঘটনা যেমন এক অদ্ভুত সৌন্দর্য তৈরি করেছে, তেমনই পরিবেশের জন্য বড় বিপদও ডেকে আনছে।

কলম্বিয়ার সাদা ব্যাং

কলম্বিয়ার আমাজন জঙ্গলে বিজ্ঞানীরা এমন এক ব্যাং খুঁজে পেয়েছেন, যা আগে কেউ দেখেনি। এই ব্যাংয়ের ত্বক পুরো সাদা! স্থানীয় আদিবাসীরা এই ব্যাংকে পবিত্র এবং সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এই ব্যাংয়ের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। প্রকৃতির রহস্য যে কত গভীর, এই সাদা ব্যাংটি যেন তারই এক উদাহরণ।

বনকর্মীদের দায়িত্ব শুধু বনের সুরক্ষা, নির্দেশ অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপালের

বাংলোয় কাজ, কর্তাদের বাজারে 'না'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বনরক্ষী এবং বনে ডিউটির জন্য নিয়োজিত অন্য কর্মীদের দিয়ে বনবাংলোর দেখভাল কিংবা সাহেবদের বাজার করানোর দিন শেষ। এখন থেকে তাঁরা শুধুমাত্র জঙ্গল পাহারা দেবেন। টহলদারি চালাবেন। বন্যপ্রাণের ভালোমন্দের খেয়াল রাখবেন। রাজ্যের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল (উত্তরবঙ্গ) ডঃ অনুপমা এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন সম্প্রতি। নির্দেশটি কার্যকর হলে বন এবং বনবস্তিবাসী, দু'পক্ষ আরও সুরক্ষিত থাকবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

উত্তরবঙ্গের বন আধিকারিকদের একাংশ বলছেন, 'উত্তরে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক বনরক্ষী নেই। মানুষ-বন্যপ্রাণের সংঘাত রুখতে নজরদারির লোকের অভাব। মাঝেমধ্যে হাতি তাড়ানোর জন্য আনকোরা কর্মীদের নিয়ে যেতে হয়। অভিজ্ঞতার অভাবে রীতিমতো নাজেহাল হন তাঁরা। বনকর্মীদের নির্দিষ্ট কাজে যুক্ত রাখতে পারলে ভালো হবে।'

উত্তরবঙ্গে লোকালয়ে হাতির আনাগোনা প্রায় রোজকার ঘটনা। বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামে ঢুকে খাবারের খোঁজে ভাঙচুর করে বুনোরা। লোকালয়ে ঢুকছে চিতাবাঘ সহ অন্য বন্যপ্রাণ। সংঘাত এড়াতে, মানুষ ও বন্যপ্রাণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বনরক্ষী ও অন্য কর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত পদে নিয়মিত নিয়োগ জরুরি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ বলে দপ্তর সূত্রে খবর। বর্তমানে এখানে খাতায়কলমে অর্ধেকেরও কম বনরক্ষী সহ অন্য কর্মী রয়েছেন। কার্সিয়াং ডিভিশনের এক আধিকারিক জানালেন, তাঁদের ডিভিশনে ৮২-৯০টি বনরক্ষীর পদ রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ৩৮ জন কাজ সামলাচ্ছেন। এই কর্মীবল নিয়ে রেঞ্জ, বিট অফিস চালাতে হচ্ছে। পাঁচজনের কাজ একজনকে করতে হচ্ছে। এতে যেমন কাজে ব্যাঘাত ঘটে, তেমন কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ে।

নয়া নির্দেশিকা

- টহলদারি, বনসম্পদ রক্ষা, অবৈধভাবে গাছ কাটা ও পাচার রোধ করাই কাজ
- আগুন লাগলে সামলানো এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দায়িত্ব বনরক্ষীদের
- তাঁদের বনবাংলোর সহ অন্য কাজ করানোর বিষয়টি নজরে এসেছে
- এতে কর্মীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটে
- রক্ষী ও অন্য কর্মীদের বনেই কাজ করতে হবে

কর্মীসংকটের মধ্যে একটা বড় অংশকে দিয়ে বনবাংলোয় ডিউটি করানো হয়। সেখানে রান্না করা, অতিথি আপ্যায়ন, বাজার করা ইত্যাদি সামলান তাঁরা। কিছু কিছু ডিভিশনে আধিকারিকদের বাড়িতে ওই কর্মীরা গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করছেন। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল (উত্তরবঙ্গ) নয়া নির্দেশিকা জারি করলেন। তিনি নির্দেশিকায় লিখেছেন, টহলদারি, বনসম্পদ রক্ষা করা, অবৈধভাবে গাছ কাটা ও পাচার রোধ, বনে আগুন লাগলে সামলানো এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দায়িত্ব বনরক্ষী এবং বনাঞ্চলে বিভিন্ন কাজের জন্য নিয়োগ হওয়া কর্মীদের। তাঁদের বনবাংলো সহ অন্য কাজ করানোর বিষয়টি নজরে এসেছে। এতে কর্মীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রুত এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। রক্ষী ও অন্য কর্মীদের বনেই কাজ করতে হবে। প্রতিটি বন বিভাগের কর্তা, রেঞ্জ অফিসার এবং বিট অফিসারদের নির্দেশিকা দ্রুত কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের অরণ্য শাখার রাজ্য সভাপতি বিশু সিং দপ্তরের নয়া নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বনকে সুরক্ষিত রাখতে রক্ষী সহ অন্য ফিল্ড কর্মীদের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওই তুলনায় তাঁদের সংখ্যা কম। সেই কর্মীরাও যদি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে বনকে রক্ষা করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই দ্রুত নয়া নির্দেশ কার্যকর হোক।'

---

৩৫ হাজার

প্রথম পাতার পর

২৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করার পর নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগের ওই প্রক্রিয়া শেষ করতেও সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশিকা আছে। সেই অনুযায়ী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার আয়োজন করেছে এসএসসি। চাকরি বাতিল শিক্ষাকর্মীদের একজনকেও নতুন করে সুযোগ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। শিক্ষকদের মধ্যে আদালত চিহ্নিত যোগ্যরাই শুধু পরীক্ষায় বসার অধিকার পেয়েছেন।

আগামী পরপর দুই রবিবার পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে, শেষ হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। প্রথম রবিবার অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর হবে নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরের রবিবার অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নিয়োগের পরীক্ষা। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নবম ও দশমে ভৌতবিজ্ঞানে ৪৩৫২, জীবনবিজ্ঞানে ৩৯১১, গণিতে ৩৯২২, ইংরেজিতে ৩৩৩৬, বাংলায় ৩০২৪, ইতিহাসে ২১৪৯, ভূগোলে ১৮৪০, হিন্দিতে ৪৭১ ও উর্দুতে ১৮৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির ৩৫টি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। সংখ্যাটি ১৩৭৩। এছাড়া রসায়নে ১১৯৪, এডুকেশনে ১১৪৭, দর্শনে ১১৬১, জীববিদ্যায় ৯১৯, পদার্থবিদ্যায় ৮৮১, অঙ্কে ৭৮৫, কমার্সে ৬২২, ইংরেজিতে ৫৯৪, ইতিহাসে ৫৭২, অর্থনীতিতে ৫০৬, সংস্কৃতে ৫০২, ভূগোলে ৪৬৩, বাংলায় ৩৯০, ও অ্যাকাউন্টেন্সিতে ১৭১টি শিক্ষক পদ ফাঁকা আছে।

পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে যাতায়াতে সমস্যা না হয়, সেজন্য পরিবহণ ব্যবস্থায় বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। পরীক্ষার হলে চাকরিপ্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট রাখতে পারবেন না। কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা প্রভিশনাল অ্যাডমিট কার্ড ও পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড রাখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

পুজোর গন্ধ এসেছে

কাশ কুড়োনোর পালা। *শরতের সকালে কুমারগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দপুরে। ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।*

ধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন

কুশমণ্ডি, ৫ সেপ্টেম্বর : দেবীপক্ষের আর কয়েকদিন বাকি। কুমোরটুলি থেকে শুরু করে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে দুর্গাপুজোর আয়োজন। দেবী আসবেন মর্ত্যে অসুরদলনী রূপে। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে কুশমণ্ডির শেষ সীমান্তে এক গ্রামে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক গৃহবধূ। পুলিশ মূল দুই অভিযুক্ত সহ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পালিয়ে গিয়েছে দুজন। এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের সভাপতি প্রদীপ মুর্মু জানান, বংশীহারী থানা এলাকার এক গৃহবধূ এক সপ্তাহ আগে স্বামী ও দুই কোলের সন্তান নিয়ে কুশমণ্ডি থানা এলাকায় বাপের বাড়িতে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল, পাট ধুয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ এবং পাটকাঠি শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া, যা পরে জ্বালানি হিসাবে সারাবছর ব্যবহার হবে। প্রদীপ বলেন, বধূর স্বামী পেশায় চালক হলেও সারাবছর রান্নার কাজে পাটকাঠির প্রয়োজন বলেই তিনিও শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার কিছু আগে ওই গৃহবধূর দশ বছরের ছোট ভাইয়ের পায়ে সাপ ছোবল দেয়। ছেলেকে নিয়ে ওঝার কাছে যান গৃহবধূর বাবা এবং মা। রাত আটটা নাগাদ বাবা-মা বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, জামাই দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। বাড়ির দরজা খোলা। অথচ মেয়ে বাড়িতে নেই। মেয়েকে ডাকাডাকি করেও উত্তর না পেয়ে প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়েও মেয়ের খোঁজ পাননি। এরপর বাবা বাড়ির পিছনদিকের জঙ্গলে খোঁজ করতে যান। তখন তিনি চার তরুণকে নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করতে দেখেন। বাবার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে দুজনকে ধরে ফেলেন। গৃহবধূর মা জানান, তরুণদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি ৬ কিলোমিটার দূরে গঙ্গারামপুর থানা এলাকার একটি গ্রামে। একজনের বাড়ি কুশমণ্ডি থানা এলাকার একটি গ্রামে। চারজনের মধ্যে দুজন পালিয়ে গেলেও বাকি দুজন ধরা পড়ে।

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে এবং সহযোগিতার জন্য আরও একজনকে আটক করা হয়েছে। দুজন পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পেলেন মালের ভূমিপুত্র

মালবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৫ সালের জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারে ভূষিত হলেন মালবাজারের ভূমিপুত্র, আইআইটি ইন্দোরের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবায়ন সরকার। শুক্রবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তিনি এই সম্মান পান। ২১ জন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকের মধ্যে মাত্র দুজন বাঙালি। তাঁদেরই একজন ডঃ সরকার। মালবাজার সিজার স্কুল থেকে শুরু করে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে আইআইটি ইন্দোর- ডঃ সরকারের শিক্ষাযাত্রা অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার। রাউরকেল্লা এনআইটি-তে ১১ বছর অধ্যাপনার পর বর্তমানে তিনি আইআইটি ইন্দোরে গবেষণা ও অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব ও জটিল বিষয় সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। তাঁর এই সাফল্যে মালবাজারবাসী গর্বিত।

পুরস্কার পেয়ে ডঃ সরকার বলেন, 'এই সম্মান ছাত্রছাত্রী, পরিবার ও সহকর্মীদের উৎসর্গ করছি।'

অভিযুক্ত পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

নেতা তথা কলেজের ইন্টার্ন হিরণ্ময় রায় বলছেন, 'র‍্যাগিং, থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর যে পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠী ফেস্টের দায়িত্ব পেলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্যায়কারীদের সমর্থন করে। আগামীতে আবারও কলেজে অশান্তির পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। আমরা তাই আন্দোলনে নামব।' প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছে ফেস্ট বয়কটের আবেদন জানানো হবে বলে জানালেন হিরণ্ময়।

যদিও মানসিক সমস্যার কথা মানতে নারাজ আসুরউদ্দিনের প্রতিবেশী হাকিম আলি। তিনি বলেন, 'তিনি কোনওভাবেই মনোরোগী নন। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হলে আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে বিক্ষোভ

দ্বিগুণ ভাড়া

প্রথম পাতার পর

বিকাশকুমার সিং নামে অপর এক চালকের কথায়, 'পুলিশ আমাদের গাড়িতে কেস দেয়, অথচ টোটোর দৌরাত্ম্য মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। পেট্রোলচালিত অটো, টোটো যদি নিয়ম না মেনে খেয়ালখুশিমতো রাস্তায় চলে, তবে আমরা যাত্রী পাব কীভাবে? কোথা থেকে মালিককে টাকা দেব? কর দেব? কীভাবে সংসার চালাব? আমাদের সমস্যা না মিটলে আর রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নামব না। প্রশাসন আমাদের সঙ্গে কথা বলুক।'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের পালটা আশ্বাস, 'যদি ম্যাক্সিক্যাবচালকদের কোনও সমস্যা হয়, ওঁরা এসে কথা বলুন। আমার কাছে এলে নিশ্চয়ই কথা বলব।' একই কথা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের, 'ওঁরা যদি আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলেন, তাহলে আমরা উপযুক্ত জায়গায় সমস্যাগুলো জানাব।' শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস জানালেন, তিনি শহরের বাইরে। বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

দিনভর চূড়ান্ত যাত্রী ভোগান্তি হলেও কোনও পক্ষই অপরপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসল না। ফলে সমাধানসূত্র অধরা থাকায় আগামীদিনেও যে এমন ছবি দেখা যাবে, তা নিয়ে নিশ্চিত শহরবাসী।

বনকর্তার জমি দখল

প্রথম পাতার পর

কেস করা হয়েছে। আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি।'

শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এসিপি ২ অফিসের পাশেই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মুখ্য বনপাল গোপীনাথ রায়ের ১৮ কাঠা ৬ ছটাক ৮ স্কোয়ার ফুট জমি রয়েছে। স্ত্রী রাধা রায়, ছেলে গৌরব রায় এবং তাঁর নামে জমিটি নথিভুক্ত। মোট পাঁচটি ডিডে ওই জমি কিনে জলপাইগুড়ির অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন ২০১৭ সালের ৭ জানুয়ারি। ডাবগ্রাম মৌজায় তাঁর জমির আরএস প্লট নম্বর ৪৫৮, এলআর প্লট নম্বর ১৪০, এলআর খতিয়ান নম্বর ৩৮৫, ৩৮৩, ৫৯৭। সরকারি নথিতে তাঁদের নামেই রয়েছে ওই জমি। খোদ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রি করেছেন।

সেই জমি এতদিন ঠিকঠাকই ছিল। সম্প্রতি একটি সংস্থাকে জমি ভাড়া দিয়েছিলেন গোপীনাথ। ওই সংস্থা জমিতে গাড়ির ওয়ার্কশপ তৈরি করছিল। হঠাৎই ২৩ অগাস্ট এনজেপি থানার পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয় বলে অভিযোগ। এরপর জমির মালিককে সমস্ত নথি নিয়ে থানায় ডেকে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে থানায় যান জমির মালিক। থানায় সমস্ত কাগজ জমা করার তিনদিন বাদে খোঁজ নিতে গেলে বলা হয় এসিপি পূর্ব ২-এর দপ্তরে খোঁজ নিতে। সেইমতো সেখানেও যান গোপীনাথ। এসিপি (পূর্ব ২) সোমনাথ দাস তাঁকে পাঠিয়ে দেন ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের দপ্তরে। অভিযোগ, রাকেশ সিং অবসরপ্রাপ্ত ওই বনকর্তাকে জানান, ওপর মহল থেকে চাপ রয়েছে। গোপীনাথের দাবি, মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল বলে ডিসিপি তাঁকে জানিয়েছেন। তাঁর কাগজপত্র সব ঠিক রয়েছে বলে ডিসিপি জানিয়ে দেন- দাবি অবসরপ্রাপ্ত ওই বনকর্তার। অভিযোগ, এরপর তিনি লোক নিয়ে এসে কাজ শুরু করতেই ২৭ অগাস্ট কাজল সরকার নামে শহরের এক বড় ব্যবসায়ী দুই গাড়ি বাউন্সার নিয়ে এলাকায় হাজির হয়ে কাজ বন্ধ করান। পাশাপাশি ওই বনকর্তা এবং তাঁর পরিবারকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া বলে অভিযোগ।

ওই সময় আতঙ্কে কাজ বন্ধ করে দেন জমির মালিক। ২৯ অগাস্ট গোটা ঘটনা লিখিত আকারে এনজেপি থানায় জানান গোপীনাথ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩২৯(৩), ৩৫১(২), ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করেছে। তবে এই মামলা রুজু করেই ক্ষান্ত পুলিশ। অভিযোগ, কাজল দলবল নিয়ে এসে বারবার হুমকি দিচ্ছেন। ৩১ অগাস্ট মধ্যরাতে কাজল তাঁর লোক নিয়ে এসে আর্থমুভার দিয়ে সীমানা প্রাচীর ভেঙে সমস্ত ইট তুলে নিয়ে যান। ওই রাতেই এনজেপি থানায় যান গোপীনাথ। অভিযোগ, তাঁকে থানাতে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এরপর পুলিশ ভ্যান চলে যায়। ততক্ষণে অভিযুক্তরা কাজ সেরে পালিয়ে যায়।

গোটা ঘটনায় পুলিশের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন ওই বনাধিকারিক। এই বিষয়ে হোটেল এবং ট্যাংকার ব্যবসায়ী কাজল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। তিনি ফোন ভয়েস মেলে ফরওয়ার্ড করে রেখেছেন।

ওষুধের দোকানে ভুয়ো নথি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০১৭ সালে বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলা থেকে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে চলে এসেছিলেন বাংলাদেশের এক নাগরিক। জটেশ্বরে এসে ঢ্যাঙারপুল পালপাড়ায় বাড়ি করেন ওই দম্পতি। তারপর থেকে এদেশেই রয়েছেন। এবার এদেশে থাকতে গেলে প্রয়োজন নথিপত্র। তা মিলবে কোথা থেকে? প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জটেশ্বরে এক হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির মালিকের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর কাছে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন ওই বাংলাদেশি নাগরিক।

এমনটা আকছার হচ্ছে জটেশ্বরে। দীর্ঘদিন ধরেই ফালাকাটা, জটেশ্বর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে জাল আধার, ভোটার কার্ড তৈরির চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মোটা টাকার বিনিময়ে সেসব জায়গা থেকেই আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা। আর চাহিদা যত বেড়েছে, তত বেড়েছে ভুয়ো নথি বানাবার দর। নেত্রকোনার সেই দম্পতি যেমন দুজনের নথি বানাতে ৮ হাজার টাকা দিয়েছিলেন সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে। এখন কিন্তু আর সেই টাকায় হবে না।

ভিনদেশিদের হাতে ভুয়ো নথি বানাবার চক্র রমরম করে চলছে ফালাকাটা ব্লকজুড়ে। বৃহস্পতিবারও ফালাকাটা শহর থেকে জাল আধার কার্ড তৈরির এক পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল টিম জানতে পেরেছে, বহুদিন থেকে ফালাকাটার আশুতোষপল্লির ওই তরুণ জাল নথিপত্র তৈরি করতেন। তবে জটেশ্বরের সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নামে কিন্তু এখনও অবধি স্থানীয় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

সম্প্রতি জটেশ্বরের ১৪৭ নম্বর অংশে এক বাংলাদেশের নাগরিক মামাকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নথি বানাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই নথি দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর কাছে ভোটার লিস্টে নাম তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। যদিও তা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। সেই জনপ্রতিনিধি বিডিও'র কাছে অভিযোগ করেছিলেন সেই সময়। পরে সেই বাংলাদেশি নাগরিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তিনিও নাকি জটেশ্বরের সেই হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির মালিকের কাছ থেকেই মোটা টাকার বিনিময়ে ভুয়ো আধার কার্ড ও জন্ম শংসাপত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। একইভাবে নিজের বাবাকেও ভুয়ো নথি বানিয়ে দিয়েছিলেন ওই তরুণ।

এমন ঘটনা আরও আছে। বছর দুয়েক ধরে জটেশ্বরে বসবাস করছেন বাংলাদেশের এক মহিলা। প্রথমে তিনি ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে র‍্যাশন কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন। এখানেও নাম উঠে এসেছে সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের। সেই মহিলার স্বামী দক্ষিণ ভারতে কর্মরত। তাঁকেও বিভিন্ন কাগজপত্র বানিয়ে দিয়েছেন সেই একই ব্যক্তি। ওই মহিলা বলেন, 'এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ওই ব্যক্তির খোঁজ পাই। টাকা দিলেই নথি বানিয়ে দেন।'

জটেশ্বর পালপাড়ায় বসবাসকারী এক বাংলাদেশি নাগরিকের কথায়, '২০১৭ সাল থেকে জটেশ্বরে আছি।

নিজেদের পরিচয়পত্র এবং ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য কাগজপত্র প্রয়োজন হয়। ওই ডিসপেনসারি মালিকের খোঁজ পাই। তাঁর কাছ থেকে ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছি।'

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক দীপায়ন বসুর মা শিখা বসু (৬৮)। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সেপ্টিসিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার দুপুরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গেলেন স্বামী সহ এক ছেলে ও এক মেয়েকে।

নবি স্মরণ

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জে সাড়ম্বরে পয়গম্বর নবি হজরত মহম্মদের ১৫০০তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এইদিন সিরট কমিটির উদ্যোগে তাঁর স্মরণে বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয়। এতে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল বের হয়ে স্থানীয় কারবালা ময়দানে জমায়েত হয়।

মূল ধর্মীয় মিছিল স্থানীয় কুতুবগঞ্জ হাটের কাছে বজমে আদব লাইব্রেরি চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে সেখানেই শেষ হয়। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ রোজা পালন করে বিশেষ প্রার্থনায় যোগ দেন। শহরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় এদিন কোনও ধরনের অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি।

ডুবে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের আঠিয়াবাড়ি গ্রামের বুড়ি কনকই নদী পারাপারের সময় গত বৃহস্পতিবার রাতে জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন দিঘলব্যাংক এলাকার তাপ্পু বস্তির সাহানিটোলার বাসিন্দা তৃতলাল সাহানি (৪০)। শুক্রবার নদীতে তাঁর মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন তৃতলাল।

টুকরো খবর

পাচারে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ি হয়ে অসমে ১২টি মোষ পাচারের সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই দুই তরুণের নাম গোপাল থাপা ও গোকুল নেপাল। তাঁরা অসমের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ ফুলবাড়িতে নাকা চেকিং চালায়। ট্রাক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ১২টি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সম্মাননা

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : এবছরের জাতীয় শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার পেলেন কিশনগঞ্জের পুঠিয়া ব্লকের সোহাগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তথা কবি কুমারী নিধি চৌধুরী। শুক্রবার দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

দুর্ঘটনা

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জের কুরলিকোট এলাকার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শুক্রবার বিদেশি মদবোঝাই একটি গাড়িতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জ্বলন্ত গাড়ি থেকে দগ্ধ চালককে বের করেন। ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি।

বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : তেঘরিয়া মহল্লা থেকে শুক্রবার ২৫ হাজার ২০০টি জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করে কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। সেগুলি বিক্রি করার অভিযোগে পুলিশ তেঘরিয়ার প্রদীপকুমার সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে।

১১৩ বছরে নতুন দাঁত

প্রথম পাতার পর

আর সেই আনন্দেই দাদুর ৩৩ জন নাতি-নাতনি মিলে অন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছেন। বছর তিনেক আগে দিদা মারা যান। নৃপেন্দ্রনাথের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। এদিন অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পাড়াতেও ছিল হুল্লোড়ের মেজাজ। বড় প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। ব্যান্ডপার্টি, ডিজে সহ কোনওকিছুই বাদ নেই আয়োজনে। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী মিলে ছিলেন প্রায় ৪০০ জন অতিথি। দুপুরে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যা থেকে ছিল খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়ার মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি, দই ও মিষ্টি সহ অন্যান্য আইটেম। কবজি ডুবিয়ে খেয়েছেন প্রতিবেশী থেকে ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিরা। বড় ছেলে মদন বর্মন বলেন, 'এই বয়সেও বাবার তেমন কোনও শারীরিক সমস্যা নেই। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা কিছুটা ভেঙে পড়েছিলেন। তবে কিছুদিন পরই সামলে উঠেছেন।'

দাগের কলঙ্ক শিক্ষকতায়, চুরির সংস্কৃতি

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চ্যাঁচাচ্ছেন, মোদি চোর, অমিত শা চোর, বিজেপি চোর। আমার-আপনার সন্তানদের কি মনে প্রশ্ন জাগবে না, বিধানসভায় কি সবাই চোর? চুরি করাই কি বিধানসভায় যাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা! এরপর ছাত্রসমাজ যদি রাজনীতি ও দুষ্কর্মকে সমার্থক ভাবে, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে কি?

নাগরিক সমাজেরও কি মনে হবে না, চোরের রাজত্বে আমাদের বাস? শাসক চোর, বিরোধী চোর! রাজনৈতিক দলের কথায় তো সমাজ প্রভাবিত হয়। চোর চোর ধ্বনি তাহলে প্রভাব ফেলবে না কেন? এরপর নেতারা মাথা তুলে নতুন প্রজন্মকে কীভাবে বলবেন, মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করো? মতাদর্শের বদলে চুরি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেলে ভালো ছেলেমেয়েরা রাজনীতি করবেন কেন?

শিক্ষকদের দাগি বলে দেগে দেওয়ায় অন্য একটি সত্য কিন্তু আড়াল হয়ে গেল। শিক্ষকরা নাহয় চাকরি চোর, তাঁদের আর সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার নেই। কিন্তু যাঁরা চাকরি বিক্রি করলেন? তাঁদের আদৌ শাস্তি হবে তো? দেখে-শুনে সন্দেহ জাগে, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে হয়তো চাকরি বিক্রির অভিযোগ প্রমাণই হবে না। সারদা, নারদ কেলেঙ্কারির মতো নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত যেন অনন্তকাল চলবে।

তদন্ত শেষ না হলে আর কীসের বিচার! ইতিমধ্যে সিবিআই, ইডি'র খাতায় অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য জামিনে মুক্ত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় একটি মামলায় জামিন পেয়ে গেলেন। আদালতে আত্মসমর্পণ করে আপাতত স্বস্তি পেয়ে গেলেন পরেশ অধিকারী। আদালতে প্রমাণ না হলে এঁদের কাউকে দাগি বলা যাবে না। কিন্তু শিক্ষকদের একাংশকে দাগি বলে দেগে দিয়েছে আদালত। বলুন তো, ১০ বছর শিক্ষকতা করার পর এঁদের ভবিষ্যৎ কী?

অন্যায় করেছেন ওঁরা নিশ্চয়ই। চাকরি কেনার মতো অপরাধ করেছেন। কিন্তু আরেকদল চাকরির পসরা সাজিয়ে বসে না থাকলে কি এঁরা চাকরি কিনতে পারতেন? যাঁরা বেচলেন, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হওয়ার কোনও লক্ষণ এখনও নেই। দাগি শিক্ষকরা এখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতেই পারেন, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে...।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাগি শিক্ষকদের পাশে থাকার নামে যে আশ্বাস দিচ্ছেন, তা কি ওঁদের জন্য আরও অপমানের নয়?

শিক্ষকদের একাংশকে তিনি বানিয়ে দেবেন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির কর্মী! নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো ঠিকই। কিন্তু সম্মান? একে তো শিক্ষক হয়ে যাবেন শিক্ষাকর্মী। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় শ্রেণির কর্মীর চাকরি পেলেও তাঁদের দিকে দাগি বলে আঙুল তোলা বন্ধ হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাগিদের চাকরি দিয়ে পড়ুয়াদের কোন মূল্যবোধ শেখাবে সরকার? একবার দাগি কলঙ্ক লাগলে যে 'নাই নাই এ আঁধার থেকে / ফেরার পথ নাই... লোভের পরে পাপ আসে / পাপের পরে মরণ...।'

দাগিদের তালিকায় সত্যিই অনেক অযোগ্য আছেন। সাদা খাতা জমা দিয়ে বা অন্য কোনও জালিয়াতির জেরে যাঁরা চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু র‍্যাংক জাম্প (মেধাতালিকায় জোর করে ওপরে উঠিয়ে আনা) করানোয় যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের একজনেরও যোগ্যতা একেবারে নেই- এমন কথা কিন্তু বলা যাবে না। তাঁরা হয়তো ওয়েটিং লিস্টে থাকার যোগ্য। কিন্তু একেবারে অযোগ্য নন।

তাঁদের কথা ভাবুন। চাকরির বাজারে অন্ধকার দেখে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছিলেন নাচার হয়ে। সেই টাকা গচ্চা গেল। এখন মাইনেও ফেরাতে হবে। আম-ছালা দুই-ই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগি কলঙ্ক লেপটে যাওয়ায় অন্য চাকরি পাওয়া কঠিন। রাজ্যজুড়ে চুরির সংস্কৃতি একটি প্রজন্মের চরম সর্বনাশ করে দিয়ে গেল।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, জুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

শর্টফিল্ম ফেস্টিভাল শেষ কাল

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বারোটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নিয়ে শুরু হল শিলিগুড়ি শর্টফিল্ম ফেস্টিভাল। শুক্রবার বিধান রোডের একটি লজে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির আয়োজনে ১২তম এই ফেস্টিভালের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হয় 'দ্য সাইলেন্ট পারফরমার', 'অশ্রুত' সহ মোট চারটে ছবি। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, বোড়োল্যান্ড, তামিলনাড়ু, কেরল থেকে পরিচালকরাও এই ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ফেস্টিভাল চলবে। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে মোট চারটি শর্টফিল্ম প্রদর্শিত হবে। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বললেন, 'অনেকগুলো ছবির মধ্যে নির্বাচিত ১২টি ছবি ফেস্টিভালে দেখানো হবে। ছবিগুলো বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভালে সম্মানিত হয়েছে। ফেস্টিভালে বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছবির পরিচালককে ট্রফির পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হবে। এছাড়া বেস্ট ফোটোগ্রাফি এবং দর্শকদের নির্বাচিত সেরা শর্টফিল্মকেও পুরস্কৃত করা হবে।'

এদিন উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি সঞ্জীবন দত্ত রায়, সোসাইটির লাইফ সদস্য গোপালচন্দ্র দাস প্রমুখ। পরের বছর আন্তর্জাতিক স্তরের ফেস্টিভাল আয়োজনের চেষ্টা করা হবে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

১২টি ছবি

- উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হয় 'দ্য সাইলেন্ট পারফরমার', 'অশ্রুত' সহ মোট চারটে ছবি
- অসম, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরল থেকে পরিচালকরাও এই ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করেছেন

একের পর এক ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে অটো, টোটোয় একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েই চলেছে। স্কুটি করে এসে এক তরুণীর থেকে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম রাজীব চৌধুরী। তাঁর বাড়ি থেকে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত স্কুটি ও ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। ঘটনায় রাজীবের সঙ্গীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, পুজোর এই মরশুমে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে নজরদারি সুষ্ঠু করতে ইতিমধ্যেই নানা পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। অপরাধীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ অভিযানও চালানো হচ্ছে। এর মধ্যেই সুযোগ বুঝে দিনদুপুরে যাত্রীদের টার্গেট করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের ৩১ তারিখ ডন বসকো মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটোর মধ্যে বসে ছিলেন এক তরুণী। হঠাৎ করেই পেছন থেকে দুই তরুণ স্কুটিতে করে এসে তরুণীর ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ঘটনায় থতোমতো হয়ে যান ওই তরুণী। এরপর বাড়িতে গিয়ে গোটা ঘটনার কথা জানানোর পর বৃহস্পতিবার এব্যাপারে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে রাজীবকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর তল্লাশি চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকেই তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ। রাজীবকে জেরা করে তাঁর বাড়ি থেকে স্কুটি ও তরুণীর ব্যাগ বাজেয়াপ্ত হয়। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। রাজীবের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

গত দেড় সপ্তাহে এই নিয়ে তিনবার টোটো, অটোয় বসা যাত্রীদের টার্গেট করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় শহরবাসীর মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর রাখছি। দাগি অপরাধীদের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। কোথাও কোনও অপরাধের জন্য জড়ো হলেই আমরা অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করছি। সতর্ক করছি। এর মধ্যেই কেউ কোনও অপরাধমূলক ঘটনা ঘটালে, তাদের পাকড়াও করে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

প্রতিমার অঙ্গসজ্জা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

দেবীপক্ষে শুধু নয়, রাত দখল হোক কি ঘরে-বাইরে সবক্ষেত্রেই এগোচ্ছেন মেয়েরা। তার ওপর ৩২-এ পা দিয়ে বাঘা যতীন কলোনির কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহিলারা এবার পুজোর থিম করেছেন নারীর ক্ষমতায়ন। সব মিলিয়ে মণ্ডপ এবার দেবীরা মাতাবেন দুই রূপে, আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

থিমের পুজোয় ঘরের মেয়েরা

এল এল পুজো এল

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : এবারও শিলিগুড়ির কয়েকটি পুজো মহিলাদের উদ্যোগেই হচ্ছে। কারও পুজো সারাবছর ভাঁড়ে জমানো টাকা দিয়ে তিল তিল করে দাঁড় করানো, কারও বা পুজোর ইতিহাস ৩২ বছরের, কেউ আবার করছে থিমের পুজো। প্রতিমা থেকে সাজসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অতিথি আপ্যায়ন সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে মহিলারা তৈরি করছেন নিজস্ব উৎসবের দুনিয়া।

শুধু ধর্মীয় আচার নয় এ যেন নারীশক্তির এক অনন্য মিলনমেলা। যেখানে আনন্দ, ঐতিহ্য আর একাত্মতা মিলেমিশে রঙিন হয়ে উঠে দুর্গাপুজো।

শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি মহিলা পরিচালিত পুজো। যেগুলির কর্মকর্তা স্থানীয় মহিলারাই। প্রতিটি পুজোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতেই উঠে আসছে নানা গল্প। কেউ শোনাচ্ছেন পুজোর ইতিহাস, আবার কারও কাছে গোটা বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটে এই চারটি দিন এলেই।

কুমোরটুলির কাছে দুর্গানগরের এই পুজোর মূল ভিত মায়েদের সঞ্চয়। কারণ সারাবছর ধরে ভাঁড়ে জমানো টাকা দিয়েই হয় এই পুজো। পুজো উদ্যোক্তা লক্ষ্মী ঘোষের কথায়, 'এলাকার মহিলারা বেশিরভাগই গৃহবধূ। সংসার খরচের টাকা থেকে জমিয়েই এই পুজো করি। এই বছর পুজো শেষ হলে আবার নতুন ভাঁড় নেব পরের বছরের জন্য।'

৩২-এ পা দিল বাঘা যতীন কলোনির কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহিলা পরিচালিত পুজো। পুজোর বেশ কয়েকটা দিন আগে থেকেই সংসার সামলানোর পাশাপাশি তাঁদের সমান নজর দিতে হয় পুজোর আয়োজনেও। এবার তাঁদের থিম পুজো। থিম 'নারী ক্ষমতায়ন'-র মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের অগ্রগতি, লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। সারাদিন পুজোর আয়োজন, প্রসাদ খাওয়া, সবাই মিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অনেকটা ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই যে কীভাবে পুজোর দিনগুলি কেটে যায় তা বোঝাই যায় না। জানাচ্ছিলেন পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা মন্দিরা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এটি শুধু পুজো নয়, আবেগ। যতই থিম হোক ঘরোয়াভাবে মন দিয়ে মায়ের আরাধনা করাটাও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তার সঙ্গে আনন্দ তো আছেই।'

> আমাদের কাছে এটি শুধু পুজো নয়, আবেগ। যতই থিম হোক ঘরোয়াভাবে মন দিয়ে মায়ের আরাধনা করাটাও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তার সঙ্গে আনন্দ তো আছেই।
>
> **মন্দিরা ভট্টাচার্য** *কর্মকর্তা, কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাথলেটিক ক্লাব, বাঘা যতীন কলোনি*

কলেজপাড়ার শতরূপা পুজো কমিটির পুজোও এবছর ৩৪ বছরে পদার্পণ করছে। আশপাশে বেশ কয়েকটি পুজো হলেও এই পুজোর সামনে গেলে এক আলাদাই উচ্ছ্বাস নজরে পড়ে। এলাকার মহিলারা একত্রে এই পুজোতে কোনও ত্রুটি রাখেন না। ধুনুচি নাচ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এখানে। পুজোর ক'টা দিন এটাই সঞ্চয়িতা, নীলিমাদের দ্বিতীয় বাড়ি। সারাদিন পুজোর কাজের ফাঁকে চলে জমাটি খাওয়াদাওয়া। পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্চয়িতা ভট্টাচার্যের কথায়, 'শতরূপার পুজো মানেই গোটা বছরের অপেক্ষার অবসান। মায়ের বোধন থেকে শুরু করে আরতি সহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে হয় আমাদের এই পুজো।'

পাতি কলোনির মহিলা পরিচালিত পুজো ঘিরেও প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সীমা রায় জানান, চাঁদা তোলা থেকে মাকে নিয়ে আসা, সারারাত ধরে মণ্ডপে কাটানো, ভাসান সবটাই যেন এক আলাদা আমেজ। শুধু পুজো নয় এই আবেগের চারদিনের অপেক্ষায় এই মহিলাবাহিনী।

শুক্রবার দেশবন্ধুপাড়ায় বিশ্ব নবি দিবসের শোভাযাত্রা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মন্দির চত্বরে টাওয়ারে বিতর্ক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : স্কুল লাগোয়া জমিতে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ শুরুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন ধরেই চলছিল উত্তেজনা। শুক্রবার সকালে মন্দিরে ঢুকে পড়েন বেশ কয়েকজন মহিলা ও তরুণ। ভেতরে ঢুকে, মন্দিরের পেছনের মোবাইল টাওয়ার বসানোর জায়গায় গিয়ে টাওয়ার বসানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে থাকেন তাঁরা। এদিকে, ঝামেলার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছোয় এনজেপি থানার পুলিশ। তাদের তৎপরতায়, বিক্ষোভকারীদের মন্দির পরিসরের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। ফলে বড় ধরনের গণ্ডগোল এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, মন্দির কমিটির সভাপতি এবং এনজেপি এলাকার আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকারের সঙ্গে বর্তমানে ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার শম্পা নন্দীর স্বামী জয়দীপ নন্দীর কোন্দলের বিষয় সামনে আসতে শুরু করেছে। এদিনের ঘটনার নেপথ্যে সেই বিবাদ বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরোনো মন্দিরটি একসময় এক সাধু দেখাশোনা করতেন। ওই সাধুর হাতে দুর্গা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সভাপতি হিসেবে মন্দির কমিটির দায়িত্ব নেন সুজয়। প্রথমদিকে সবকিছু ঠিক থাকলেও মূল মন্দিরের আশপাশের ফাঁকা জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসানোকে কেন্দ্র করে সুজয় ও জয়দীপের মধ্যে বিরোধ বাধে। পুরনিগম থেকে অর্থবরাদ্দ হওয়ার পরে বকলমে ওই জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসানোর উদ্যোগ নেয় জয়দীপের নেতৃত্বাধীন ওয়ার্ড কমিটি। বাধা দেন সুজয়। পরে সেখানে টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয় ওয়ার্ড কমিটি। এরপর থেকে মন্দিরের জায়গা ঘিরে দ্বন্দ্ব ক্রমে বাড়তে থাকে। এমনকি, ওয়ার্ড কমিটির তরফে মন্দির এলাকায় সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বিরোধ তৈরি হয়। তবে মন্দিরের জায়গায় সুজয়ের এই টাওয়ার বসানোর উদ্যোগকে ঘিরে বিরোধ দেখা দিতে শুরু করেছে। যদিও প্রকাশ্যে এই কোন্দলের বিষয় অস্বীকার করছেন দুজনেই।

সুজয়ের কথায়, 'কে পেছন থেকে মদত দিচ্ছে, সে ব্যাপারে আমি অবশ্যই খোঁজখবর নেব। তবে শুনেছি আজ কয়েকজন মন্দিরের ভেতরে ঢুকে হুলুস্থুল কাণ্ড করেন। প্রশাসন এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করছি।'

অন্যদিকে জয়দীপের বক্তব্য, 'মোবাইল টাওয়ারের বিরোধিতা করে স্থানীয় স্কুল ও বাসিন্দাদের তরফে কাউন্সিলারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কাউন্সিলার তা মেয়রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পুরনিগমের একটি টিম এসে মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।' সবমিলিয়ে, বিতর্ক বাড়তে থাকায় মন্দিরের পেছনের জায়গায় মন্দির কমিটির মোবাইল টাওয়ার বসানোর পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না, থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।

এখানেই মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রস্তুতি চলছে। - সংবাদচিত্র

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৫-এ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দীনবন্ধু মঞ্চে চাকদহ নাট্যজনের প্রযোজনা 'সাক্ষী', একক অভিনয়ে সুমন পাল। দ্বিতীয় প্রযোজনা নাট্যমেলা সমন্বয়ের নাটক 'ফুটুস', পরিচালনায় পল্লব বসু।

মদ্যপ অবস্থায় অটো চালিয়ে খেসারত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তার মাঝে আচমকাই দাঁড়িয়ে পড়ল অটো। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেন। দুই ট্রাফিককর্মী অটোর কাছে যেতেই নজরে পড়ল, চালকের জ্ঞান নেই। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পথেই বেরিয়ে পড়ল যাবতীয় রহস্য। চালক নিজের থেকেই স্বীকার করলেন, তিনি নেশা করে ফেলেছিলেন। সেই কারণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরিণতিস্বরূপ মদ্যপ অবস্থায় অটো চালানোর অপরাধে জরিমানা দিতে হল চালককে।

শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ সেবক রোডের ধারে ট্রাফিক পয়েন্টে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন দুজন ট্রাফিককর্মী। হঠাৎ করেই তাঁদের নজরে পড়ল, রাস্তার মাঝে একটি অটো চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্য যানচালকদের বিষয়টি নজরে পড়ে। চালকের কোনও বিপদ হল কি না, সেটা দেখতে ছুটে যেতেই দুই ট্রাফিককর্মী দেখতে পান, অটোচালকের জ্ঞান নেই। সঙ্গে সঙ্গে টোটোয় ওই চালককে তুলে তাঁরা ছুটলেন স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে। স্ট্রেচারে ওঠাতেই লাফিয়ে উঠলেন ওই চালক। কথায় জড়তা নিয়েই বলতে লাগলেন, 'আমার কিছু হয়নি। একটু নেশা করে ফেলেছিলাম। অটো চালানোর সময় ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। তাই অটো দাঁড় করিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' এরপর ব্রেথালাইজার নিয়ে এসে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, ওই চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। এরপরই চালককে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডে। অটোটিকে প্রথমে বাজেয়াপ্ত করে ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ড। নেশা করে গাড়ি চালানোয় জরিমানা করা হয় চালককে। একের পর এক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনা সামনে আসায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দা অমৃত দাস। তাঁর কথায়, 'এভাবে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর কোনও মানে হয় না। ওই চালক বড়ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটিয়ে ফেলত পারত।' শিলিগুড়িতে রাত বাড়তেই মদ্যপদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে থানার ভেতর ঢুকে এক মদ্যপের মদ খাওয়ার ঘটনা ঘটে।

পুরস্কৃত ডিপিএস শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক। চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গের সেরা কোএডুকেশনাল ডে কাম বোর্ডিং স্কুল হিসেবে 'ক্লাস্টার অফ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড, ২০২৫'-এ সম্মানিত হয়েছে তারা। শিক্ষার মানোন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা, ছাত্রছাত্রীদের সফল হওয়ার দক্ষতা অর্জনে সহয়তা করা এবং সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরির জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গত ৩০ অগাস্ট নয়াদিল্লির একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা এই স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া।

সৌরবাতি নিয়ে ক্ষোভ পূর্ব চয়নপাড়ায়

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে রয়েছে ডাবগ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পূর্ব চয়নপাড়ার একাধিক সৌরবাতিস্তম্ভ। কয়েকটি আবার দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। কয়েক বছর আগে এই এলাকায় সৌরবাতির ব্যবস্থা করেছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাতিস্তম্ভ এবং বাতির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি দেবেন বলে জানান তিনি।

আশিঘর মোড় থেকে পূর্ব চয়নপাড়ার রাস্তা ধরে এগোলেই নজরে পড়বে বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে রয়েছে দুটি সৌরবাতিস্তম্ভ। এলাকায় এমন অবস্থায় আরও সৌরবাতিস্তম্ভ রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কবে থেকে এমন পরিস্থিতি প্রশ্নে স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ দাস দুটি বাতিস্তম্ভ দেখিয়ে বললেন, 'মাস ছয়েক আগে গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার দুইধারে থাকা এই দুটি সৌরবাতিস্তম্ভ হেলে যায়। সংস্কারের ব্যাপারে কারও কোনও উদ্যোগ নেই।'

থমকে রাস্তা সংস্কার, ভোগান্তি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : এলাকায় নিকাশিনালা সংস্কারের পর সংলগ্ন রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল প্রশাসন। এমনকি রাস্তায় বালি ও পাথর ছড়ানো হয়েছিল। তারপর প্রায় বছরখানেক কেটে গিয়েছে। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এমনই পরিস্থিতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার এলাকার রাস্তার। বর্তমানে ওই রাস্তায় ছড়ানো বালি-পাথরগুলি সরে যাওয়ায় রাস্তার একাংশে গর্ত তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিস্থিতি পরিবর্তন না হওয়ায় এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবিষয়ে বলেন, 'বর্ষার কারণে আপাতত রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে। বর্ষার মরশুম শেষ হলে কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী অমর সরকার বলেন, 'রাস্তার সমস্যা আজও মেটেনি। এক সময় যে বালি-পাথর বিছানো হয়েছিল সেগুলি বর্তমানে সরে যাওয়ায় রাস্তাটি এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় সাধারণ মানুষ হোঁচট খান।'

রাস্তার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। এই রাস্তার জন্য অনেকে বাংলা বাজারে আসার পরিবর্তে আশপাশের অন্য বাজারে চলে যান।

৪২ নম্বর ওয়ার্ড

ফলে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আরেক স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জয় সরকার। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেন ছেত্রী বলেন, 'অল্প বৃষ্টিতে রাস্তার গর্তগুলিতে জল জমে যায়। এভাবে চলতে থাকলে রাস্তার পরিস্থিতি আগামী বছর আরও খারাপ হবে।'

বর্ষণে বেহাল এই রাস্তা নিয়েই ক্ষোভ জমছে এলাকায়। - সংবাদচিত্র

রংদার রোদ্দুর

গানের শরৎ

রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি পেরিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে এখন গানের বিস্তার। মিউজিক অ্যালবামের চাকচিক্যে সিঙ্গলস, অরিজিনালস ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। কিন্তু পুজোর গান? বাংলা গানের সেই স্বর্ণযুগের মতো? প্রশ্নটা থমকে দেয়। গান অনেক। গান গাওয়ার শিল্পীও প্রচুর। কিন্তু নতুন জামাকাপড়ের মতো পুজোর গান কেনাকাটার সেই উন্মাদনা কতটা? সারাবছর কত গান রিলিজ হচ্ছে। আলাদা করে পুজো উপলক্ষ্যে প্রকাশিত গানের কদর কেমন? অতীতের নিরিখে বর্তমানকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা। এবারের প্রচ্ছদে গানের শরৎ।

প্রচ্ছদ কাহিনী শিশির রায় নাথ, নীলাদ্রি দেব ও শেখর কর
ছোটগল্প অজিত ঘোষ
ট্রাভেল ব্লগ সুধাংশু বিশ্বাস
কবিতা শবরী শর্মা রায়, অজিত দেবনাথ, অমিত দে,
সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, অর্পিতা রায়চৌধুরী, শুভজিৎ বসু ও আরতি ধর

ভাদ্রে যে খেতেই হয়
ওলের ডালনা

‘ওল খেয়ো না, ধরবে গলা।’ সেই ছোটবেলায় পড়া কথাটা প্রবাদের মতোই হয়ে আছে। লোকের মনে ভয় আছে, ওল খেলেই বোধহয় গলা কুটকুট করবে। ওল রান্না করে কখনও তেঁতুলের সঙ্গে, কখনও আচারের সঙ্গে খাই যাতে আমাদের গলা কুটকুট না করে। গ্রামে-গঞ্জে-পুকুরপাড়ে বা জলা জমির পাশে, মাটির নিচে থেকে যে ওল পাওয়া যায়, জোলো জোলো ভাব থাকার জন্য সেগুলোতে গলা কুটকুট করতেই পারে। কিন্তু এখন বাজারে যে ওল বিক্রি হয় সেগুলোতে কিন্তু একদমই গলা ধরে না। সেই ওল দিয়ে ওলের ডালনা, ওলের বড়া, ওল ভাতে খেতে অসাধারণ হয়। গলা তো ধরেই না, উপরন্তু এক সুন্দর স্বাদে মুখ ভরে যায়।

যা যা লাগবে :
ওল ৫০০ গ্রাম (খোসা ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে কাটা), আলু ৪/৫টি একটু বড় সাইজের, আদাবাটা ২ চামচ, রসুনবাটা ১ চামচ, কাঁচালংকা ২ থেকে ৩ চামচ, গোটা জিরে ১ চামচ, গোটা শুকনো লংকা ২টি, হলুদ ১ থেকে দেড় চামচ, জিরেগুঁড়ো ৩ থেকে ৪ চামচ, লংকাগুঁড়ো আধ থেকে ১ চামচ, নুন প্রয়োজনমতো, চিনি প্রয়োজনমতো, সরষের তেল প্রয়োজনমতো, গরমমশলা আধচামচ, ঘি ১ চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন :
গ্যাসে কড়াই চাপিয়ে, কড়াইতে কিছুটা জল দিন। জল ফুটে উঠলে, জলে ধোয়া ওলের টুকরো কড়াইতে দিন। দু-এক ফুট হয়ে গেলে ওলগুলো জল থেকে ছেঁকে তুলে রেখে দিন। এর ফলে ওলের কষটা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এটা বেশি ফোটানো যাবে না, নয়তো রান্নার আগেই ওল গলে যাবে। এরপর কড়াই ওভেনে বসান। প্রয়োজন মতো তেল দিন। তেল গরম হলে গোটা জিরে, শুকনো লংকা আর জলে ধোয়া আলু ভালো করে ভাজুন। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলেই ওলের টুকরো দিন। সমস্তটা একসঙ্গে আঁচ বাড়িয়ে কমিয়ে নাড়তে থাকুন।
এবার দিন আদাবাটা, রসুনবাটা, কাঁচালংকা বাটা। আঁচ বাড়িয়ে ভালো করে কষুন। ভালোমতো কষা হয়ে গেলে আঁচ কমিয়ে হলুদগুঁড়ো, নুন, চিনি, জিরেগুঁড়ো আর লংকাগুঁড়ো দিন। আবারো আঁচ বাড়িয়ে-কমিয়ে নাড়তে থাকুন। কষা মশলার সুন্দর গন্ধ বেরোলেই জল দিন। ঝোল ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিন। আলু আর ওল সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বাড়িয়ে রসা-রসা মতো করে নিন। দিন গরমমশলা আর ঘি। দু একবার নেড়েচেড়ে গ্যাস বন্ধ করুন।
ওলের ডালনা তৈরি। গরম ভাতে মন ভরে যাবে।

নারীর পৃথক অস্তিত্বের সওয়াল যে ছবিতে

মোহময়ী কণ্ঠস্বরে মন কেড়েছেন অগণিতের। পরিচয় দিয়েছেন নিজের অস্তিত্বের। বেলা দে হয়ে উঠেছেন নারী স্বাধীনতার প্রতীক। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অনবদ্য অভিনয়ে এ ছবি যে কোনও স্বাধীনতাপ্রিয় নারীর আয়না।

স্বাধীনতা উত্তর সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আকাশবাণীতে তাঁর মোহময়ী কণ্ঠস্বর এক অনাবিল আনন্দ ও সামাজিক বাস্তবতার রূপ দিয়েছিল, যা নারী স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।
তিনি বেলা দে।
বিস্মৃতপ্রায় এই বঙ্গনারী এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে। মেয়েদের বাঁচার মন্ত্র দিয়েছিলেন তিনি, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি জুগিয়েছিল তাঁর কণ্ঠস্বর।
অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁর জীবনলব্ধ ছবি ‘বেলা’ সগৌরবে চলছে গোটা বাংলা জুড়ে। বেলা জ্বরে আক্রান্ত সবাই। বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়েছে। কারও স্ত্রী শুধু একজন নারীর পরিচয় হতে পারে না, সবারই নিজের একটা অস্তিত্ব থাকা উচিত।
অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের এই কাজ বহুভাবে প্রশংসিত হচ্ছে বাংলা জুড়ে। বাদ নেই উত্তরবঙ্গও। ছবি ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা। গৃহবধূ থেকে কর্মজীবী মহিলা নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন বেলার মধ্যে। এই সিনেমায় বেলার ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অভিনয় নাড়া দিয়েছে দর্শকদের মনে।
ছবি প্রসঙ্গে তরুণ মজুমদার পরিচালিত ‘আলো’ সিনেমার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। সিনেমায় গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিংয়ের মতো হার্টথ্রব শিল্পী।
শিলিগুড়ির আইনক্স সিটি সেন্টার, জলপাইগুড়ির কম্পিউটার প্লাজা সিনেবাজ, কোচবিহারে নিউ সিনেমা হল--এইসব প্রেক্ষাগৃহে সগৌরবে চলছে ‘বেলা’।

পুজোয় হয়ে উঠুন
আভিজাত্যের প্রতীক

ভ্রূ আঁকা
চোখে বাদামি বা মভ শেড ব্যবহার করতে পারেন। এতে পুরো সাজ হবে ধ্রুপদি, পরিশীলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ। ভ্রূ থাকুক নিজস্ব নকশায়। খুব গাঢ় করে না এঁকে ক্লিয়ার ব্রাউ জেল দিয়ে ভ্রূ গুছিয়ে নিন।

ক্যাট আইলাইনার
ছোট ও চিকন টানা আইলাইনার সাজে আনে পরিশীলিত ভাব। অতিরিক্ত সাজানো মনে হয় না। স্মোকি আই বা হালকা মাশকারার সঙ্গে ব্যবহার করলে মার্জিত লুক পাওয়া যায়। গালের ব্লাশ হতে হবে হালকা আর গোলাপি।

ত্বকের আন্ডারটোনের সঙ্গে মানানসই শেড বেছে নিন। মুখের উঁচু অংশে হালকা হাইলাইটার দিন। এটি পুরো চেহারার উজ্জ্বলতা বাড়াবে।

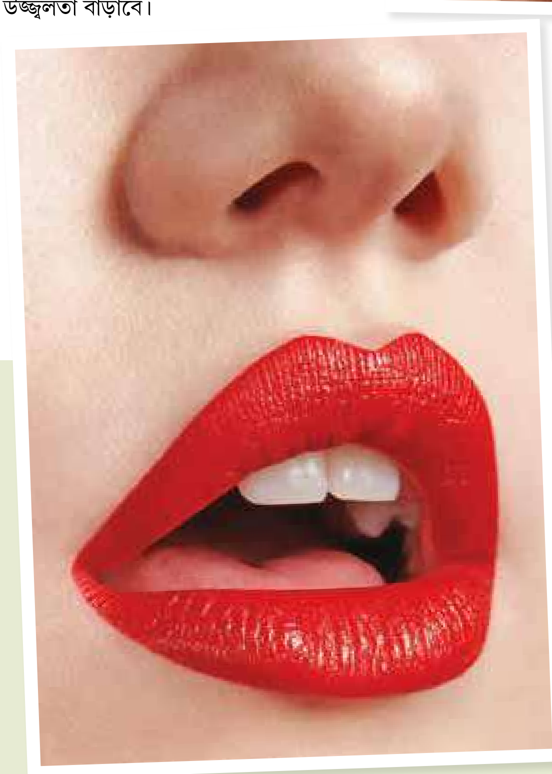

সফট গ্ল্যাম
কখনো একটু বেশি সাজের প্রয়োজন হলে সফট গ্ল্যাম আদর্শ। চোখে বাদামি রঙের মাধ্যমে স্মোকি আইশ্যাডো করুন। সঙ্গে থাকুক একটু বোল্ড সোনালি রঙের শেড। ঠোঁটে বেরি রেড লিপস্টিক।

লাল ঠোঁট
লাল ঠোঁট সব সময়ই ধ্রুপদি। হালকা বেজের সঙ্গে লাল লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন সন্ধ্যার পর। ম্যাট বা সাটিন ফিনিশের হলে ভালো। চেহারার বাকি অংশের সাজ এ সময় হালকাই থাকুক। বেজ ম্যাট হলে ভালো।

হালকা লিপস্টিকে সারাদিন
সারা দিনের জন্য হালকা রঙের লিপস্টিক বেছে নিন। হতে পারে ন্যুড বা হালকা গোলাপি। লিপস্টিক একটু ম্যাট ধাঁচের হলেই ভালো। যে কোনও দাগ বা ডার্ক সার্কেল থাকলে সামান্য কনসিলার দিয়ে ঢেকে দিন। কেকি ফিনিশ ভাব এড়িয়ে চলুন। গাঢ় কনট্যুরের বদলে হালকা ব্রোঞ্জার ব্যবহার করুন। হাড়ের গঠন আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে।

কিছু সাজ আছে, যেগুলো কখনও বদলে যায় না। এইসব সাজ চেহারায় নিয়ে আসে সম্ভ্রান্ত ভাব। পাশ্চাত্যে ‘ওল্ড মানি লুক’ নামে পরিচিত এ সাজ নিজেই যেন আলাদা একটি ধারা। গতানুগতিক চলতি ধারায় ধরা না দিলেও সব ঋতুর মেকআপের ধাঁচ কিন্তু ঠিকই এতে দেখা যায়। অভিজাত, অনাড়ম্বর, পরিশীলিত আর ক্ল্যাসিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই সাজের বৈশিষ্ট্য হল কোমল আর সহজাত চাহনি।

ওল্ড মানি লুক বা কোয়ায়েট লাক্সারির ধারণাটি শুরু হয়েছে ২০২৩ সালে। খুব বেশি পুরোনো না হলেও বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এর মধ্যেই এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছে। এই ধারা চিরন্তন ভাবকে সমর্থন করায় ব্র্যান্ডের পোশাক পরলেও সেটি ঝলমলে ভাবকে এড়িয়ে যায়। তুলে ধরে পরিশীলিত, সচ্ছল এক সৌন্দর্য। লুকের ভেতর সাজের অংশটাও এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

ওল্ড মানি লুক সাজ এমন হবে, যেখানে বাড়তি সাজসজ্জার ছাপ থাকবে না। রঙের প্যালেটও হবে মোলায়েম ও শান্ত। গাঢ় রঙের ব্যবহার হলেও সেখানে থাকবে না চকমকে ভাব।

নিরপেক্ষ শেডের প্রাধান্যের কারণে চোখ আর মুখের অবয়ব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তবে এ ধরনের সাজের জন্য সব সময় ভালো মানের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে।

ওল্ড মানি লুক নিতে চান? হালকা বেজ দিয়ে শুরু করুন। ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেও যেন ভারী ভাব না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। হালকা ফাউন্ডেশন বা টিনটেড ময়েশ্চারাইজার এখানে ভালো কাজ করবে।

স্তরভিত্তিক কভারেজ বাড়ানো যায়। চেহারার বৈশিষ্ট্য জোর করে তৈরি করার চেষ্টা না করে বরং সরাসরি সহজভাবে ফুটিয়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। আইশ্যাডোর পরিবর্তে ব্রোঞ্জার স্টিক বা ব্রাউন কনসিলার ব্যবহার করতে পারেন।

এতে সহজেই তৈরি হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। সন্ধ্যার জন্য ক্ল্যাসিক লাল লিপস্টিক, দিনের জন্য মিউটেড রোজ বা ন্যুড লিপ সবচেয়ে উপযুক্ত। সব মিলিয়ে মূল লক্ষ্য হবে লুকটিকে সাবলীল, নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা। এবারের পুজোয় এই আভিজাত্য ঝরে পড়ুক আপনার চেহারায়।

পেলের পরই এস্তেভাও
ব্রাজিলের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গোলস্কোরার

ব্রাসিলিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : দলে রাখেননি তারকা নেইমারকে। বিশ্রাম দিয়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে। তারপরেও বড় জয় পেতে কোনও অসুবিধা হল না কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেদের।

শুক্রবার ভারতীয় সময় ভোরবেলায় বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে চিলিকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ব্রাজিল। এদিন মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন এস্তেভাও। ব্রাজিলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন লুকাস পাকুয়েতা। মিনিট চারেক পরেই চিলির কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ব্রুনো গুইমারেস। এই ম্যাচের আগেই বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছিল ব্রাজিল।

চিলির বিরুদ্ধে ব্রাজিলের প্রথম গোলটি করার পর এস্তেভাও। রিও ডি জেনেইরোয়।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ব্রাজিল	৩-০	চিলি
উরুগুয়ে	৩-০	পেরু
প্যারাগুয়ে	০-০	ইকুয়েডর
কলম্বিয়া	৩-০	বলিভিয়া

এদিকে, বাছাই পর্বের ম্যাচে পেরুকে ৩-০ গোলে হারাল উরুগুয়ে। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন রডরিগো আগুইরে, জর্জিয়ান ডে আরাসকায়েতা ও ফেডেরিকো ভিনাস। এই ম্যাচ জিতে ১৭ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে উরুগুয়ে। অন্য ম্যাচে কলম্বিয়া ৩-০ গোলে বলিভিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে। কলম্বিয়ার হয়ে গোল করেছেন হামেস রডরিগেজ, জন কর্ডোবা ও হুয়ান ফেরান্দো কুইন্তেরো।

এটি ব্রাজিলের জার্সিতে এস্তেভাওয়ের প্রথম গোল। মাত্র ১৮ বছর ৪ মাস বয়সে জাতীয় দলের হয়ে গোল করেছেন চেলসির এই তারকা। 'ফুটবল সম্রাট' পেলের পর সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ব্রাজিলের হয়ে গোল করলেন তিনি। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে মাত্র ১৭ বছর ৪ মাস বয়সে গোল করেছিলেন 'ফুটবল সম্রাট'। ৭২ মিনিটে

দেশের মাঠে সম্ভাব্য শেষ ম্যাচটে জয় দিয়ে করতে পারায় খুশি লিওনেল মেসি।

জোড়া গোলে 'লাস্ট ডান্স' মেসির

> আগেও বলেছি, আমার মনে হয় না পরের বিশ্বকাপে খেলতে পারব। বয়সের কারণে তাল মেলাতে পারব না। তবে যতদিন খেলাটা উপভোগ করতে পারব, ততদিন খেলব। আপাতত বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।
>
> লিওনেল মেসি

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ছেলেদের সঙ্গে লিওনেল মেসি।

বুয়েনস আয়ার্স, ৫ সেপ্টেম্বর : কখনও চোখে জল। আবার কখনও নিজস্ব ছন্দে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের দুরন্ত ড্রিবল।

এইভাবেই দেশের মাটিতে নিজের শেষ ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। শেষলগ্নেও 'মেসি ম্যাজিকে' মোহিত করলেন ফুটবলপ্রেমীদের। ম্যাচটা আর্জেন্টিনা জিতল ৩-০ গোলে। যার মধ্যে জোড়া গোল আর্জেন্টাইন মহাতারকার। রেকর্ডবুকেও নাম তুললেন লিও। বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে সর্বাধিক ৭২টি ম্যাচ খেলে ফেললেন তিনি।

এদিন বুয়েনস আয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম হয়ে উঠেছিল 'মেসিময়'। ম্যাচের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত মেসি...মেসি গর্জনে উত্তাল হয়েছিল স্টেডিয়াম। অশ্রুসজল চোখে 'ভগবান'-কে দেশের মাটিতে শেষবারের জন্য দেখতে হাজির ছিলেন ৮০ হাজার দর্শক। পেশাদারিত্বের মোড়কে নিজের চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারেননি স্বয়ং মেসি। অবশ্য ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজার পর থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে এলএম টেন। আবেগ সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণ বিস্ফোরক মূর্তিতে তাণ্ডব চালালেন ভেনেজুয়েলার ওপর।

৩৯ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে প্রথম গোল আর্জেন্টাইন মহাতারকার। সেইসময় যেন গ্যালারিতে আবেগের বিস্ফোরণ হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ৮০ মিনিটে থিয়াগো আলমাদার ক্রস থেকে গোল করে যান এলএম টেন। অবশ্য এই গোলের চার মিনিট আগেই লক্ষ্যভেদ করেছেন তাঁর সতীর্থ লওটারো মার্টিনেজ।

ইতিমধ্যে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে আর্জেন্টিনা। কিন্তু বিশ্বকাপে কি 'মেসি ম্যাজিক' দেখা যাবে? উত্তরে কিন্তু ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন এলএম টেন। তিনি বলেছেন, 'আগেও বলেছি, আমার মনে হয় না পরের বিশ্বকাপে খেলতে পারব। বয়সের কারণে তাল মেলাতে পারব না। তবে যতদিন খেলাটা উপভোগ করতে পারব, ততদিন খেলব। আপাতত বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দেশের মাটিতে খেলাটা উপভোগ করেছি। এইভাবে এখানে শেষ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

মেসি খেলবেন কি না জানা নেই, তবে বিশ্বকাপে আরও একবার 'মেসি ম্যাজিক' দেখার জন্য আর্জেন্টাইন ভক্তরা নিশ্চিতভাবেই প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন।

স্লোভাকিয়ার কাছে হার জার্মানির

ব্রাতিস্লাভা, ৫ সেপ্টেম্বর : দুর্বল স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে অবাক হার। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের শুরুতেই হোঁচট খেল জার্মানি।

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ৪২ মিনিটে স্লোভাকিয়াকে এগিয়ে দেন ডেভিড হানকো। ৫৫ মিনিটে ডেভিড স্ট্রেলেক ব্যবধান বাড়ান। এরপর বহু চেষ্টা করেও ম্যাচে ফিরতে পারেননি ফ্লোরিয়ান রিৎজ, জোশুয়া কিমিচরা। ম্যাচ শেষে জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান বলেছেন, 'ইদানীং আমরা একেবারেই ভালো খেলছি না। বিশ্বকাপে খেলতে হলে আরও উন্নতি করতে হবে। আমরা অনেকটা পিছিয়ে।' অধিনায়ক কিমিচের সহজ স্বীকারোক্তি, 'আজ আমরা যেমন খেলেছি তেমন চলতে থাকলে কখনওই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।'

হারের পর হতাশ জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

স্লোভাকিয়া	২-০	জার্মানি
বুলগেরিয়া	০-৩	স্পেন
নেদারল্যান্ডস	১-১	পোল্যান্ড
লিচেনস্টাইন	০-৬	বেলজিয়াম

অন্যদিকে বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারাল ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন। ম্যাচের প্রথমার্ধেই লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের হয়ে তিনটি গোল করেন যথাক্রমে মিকেল ওয়ারজাবাল, মার্ক কুকুরেল্লা, মিকেল মেরিনো। লিচেনস্টাইনকে হাফডজন (৬-০) গোলে হারাল বেলজিয়াম। তবে পোল্যান্ডের কাছে ১-১ গোলে আটকে গেল নেদারল্যান্ডস। শুরুতেই গোল করে অরেঞ্জ আর্মিকে এগিয়ে দেন ডেনজিল ডামফ্রিস। শেষমুহূর্তে গোল শোধ করে পোল্যান্ড।

অবনমনের আওতায় মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ইউনাইটেড কলকাতা এসসি-কে রুখে দিয়েও শেষরক্ষা হল না। কলকাতা ফুটবল লিগে অবনমনের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

ইউনাইটেড কলকাতার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগে গ্রুপ পর্বের অভিযান শেষ করল সাদা-কালো বাহিনী। এদিন ম্যাচের শুরুতেই এক গোলে পিছিয়ে পড়ে মহমেডান। ৫৫ মিনিটে সেই গোল করেন লালনগাইসাকা। এরপর সুযোগ পেয়েও ম্যাচে ফারাক গড়তে পারেননি সজল বাগ, এডিসন সিংরা। এদিকে এদিন ম্যাচ শেষে অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মহমেডান গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্যকে।

অপেক্ষা বাড়ল ডায়মন্ডের

অন্য ম্যাচে ক্যালকাটা পুলিশকে ১-০ গোলে হারানোর সুবাদে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে এরিয়ান শেষ করল ১০ নম্বরে। একইসঙ্গে অবনমনের ভ্রূকুটি থেকে মুক্ত হল তারা। ১১ নম্বরে শেষ করায় অবনমন পর্বে খেলতে হবে মহমেডানকে।

এদিকে সাদার্ন সমিতি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ না খেলায় নিয়ম অনুযায়ী ওয়াক ওভার পাওয়ার কথা ডায়মন্ড হারবার এফসি-র। সেক্ষেত্রে অনায়াসেই সুপার সিক্সের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে ডায়মন্ড। যদিও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে আইএফএ-র লিগ সাব-কমিটি।

দ্বিশতরান হাতছাড়া জগদীশানের

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় দিনের শেষে রানের পাহাড় দক্ষিণাঞ্চলের। শুক্রবার পুরোদিন ব্যাট করে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৫৩৬ রানে। দ্বিশতরান হাতছাড়া করেছেন নারায়ণ জগদীশান। তিনি ৩৫২ বলে ১৯৭ রানে রান আউট হন।

সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে ঋষভ পন্থের পরিবর্তে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন জগদীশান। ম্যাচ না খেললেও ড্রেসিংরুমের অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে। তারই প্রতিফলন এই ইনিংস। সামনেই দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। পন্থ সুস্থ না হলে জগদীশানের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে। তার আগে এখন থেকেই জাতীয় নির্বাচকদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটার।

এদিকে, অন্য ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৪৩৮ রানে। এদিন ৬ উইকেটে ৩৬৩ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমেছিল তারা। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২২৯ রান। ওপেনার দানিশ মালেওয়ার ৭৬ রান করেছেন। ক্রিজে শুভম শর্মা (৬০) ও অধিনায়ক রজত পতিদার (৪৭)।

কাউন্টিতে মায়াঙ্ক

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি মায়াঙ্ক আগরওয়াল। এবার ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সমারসেটের বিরুদ্ধে প্রথমবার বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিষেক হতে চলেছে মায়াঙ্কের।

অস্ত্রোপচারের পর মাঠে ফেরার বার্তা সন্দেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপের প্লে-অফে খালিদ জামিলের ভারতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুখবর চোট পাওয়া সন্দেশ ঝিংগানকে নিয়েও। সফল অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত মাঠে ফেরার কথা জানিয়েছেন তিনি নিজেই।

ইরানের বিপক্ষে চোট পেয়ে দেশে ফিরে আসেন সন্দেশ। তখন বলা হয়, তাঁর চোট গুরুতর এবং তাঁকে আর গোটা টুর্নামেন্টেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় গালের হাড়ে (চিকবোন) চিড় ধরেছে এফসি গোয়া ও জাতীয় দলের এই নির্ভরযোগ্য সেন্টার ব্যাকের। এদিন নিজের সামাজিক মাধ্যমে ছবি দেন সন্দেশ। যেখানে তিনি নিজেই লেখেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল (এআইএফএফ) ও এফসি গোয়ার সাহায্যে অস্ত্রোপচার ঠিকঠাক হয়েছে। এবার আমি রিকভারি শুরু করে দ্রুত মাঠে ফিরে আসব।' এরপর তিনি আরও লেখেন, 'এটা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে সেদিন চোট পাওয়ার পরও মাঠে থাকার সিদ্ধান্ত আমার ছিল। এটা আমি প্রচার বা গর্ব করার জন্য বলছি না। ম্যাচের মধ্যেকার উত্তেজনায় ওটা হয়ে গিয়েছে। যার দায় সম্পূর্ণ আমার। এর সঙ্গে আরও বলতে চাই যে এআইএফএফ ও এফসি গোয়া আমার পূর্ণ দেখভাল করছে।' এরপর তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আবারও দ্রুত মাঠে ফেরার কথা লেখেন।

> এটা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে সেদিন চোট পাওয়ার পরও মাঠে থাকার সিদ্ধান্ত আমার ছিল। এটা আমি প্রচার বা গর্ব করার জন্য বলছি না। ম্যাচের মধ্যেকার উত্তেজনায় ওটা হয়ে গিয়েছে। যার দায় সম্পূর্ণ আমার। এর সঙ্গে আরও বলতে চাই যে এআইএফএফ ও এফসি গোয়া আমার পূর্ণ দেখভাল করছে।
>
> সন্দেশ ঝিংগান

হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই দ্রুত মাঠে ফেরার কথা বললেন সন্দেশ ঝিংগান।

সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই বক্তব্যের পাশাপাশি এদিন ফেডারেশনের তরফেও একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। যেখানে লেখা হয়েছে, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে গালের হাড়ে চোট পাওয়া সন্দেশ ঝিংগানের পাশে পূর্ণরূপে আছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফসি গোয়া। সন্দেশকে আপাতত গোয়াতে মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা দেখভাল করছেন। তাঁর রিকভারি ও ফিরে আসার বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সন্দেশ যাতে করে প্রয়োজনীয় সবরকম চিকিৎসা পান তার জন্য এআইএফএফ এবং এফসি গোয়া নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছে। এআইএফএফ সবসময়ই চোট পাওয়া ফুটবলারদের পাশে থাকার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' দ্রুত সন্দেশের মাঠে ফেরার জন্য শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এফসি গোয়াকেও ধন্যবাদ দেওয়া হয় এই পরিস্থিতি সঠিকভাবে বোঝার জন্য। এদিন দুই পক্ষেরই এই বিবৃতির কারণ অবশ্য সন্দেশের চোট পাওয়ার পরই দেশের কোনও একটি অংশ থেকে রটিয়ে দেওয়া হয় যে সন্দেশের চোটের দায় না ফেডারেশন, না এফসি গোয়া কেউই নেবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনা যে তা নয়, সেটাই তুলে ধরেন এদিন সংশ্লিষ্ট ফুটবলার ও ফেডারেশন। একইসঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যেভাবে ফুটবলার না ছেড়ে অসহযোগিতা করেছে, তারও জবাব দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

যা খবর তাতে এক ম্যাচের জন্য জাতীয় শিবিরে আর যোগ দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই সন্দেশের। তবে ক্লাবের হয়ে এসিএল টুয়ের ম্যাচ হয়তো খেলার চেষ্টা করবেন তিনি।

মাতৃভূমি সামোয়ার জার্সি হাতে রস টেলর।

সামোয়ার হয়ে মাঠে ফিরছেন টেলর

অকল্যান্ড, ৫ সেপ্টেম্বর : অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন রস টেলর।

তবে নিউজিল্যান্ড নয়, নিজের মাতৃভূমি ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়ার হয়ে! কিউয়ি ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি টেলর। নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ১১২টি টেস্ট। ২৩৬টি ওডিআই এবং ১০২টি টি২০ ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ব্ল্যাক ক্যাপসদের। ২০২২ সালে নিজের যে আকর্ষণীয় কেরিয়ারে ইতি টানেন। বছর তিনেকের বিশ্রাম কাটিয়ে ফের বাইশ গজে দেখা যাবে টেলর-ঝলক।

নিউজিল্যান্ডের জার্সি বদলে নামবেন ওশেনিয়ার মাত্র ২ লক্ষ মানুষের সামোয়া দ্বীপের হয়ে। ওমানে ৮ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়া-ইস্ট এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে অংশ নেবে ক্রিকেট দুনিয়ার অখ্যাত, অপরিচিত সামোয়া। সেই সামোয়ার জার্সিতেই দেখা যাবে ক্রিকেট বিশ্বের অত্যন্ত পরিচিত মুখ রস টেলরকে। লক্ষ্য, নিজের মায়ের জন্মভূমিকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে দেওয়া।

খেলবেন বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ইতালির হয়ে যে কাজটা কয়েকদিন আগে করে দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার জো বার্নস। পারিবারিক দায়বদ্ধতা, আবেগের টানে ইতালির জার্সিতে শুধু মাঠেই নামেননি, নেতৃত্ব দিয়ে দলকে পৌঁছে দিয়েছেন ভারত-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি২০ বিশ্বকাপের মূলপর্বে। টেলর চান তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সামোয়ার জার্সি হাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ছবি পোস্ট করেছেন টেলর।

টেলরের মায়ের জন্মভূমি সামোয়া। সেই সুবাদে নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি সামোয়ার দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে টেলরের। সামোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত বন্ধু তথা প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার তরুণ নেথুলার অনুরোধ করেন, সামোয়ার বিশ্বকাপ অভিযানে শামিল হতে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অবসর ভেঙে ৪১ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার সিদ্ধান্ত।

নিউজিল্যান্ড তথা বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি টেলর বলেছেন, 'গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ব্লু জার্সিতে সামোয়া ক্রিকেটের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করছি। এটা শুধু ফেরা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। আমার নিজস্ব সংস্কৃতি, গ্রাম, পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে গর্বের। আর যখন কেউ বলে অবসর ভেঙে ফিরে এসে তাদের পাশে দাঁড়াতে, তা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। আশা করি, ওদের প্রত্যাশার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮ হাজারের বেশি রান রয়েছে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে। চল্লিশটা সেঞ্চুরি। দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের মতো দলকেও। এহেন টেলরের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে সামোয়ার অখ্যাত বাকি খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে।

সেমিফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ ভামব্রিদের
ফাইনালে সাবালেঙ্কা-আনিসিমোভা ■ ওসাকার বিদায়

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : কোয়ার্টার ফাইনালে ইগা সোয়াতেককে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন। এবার নাওমি ওসাকাকে হারিয়ে ইউএস ওপেন ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করলেন আমান্দা আনিসিমোভা।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেন মহিলা সিঙ্গলসে শেষ চারের লড়াইয়ে শুরুটা ভালোই করেন ওসাকা। প্রথম সেট জেতার পর দ্বিতীয় সেটেও কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিপক্ষকে। তবে আচমকাই ছন্দ হারান। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি আনিসিমোভা। টানটান লড়াই হলেও শেষপর্যন্ত হার মানেন ওসাকা। ম্যাচের ফল আনিসিমোভার পক্ষে ৬-৭ (৪/৭), ৭-৬ (৭/৩), ৬-৩।

ফাইনালে আমান্দার প্রতিপক্ষ আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কা হারালেন জেসিকা পেগুলাকে। সাবালেঙ্কা প্রথম সেট হেরে গেলেও শেষপর্যন্ত ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে ম্যাচ জিতে নেন। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার ইউএস ওপেন ফাইনালে পৌঁছোলেন তিনি। টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আনিসিমোভার বিরুদ্ধে খেতাবি যুদ্ধে নামবেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা।

এদিকে, চলতি ইউএস ওপেনেই প্রথমবারের জন্য গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে খেলতে নেমেছিলেন ভারতের ইউকি ভামব্রি। তবে আর এগোতে পারলেন না। পুরুষদের ডাবলসে ২ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নিল স্কুপস্কি-জো সালিসবারির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হল ভামব্রি-মাইকেল ভেনাসের।

টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠে হুংকার আরিয়ানা সাবালেঙ্কার (বাঁয়ে)। তাঁর সামনে সারপ্রাইজ প্যাকেজ হতে চলেছেন ২৪ বছরের আমান্দা আনিসিমোভা।

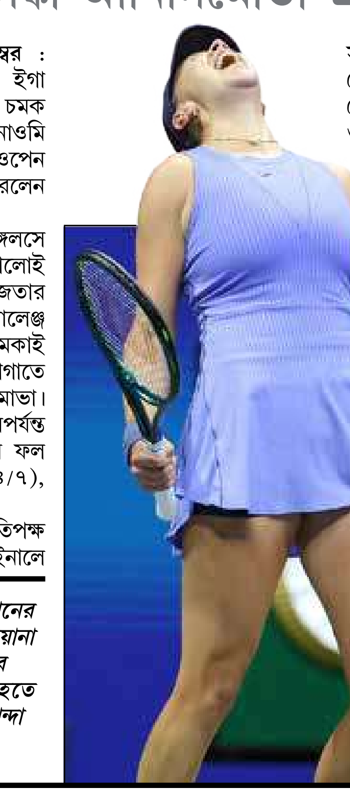

শিক্ষক দিবসে আবেগতাড়িত শচীন
'কয়েন, কিট ব্যাগ ও পথপ্রদর্শক হাত...'

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে গুরুপ্রণামে আবেগতাড়িত শচীন তেন্ডুলকার।

ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নেওয়ার পর একটার পর একটা ধাপ পেরিয়ে শিখরে পৌঁছোন। লম্বা ও আকর্ষণীয় যে কেরিয়ারের কারিগর হিসেবে তিন 'শিক্ষক' বাবা, দাদার সঙ্গে রমাকান্ত আচরেকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আবেগে ভাসলেন। স্মরণ করলেন, একটা কয়েন, কিট ব্যাগ নিয়ে শুরু করা কেরিয়ারকে শিখরে পৌঁছে দেওয়া তিন শিক্ষককে।

বাবা ও দাদার উৎসাহে ক্রিকেট শুরু। বাবা মারাঠি কবি রমেশ তেন্ডুলকার সবসময় পাশে থেকেছেন ছেলের স্বপ্নপূরণের পথে। দাদা ছিলেন শচীনের সবচেয়ে বড় সমালোচক ও বড় ভরসার জায়গা। স্বপ্নপূরণের রাস্তাটা মসৃণ করার দায়িত্বে কোচ রমাকান্ত আচরেকারের।

সমাজমাধ্যমে মাস্টার ব্লাস্টার লিখেছেন এই তিনজন তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর। সেই প্রিয় 'গুরুদের' শ্রদ্ধা জানিয়ে শচীন তেন্ডুলকার লিখেছেন, 'জার্নির শুরুটা হয়েছিল একটা কয়েন, একটা কিট ব্যাগ দিয়ে। সঙ্গে ছিল পথ দেখানো তিনটি হাত, আমার বাবা, আচরেকার স্যর ও অজিত (দাদা)। ওদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি।' শচীন আরও লিখেছেন, 'আমার বাবা একেবারে কড়া ছিলেন না। তবে অসম্ভব যত্নশীল। আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন কী করব তা বেছে নেওয়ার। সর্বদা আমার স্বপ্নপূরণে উৎসাহ জুগিয়েছেন। যেভাবে আমাদের মানুষ করেছিলেন, ভালোবাসা, স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা অভিভাবকদের কাছে শিক্ষণীয়। আমার ধারণা সময়ের থেকে উনি এগিয়ে ছিলেন। ওঁকে ভালোবাসার আরও হাজারো কারণের মধ্যে এটা একটা কারণ ছিল। ওঁর জন্যই আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে।'

> আমার বাবা একেবারে কড়া ছিলেন না। তবে অসম্ভব যত্নশীল। আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন কী করব তা বেছে নেওয়ার। -শচীন তেন্ডুলকার

এশিয়া কাপের লক্ষ্যে দুবাইয়ে অনুশীলন শুরু ভারতের

দুবাই, ৫ সেপ্টেম্বর : খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একইসঙ্গে আগামীর লক্ষ্যে কুড়ির ক্রিকেটে দল হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার তাগিদও রয়েছে।

এমন জোড়া ভাবনা নিয়ে আজ দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলন শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। বিলেত সফর এখন অতীত। লাল বলের ক্রিকেট থেকে ভারতীয় দলের লক্ষ্য এখন সাদা বলের দিকে। দুবাইয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। পরদিনই মাঠে নামছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

ক্রিকেটপ্রেমীদের মূল আগ্রহ অবশ্য বুধবারের আমিরশাহি ম্যাচের দিকে নয়। বরং ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত বনাম পাকিস্তানের মহারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই জোরদার চর্চা চলছে ক্রিকেটমহলে। মরুদেশে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। তার মধ্যেই আজ আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সূর্যদের অনুশীলনে নেমে পড়ার পর ভারত-পাক মহারণের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।

কথায় বলে মেজাজটাই আসল রাজা। দুবাইয়ে আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে মেজাজটাই বলে দিচ্ছিল, পুরো দল দারুণ ফুরফুরে মেজাজে। অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের আলোচনা, সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের নেটে ব্যাটিং চর্চা, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ছন্দ, জসপ্রীত বুমরাহ এশিয়া কাপে সব ম্যাচে খেলা নিয়ে জল্পনা- সব মিলিয়ে পুরো দলই দারুণ ছন্দে ছিল আজ। রিঙ্কু সিংয়ের দিকেও আলাদা করে নজর রয়েছে ক্রিকেটমহলের। কেকেআরের হয়ে শেষ আইপিএল একেবারেই ভালো যায়নি রিঙ্কুর। তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্নও উঠে গিয়েছে। এখনও স্পষ্ট নয় যে, এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম একাদশে রিঙ্কু সুযোগ পাবেন কিনা। কিন্তু সুযোগ পেলে তিনি নিজের সেরাটা মেলে ধরতে তৈরি। দেশ থেকে রওনা হওয়ার আগে সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে রিঙ্কু বলেছেন, 'এশিয়া কাপের আসরে সেরাটা দিতে আমি তৈরি। সুযোগ পাব কিনা, এখনও জানি না। কিন্তু প্রথম একাদশে সুযোগ এলে আমি ফিনিশারের ভূমিকা নিতে তৈরি।'

ফিনিশার রিঙ্কু নয়া গুরুর অপেক্ষায়

একদিনের মধ্যে হেয়ার স্টাইল বদলে চমকে দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

একা রিঙ্কু নন, এশিয়া কাপের ভারতীয় দলের অনেকের জন্যই এই প্রতিযোগিতা মহাগুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে দেশের মাটিতে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। তার আগে এশিয়া কাপের মধ্যে দিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে শেষবার যখন এশিয়া কাপ হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। প্রশ্ন এখন একটাই, এবার কী হবে? গতরাতে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ভারত ফেভারিট। একমাত্র শ্রীলঙ্কা বেগ দিতে পারে সূর্য-শুভমানদের। আজ শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার রাসেল আর্নল্ডও একই কথা বলেছেন। দুবাইয়ের এক জনপ্রিয় দৈনিকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এশিয়া কাপের আসরে ভারত অবশ্যই ফেভারিট। কিন্তু শ্রীলঙ্কাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট এখন নতুন শুরুর অপেক্ষায়।'

শিক্ষক দিবসে গুরুপ্রণাম গম্ভীরের

দুবাই, ৫ সেপ্টেম্বর : তিনি নিজেই এখন গুরু। গুরু হওয়ার গুরুদায়িত্ব কত কঠিন, হাড়ে হাড়ে এখন টের পাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু তাতে কী? তিনি তো চ্যালেঞ্জ নিতে বরাবরই পছন্দ করেন।

বিলেত সফর এখন অতীত। প্রাক্তন হয়ে যাওয়া ইংল্যান্ড সফর ভুলে সামনে তাকাতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই সামনে তাকানোর গুরুমন্ত্র নিয়ে যথারীতি হাজির কোচ গম্ভীর। এশিয়া কাপের লক্ষ্যে গতকালই দুবাই পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলনও শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলন শুরুর আগে নিজস্ব স্টাইলে গুরুপ্রণাম সেরে নিলেন ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীরও।

১০ বছর বয়সে গম্ভীর যখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, সেই সময় তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন সঞ্জয় ভরদ্বাজ। দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে সবসময় সঞ্জয় স্যারের পরামর্শ পেয়েছেন ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ। আজ গুরুপ্রণাম করতে গিয়ে অতীতের সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর বলেছেন, 'আমি এখন বুঝতে পারি আমায় কোচিং করানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ কীভাবে পালন করেছেন আমার গুরু। আজ শিক্ষক দিবসে ওঁকে প্রণাম।' রাজধানীর এলবি শাস্ত্রী ক্রিকেট ক্লাব বহু পুরোনো। নানা ইতিহাসে ভর্তি। সেখান থেকেই গম্ভীরের ক্রিকেটার হওয়ার পথ চলা শুরু। বাকিটা সময়ের সঙ্গে ইতিহাস।

> আমি বরাবরই একটু অন্যরকম ছিলাম। আমায় নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল সঞ্জয় স্যারের। শেষ পর্যন্ত আমি পেরেছিলাম। আজকের বিশেষ দিনে তাঁকে প্রণাম জানানোটা আমার কর্তব্য।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

সেই ইতিহাস প্রসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীর আজ বলেছেন, 'আমি বরাবরই একটু অন্যরকম ছিলাম। আমায় নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল সঞ্জয় স্যারের। শেষ পর্যন্ত আমি পেরেছিলাম। আজকের বিশেষ দিনে ওঁকে প্রণাম জানানোটা আমার কর্তব্য।' তাঁর ছাত্র এখন ভারতীয় দলের কোচ। নিজেই সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের গুরু। গম্ভীরকে নিয়ে তৃপ্ত তাঁর কোচ সঞ্জয় বলেছেন, 'আমি কখনও গম্ভীরকে বদলে দিতে চাইনি। আমি চাই যে মানসিকতা নিয়ে ও ক্রিকেট খেলেছে, সেই মানসিকতা নিয়েই কোচিং করাক ও। গম্ভীর দেশকে কোচ হিসেবে আরও সাফল্য এনে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন বাসিন্দা সুজিত কোলে - কে 20.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 17810 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি খুবই অল্প পরিমাণ টাকা খরচ করে আমার স্বপ্নপূরণ করতে পেরেছি, যা শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমার এই কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নপূরণ করার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। এটি আমার কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যার জন্য আমি ডিয়ার লটারির কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শংকরের ছাত্র সুহেল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জাব এফসি-তে ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ করছেন বাংলার শংকরলাল চক্রবর্তী। তারই ফসল বাহরিন ম্যাচে অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দলের এক গোলস্কোরার মহম্মদ সুহেল।

অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে শেষ বেলায় শিভাল্ডো সিং একটি গোল করলেও বুধবার শক্তিশালী বাহরিনের বিরুদ্ধে সুহেলের করা গোলই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়। ৩২ মিনিটে ডানদিক থেকে উঠে বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের কার্যত নাস্তানাবুদ করে বক্সে ঢুকে পড়েন। এরপর বাঁ পায়ের নিখুঁত প্লেসিংয়ে বল জালে পাঠান কেরলের ১৮ বছরের ছেলেটা। এই প্রথম নয়, এর আগেও তাঁর পায়ে এমন ঝলক বেশ কয়েকবার দেখা গিয়েছে।

সুহেলের যাত্রাটা শুরু কেরলের স্থানীয় এক অ্যাকাডেমি থেকে। ২০১৯ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে পাঞ্জাব এফসির অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়া। শুরুতে ছিলেন ডিফেন্ডার। তবে তাঁর গতি, বল পায়ে দৌড় এবং সার্বিক স্কিল দেখে ফরোয়ার্ডে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন অ্যাকাডেমির কোচরা। বছর দুয়েক আগে ওই অ্যাকেডেমি থেকেই ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য সুহেলকে বেছে নেন পাঞ্জাবের সহকারী কোচ শংকরলাল। এরপর নিজের মতো করে গড়েপিঠে নিয়েছেন। সেদিন তিনি যে প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি তা প্রমাণ করছেন সুহেল। ২০২৩-'২৪ মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন। বিদেশের মাটিতে নেক্সট জেন কাপ খেলতে গিয়েও নজর কাড়েন কেরালালাইট তরুণ। সেই সুবাদেই গত আইএসএলে পাঞ্জাব এফসি সিনিয়ার দলের দরজা খুলে যায় তাঁর সামনে। সেখানেও জাত চিনিয়েছেন। মাত্র ১৮-তেই জায়গা করে নিয়েছেন অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলেও। সুহেল একাই নয় যুব জাতীয় দলে তাঁর আরেক সতীর্থ পরমবীর সিংয়ের উঠে আসাও শংকরলালের হাত ধরে।

কেরলের খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এলেও কঠোর পরিশ্রম আর শৃঙ্খলাই এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে সুহেলকে। তাঁর সতীর্থ, কোচেদের মুখে শোনা যায়, সুহেল মাঠে যতটা সিরিয়াস, মাঠের বাইরেও তেমনই শান্ত, বিনয়ী। সুহেলের স্বপ্ন একদিন ভারতের সিনিয়ার দলের জার্সিতে খেলা। ভারতীয় ফুটবল যখন নতুন প্রতিভার খোঁজে, বিশেষত গোল করার লোকের অভাবে ভুগছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে একটুকরো আশার আলো দেখাচ্ছেন সুহেল।

ক্রিকেট ফিরছে চিন্নাস্বামীতে

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : ৪ জুন পদপিষ্টের ঘটনার জেরে দীর্ঘ বিরতির পর অবশেষে ক্রিকেট ফিরতে চলেছে এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতা কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়ার ট্রফির ফাইনাল, সেমিফাইনাল সহ মোট ৬টি ম্যাচ হবে চিন্নাস্বামীতে। কর্ণাটকের পাশাপাশি মুম্বই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের বেশ কিছু দলও অংশ নেবে। আজিঙ্কা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হনুমা বিহারির মতো তারকাদের খেলার কথা। তবে নিরাপত্তার কারণে সংশ্লিষ্ট ম্যাচগুলিতে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকছে না।

পেলের পরই এস্তেভাও
-খবর তেরোর পাতায়

অকশন ব্রিজে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

চ্যাম্পিয়ন বিরাজ-অভিজিৎ

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির বিরাজ দে-অভিজিৎ দত্ত। শুক্রবার ফাইনালে তাঁরা ৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন বাগডোগরার উৎপল ঘোষ-পার্থ ধরকে। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন প্রণব দাস-এস দে। ১৪৪ পয়েন্টে তাঁরা জিতেছেন মৃগাঙ্ক রায়-অধীর শাসমলের বিরুদ্ধে। ক্লাবের তরফে এদিন চার বিশিষ্ট ব্রিজ খেলোয়াড় বিকাশ চৌধুরী, শিশির ঘোষ, মৃগাঙ্ক ও সমীর হালদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হার লেজেন্ডসের

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলে ফাইনালে উঠল আরএফএ ওদলাবাড়ি। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে শিলিগুড়ির লেজেন্ডস ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে।